وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘মহিলা হচ্ছে ঢেকে রাখার বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের চোখে সুন্দর করে তুলে ধরে’ (তিরমিযী, হা/১১৭৩; মিশকাত, হা/৩১০৯)।

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ১২তম সংখ্যা ● অক্টোবর ২০২২

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٦، ربيع الأول و ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ/ أكتوبر ٢٠٢٢م العدد:١٢، الجزء: ٧٢
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

সালমান ফারসী মসজিদ, মালাং, ইন্দোনেশিয়া : মালাং শহরে অবস্থিত দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদটি ২০১৭ সালে উদ্বোধন করা হয়। ১৬০০ বর্গমিটার আয়তনের মসজিদটিতে ৭টি মিনার ও ৫টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের মাঝখানে একটি প্রধান সুবিশাল গম্বুজ রয়েছে যা তাজমহলের আদলে নির্মিত। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ বাদামী মার্বেল পাথরে মোড়ানো যার নকশা ও নির্মাণশৈলিতে ঐতিহ্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৪ || ঈসায়ী ২০২২ || বঙ্গীয় ১৪২৯

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ অক্টোবর	০৪ রবী: আউয়াল	শনিবার	০৪:৩৫	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০১
০৫ ,,	০৮ ,,	বুধবার	০৪:৩৭	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪২	০৬:৫৭
১০ ,,	১৩ ,,	সোমবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৫	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৬:৫২
১৫ ,,	১৮ ,,	শনিবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৬.৪৮
২০ ,,	২৩ ,,	বৃহস্পতিবার	০৪:৪২	০৫:৫৮	১১:৪৩	০৩:০১	০৫:২৯	০৬:৪৪
২৫ ,,	২৮ ,,	মঙ্গলবার	০৪:৪৪	০৬:০০	১১:৪২	০২:৫৯	০৫:২৫	০৬:৪০

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	-১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+৩
মাদারীপুর	+১	০	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	০	০	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	০	০	০
শেরপুর	+১	+১	+২
জামালপুর	+২	+২	+২
নেত্রকোনা	-১	-১	-১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৫	-৬	-৫
কক্সবাজার	-৬	-৭	-৫
খাগড়াছড়ি	-৬	-৭	-৫
রাঙ্গামাটি	-৭	-৮	-৬
বান্দরবান	-৭	-৮	-৬
কুমিল্লা	-৩	-৪	-৩
নোয়াখালী	-২	-৩	-২
লক্ষীপুর	-১	-২	-১
চাঁদপুর	-১	-১	-১
ফেনী	-৪	-৪	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৬	-৬	-৬
সুনামগঞ্জ	-৪	-৪	-৪
মৌলভীবাজার	-৬	-৬	-৫
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৯
নাটোর	+৬	+৫	+৬
পাবনা	+৫	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩
বগুড়া	+৪	+৪	+৪
নওগাঁ	+৬	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৬

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৪	+৪	+৫
দিনাজপুর	+৬	+৭	+৭
গাইবান্ধা	+৩	+৩	+৪
কুড়িগ্রাম	+২	+৩	+৩
লালমনিরহাট	+৩	+৪	+৪
নীলফামারী	+৬	+৬	+৭
পঞ্চগড়	+৭	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	+৭	+৭	+৮

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৪	+৩	+৪
বাগেরহাট	+৩	+২	+৩
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৬
যশোর	+৫	+৪	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৮
মাগুরা	+৪	+৪	+৪
নড়াইল	+৪	+৩	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+১	০	১+
পটুয়াখালী	+১	০	১+
পিরোজপুর	+২	+১	১+
ঝালকাঠি	+১	০	১+
ভোলা	-১	-১	০
বরগুনা	+২	+১	+২

৬ষ্ঠ বর্ষ
১২তম সংখ্যা
অক্টোবর ২০২২
আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৯
রবী: আউ - রবী: আখের
১৪৪৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- **প্রধান সম্পাদক,**
  আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
  তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী : ০১৪০৭-০২১৮২২
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ**
  - আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-৫) ০৩
    মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
    অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
  - সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া (পর্ব-৮) ০৬
    -হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী
  - আল-কুরআনে আবহাওয়া বিজ্ঞান : জ্ঞানীদের জন্য নির্দেশনা ০৯
    -ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
  - অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-১১তম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-১৮তম পর্ব) ১২
    -আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
  - দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা (শেষ পর্ব-৫) ১৫
    -আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী
  - পাবলিক প্লেসে স্মার্টফোন ব্যবহারের শালীনতা ১৭
    -সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী
  - ঈদে মীলাদুন্নবী কেন বর্জনীয় ১৮
    -মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
- **হারামাইনের মিম্বার থেকে** ২২
  দুনিয়াবী সংশোধন ও পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যমে সফলতা লাভের উপদেশসমূহ
  -আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ
- **তরুণ প্রতিভা**
  - ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের ভূমিকা ২৬
    -মাযহারুল ইসলাম
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  - আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলাম ২৮
    -এ.এস.এম. মাহবুবুর রহমান
- **দিশারী**
  - টাখনুর উপরে পুরুষের পোশাক পরিধান : যুক্তি ও বিজ্ঞান আছে কি? ৩০
    -জাবির হোসেন
- **শিক্ষার্থীদের পাতা**
  - রাবী পরিচিতি-৭ : আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জুদ'আন (রহিমাহুল্লাহ) ৩২
    -আল-ইতিছাম ডেস্ক
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান** ৩৩
  - বৃদ্ধাশ্রম থেকে ঘুরে আসা
    -সাঈদুর রহমান
- **কবিতা** ৩৫
- **সংবাদ** ৩৬
- **সওয়াল-জওয়াব** ৩৯
- **বর্ষসূচি** ৫২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

অবশ্যই ‘অশ্লীল নজর অসভ্যতা’

কথাটা লেখা ছিল পোশাকে অবাধ স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থানরত একজন মেয়ের হাতে। ঘটনার সূত্রপাত ১৮ মে ২০২২ ভোরে নরসিংদী রেলস্টেশনে। ঐদিন ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থী অশালীন পোশাকে স্টেশনে আসে। সাথে ছিল দুই যুবক। মার্জিয়া আক্তার ওরফে শিলা নামের এক ভদ্র মহিলা মেয়েটির এমন পোশাক অপছন্দ করেন। ফলে তাদের মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। লোকজন জড়ো হয় এবং কথা কাটাকাটি হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক সমালোচনা হলে নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ভৈরব রেলওয়ে থানায় মামলা করে। তরুণীকে হেনস্তা ও মারধরের অভিযোগে অভিযুক্ত শিলাকে পুলিশ ৩০ মে গ্রেপ্তার করে। জামিন শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষের উদ্দেশ্যে উচ্চ আদালত প্রশ্ন রাখেন, **‘সভ্য দেশে এমন পোশাক পরে রেলস্টেশনে যাওয়া যায় কিনা?’** আদালত আরো বলেন, ‘(ঐ তরুণী) প্ল্যাটফর্মে আপত্তিকর অবস্থায় ছিল, সিডিতে দেখা যায়। এটি আপনার অধিকার? পোশাকের অধিকার?’ আদালত মার্জিয়া আক্তারকে ৬ মাসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন।

জামিন শুনানিতে উচ্চ আদালতের এ বক্তব্যকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী মানববন্ধন করে স্বাগত জানান এবং উচ্চ আদালতকে অভিবাদন জানান। পরে এর বিপক্ষেও মাঠে নামেন দেশের তথাকথিত কয়েকটি নারী অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠন। তারা বলেন, ‘আদালতের ওই বক্তব্য সাংবিধানিক অধিকার, নারীর সমানাধিকার, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক’। যেসব স্লোগান লিখে তাঁরা প্রতিবাদ জানান, সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল—‘অশ্লীল নজর অসভ্যতা’।

আমরা বলতে চাই, জী, অবশ্যই ‘অশ্লীল নজর অসভ্যতা’ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। কিন্তু অশালীন পোশাক পরা তার চেয়ে কম অসভ্যতা নয়। ইসলামে নারীকে শালীন পোশাক পরতে বলা হয়েছে এবং অশালীন পোশাক পরিহিতার জন্য সরাসরি জাহান্নামের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে *(মুসলিম, হা/২১২৮)*। পূর্ণ পর্দা করেই কেবল প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। যেনা-ইভটিজিং ইত্যাদি ঘটতে পারে এমন সকল সম্ভাব্য পথ ইসলাম বন্ধ করেছে। যেমন—আপাদমস্তক ঢেকে পূর্ণ পর্দাসহ বাইরে যাওয়া *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)*, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা *(আন-নূর, ২৪/৩০)*, নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের মানসে সজোরে পদচারণা না করা *(আন-নূর, ২৪/৩১)*, মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সাথে নির্জনে একত্রিত না হওয়া *(আহমাদ, হা/১১৪)*, মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর না করা *(বুখারী, হা/৩০০৬)*, কোনো পরপুরুষের সাথে গদগদ কণ্ঠে কথা না বলা *(আল-আহযাব, ৩৩/৩২)*, সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের না হওয়া *(তিরমিযী, হা/২৭৮৬)* ইত্যাদি। এমনকি হাদীছে এসেছে, ‘চক্ষুদ্বয়ের যেনা হচ্ছে দর্শন। কর্ণদ্বয়ের যেনা হচ্ছে শ্রবণ, জিহ্বার যেনা হচ্ছে কথন, হাতের যেনা হচ্ছে ধারণ এবং পায়ের যেনা হচ্ছে গমন’ *(মুসলিম, হা/২৬৫৭)*।

যেনা সংঘটিত হয়ে গেলে সেখানেও ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। অবিবাহিতা হলে ১০০ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন *(মুসলিম, হা/১৬৯০)* এবং বিবাহিতা হলে রজমের মাধ্যমে হত্যা করার মতো উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে *(বুখারী, হা/২৪৬২)*।

অতএব, ইসলামে প্রতিষেধকও আছে, চিকিৎসাও আছে। আর ইসলামের এ দু’ধরনের ব্যবস্থা অত্যন্ত যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক। কেনই-বা তেমন হবে না, এ যে প্রজ্ঞাময় মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তারই সৃষ্টির জন্য চির কল্যাণকর বিধান। মহান আল্লাহ পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের চোখে আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য নারী পর্দাহীন হলেই সেই আকর্ষণ কাজ করে। সাথে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি যুক্ত হয়ে অবক্ষয়ে নিয়ে যায়। রাসূল ﷺ যথার্থই বলেছেন, ‘নারী গোপনীয় সত্তা, তারা বেপর্দা হয়ে লোকালয়ে বের হলে শয়তান তাদের দিকে উঁকি মেরে তাকায়’ *(দ্র. তিরমিযী, হা/১১৭৩)*। সুতরাং উভয়ের সমন্বয় ও বাস্তবায়ন ছাড়া নারীর ইযযত-আব্রু রক্ষা করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

শুধু কুরআন-হাদীছ নয়; বরং তাওরাত-ইনজীলেও নারীদের পর্দা করতে বলা হয়েছে। মাথা ও মুখমণ্ডলসহ সারা শরীর ঢাকার কথা স্পষ্ট এসেছে। হিন্দুধর্মেও নারীদেরকে দেহ আবৃত করে রাখতে বলা হয়েছে। নারীদেরকে পুরুষদের পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছে। দৃষ্টি নিচু রাখতে বলা হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের দেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতিতেও নারীদের শালীন পোশাক পরার অভ্যাস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। গ্রামাঞ্চলের নারীদের মধ্যে সেই সভ্যতার ছিটেফোটা এখনও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া মানুষের স্বভাবজাত ও সুস্থ বিবেক ও রুচিবোধের দাবিও হচ্ছে শালীন পোশাক করে নিজের ইযযত-আব্রুর হেফাযত করা। তদুপরি মানুষের সৃষ্টিগত স্বাভাবিক লজ্জা-শরমের দাবিও কিন্তু নগ্ন বা অর্ধনগ্ন না হওয়া।

তাহলে তোমরা যারা পোশাকের অবাধ স্বাধীনতার নামে রাস্তায় নেমেছো, তোমরা আসলে কোন্ ধর্মের? তোমরা কোন্ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি লালন কর? তোমাদের আসলে স্বভাবজাত ও সুস্থ বিবেক আছে কি? ন্যূনতম মানবিক লজ্জা-শরমটুকুও কি তোমরা হারিয়ে ফেলেছো? তোমাদের এসব স্লোগান কীসের ইঙ্গিত বহন করে?- ‘শান্তিপূর্ণ দাসত্বের উপরে প্রশ্নবিদ্ধ স্বাধীনতা বেছে নিলাম’, ‘কয়দিন পর যদি নাম শুনেই সিডিউসড হয়ে যান’, ‘সিডিউসড হোন বা না হোন হামলে পড়বেন না’, ‘চোখ সরা’, ‘অশ্লীল লাগে’, ‘মাই বডি, মাই চয়েস’, ‘আমি স্বাধীন’, ‘শরীর আমার, পোশাকের স্বাধীনতা আমার, আপনি বলার কে?’

মনে রাখতে হবে, বর্তমান সময়ে স্বাধীনতা, সমাধিকার ও ফ্যাশনের নামে অশালীন পোশাক ও অবাধ চলাফেরার কারণে সমাজে যেনা-ব্যভিচার, ইভটিজিং, অবৈধ সম্পর্কসহ নানা বিপর্যয় নেমে আসছে, যার ভূরিভূরি নমুনা প্রতিনিয়ত ভাইরাল হচ্ছে।

পরিশেষে, আমরা উচ্চ আদালতকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, সকলের এধরনের সচেতনতামূলক অবস্থান অবক্ষয় রোধ করতে পারে। আমরা বলতে চাই, কতিপয় অর্বাচীন তরুণ-তরুণীর দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করলে উল্টো তাদেরই ক্ষতি হবে। ফলে আগে দরকার প্রতিষেধক। নৌকার ফুটো বন্ধ না করে পানি সেচে আদৌ আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী**

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী***

(পর্ব-৫)

প্রথম পরিচ্ছেদ : একজন মুসলিমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যিনি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পড়েছেন এবং ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন, তার কাছে মোটেও অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, একজন মুসলিম যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিজের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেন এবং অন্যের মধ্যেও তার বিদ্যমানতার জন্য চেষ্টা করেন, তা হচ্ছে মহান আল্লাহর ইবাদত। আর সেই ইবাদতকে যেকোনো ধরনের ত্রুটিমুক্ত করতে ভালোভাবে আল্লাহর তাওহীদ সম্বন্ধে জানার কোনো বিকল্প নেই।

যে দাঈ বা আহ্বায়ক এই পথ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, তিনি তা বাস্তবায়ন করতে নানা বাধাবিঘ্ন ও জটিলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তবে তিনি এগুলোকে কোনো প্রতিবন্ধকই মনে করেন না। কারণ তিনি তার দাওয়াতী কার্যক্রমে রাত-দিন নবী ﷺ-এর এ বাণী মাথায় রেখে চলেন, أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপদাপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ। তারপর তাদের পরের স্তরের মানুষ। তারপর তাদের পরের স্তরের মানুষ'।[১]

কেনই-বা এমনটা হবে না, সেই দাঈ তো সেই রাসূল ﷺ-এর পথেই হাঁটছেন, তাঁর জীবনচরিতই ধারণ করছেন এবং তাঁর মানহাজই অবলম্বন করছেন।

'তাদের পরের স্তরের মানুষ' বলতে সেসব সৎমানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াতী কার্যক্রমে নবী-রাসূল ﷺ-এর পথে হাঁটেন, তাঁরা যে তাওহীদ ও ইখলাছ গ্রহণের এবং শিরক বর্জনের দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁরাও ঠিক সেই একই দাওয়াত দেন। ফলে তাদের আদর্শ নবী-রাসূল ﷺ-এর উপর যে বালা-মুছীবত ও কষ্টক্লেশ আপতিত হয়েছে, তা তাদের উপরও আপতিত হয়ে থাকে। সেজন্য আপনি অনেক দাঈকে এই কঠিন ও দুর্গম পথ এড়িয়ে যেতে দেখবেন। কারণ যে দাঈ এই পথে হাঁটবেন, তাকে তার মা, বাবা, ভাই, প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব সকলের মুখোমুখি হতে হবে। সমাজের মানুষের শত্রুতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও কষ্টেরও তিনি মুখোমুখি হবেন।

ফলে তারা ইসলামের অন্যান্য দিক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন; সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনো মুমিন ব্যক্তি সেগুলোও অবজ্ঞা করতে পারে না। তবে সেগুলোর ক্ষেত্রে মুসলিমসমাজে তেমন একটা কঠিনতা, জটিলতা, ঠাট্টা আর কষ্ট পেতে হয় না। কেননা মুসলিম উম্মাহর বেশিরভাগ মানুষ এই ধরনের দাঈগণের পাশ বেশি ঘেঁষে এবং তাদেরকে সম্মান-শ্রদ্ধায় পরিবেষ্টন করে রাখে। যেখানে কোনো ঠাট্টা-বিদ্রুপ থাকে না, থাকে না কোনো ধরনের কষ্ট। তবে এই শ্রেণির দাঈগণ কেবল তখনই সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, যখন তারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন বা সরকারের ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ান। কারণ এই সময় সরকার তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন, ঠিক অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো, যারা সরকারের বিরোধিতা করে এবং তাদের ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়। আর এরকম সময় সরকার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মুসলিম-কাফের কারো প্রতি আনুকূল্য দেখায় না।

যাহোক, আমরা সেসব দাঈর উদ্দেশ্যে বলব, আপনারা যতই বুলি আওড়ান না কেন এবং ইসলামের নামে যতই উচ্চবাচ্য করেন না কেন, আপনারা নিজেদের প্রতি সদয় হোন। কারণ আপনারা আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ ও তার স্পষ্ট ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বের হয়ে গেছেন, যে মানহাজ ও পথ দিয়ে নবীগণ ﷺ ও তাদের অনুসারীদের কাফেলা গমন করেছেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর তাওহীদ ও ইখলাছের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো। আপনারা ইসলামের নামে যতই গলাবাজি করেন না কেন, আপনারা কিন্তু নবীগণ ﷺ-এর মানহাজ থেকে বিচ্যুত, যে মানহাজ স্বয়ং আল্লাহ প্রবর্তন করেছেন। আপনারা যত প্রচেষ্টাই ব্যয় করেন না কেন এবং আপনাদের দাওয়াত ও মানহাজ যত বড় করেই দেখান না কেন,

---

* বইটির লেখক আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আব্দুল হামীদ আল-হালাবী আল-আছারী (জন্ম : ১৩৮০ হিজরী) একজন ফিলিস্তীনী সালাফী আলেম। তিনি আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শায়খ আলবানী, শায়খ ইবনে বায, শায়খ বাকর আবূ যায়েদ, শায়খ মুক্বিল ইবনে হাদী, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম শায়খ আলী আল-হালাবীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি একাধারে প্রসিদ্ধ আলোচক এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা।

** বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. সুনানে তিরমিযী, হা/২৪০০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৪০২৩; মুসনাদে আহমাদ, ১/১৭২ ও ১৭৪, 'সনদ হাসান'।

আপনারা আসলে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আগে মাধ্যম নিয়ে ব্যস্ততা দেখাতে চাচ্ছেন। অথচ **মাধ্যম যদি মূল লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাহত করে, তাহলে তার উপকার ও বাস্তবায়নযোগ্যতা কতই না কম!** যদিও তা বড় করে দেখানো হয়।

বরং যদি সেসব দাঈ বিভিন্ন চটকদার শ্লোগানের অন্তরালে তাদের নবাবিষ্কৃত মানহাজগুলোর উপর অবিচল থাকতে জিদ ধরে এবং আল্লাহর তাওহীদের দিকে দাওয়াতে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম কর্তৃক স্বীকৃত মানহাজের বিরুদ্ধে লড়ে যায়, তাহলে তাদের জন্য আফসোস। আর যাইহোক এসব শ্লোগান নবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর মানহাজ সম্পর্কে অজ্ঞ ও নির্বোধ ব্যক্তিদের মন কেড়ে নেয়'।[২]

ইসলামে শাখা-প্রশাখাগত বহু বিষয় থাকায় 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে শুরু করা আবশ্যক। তারপর গুরুত্বের বিবেচনায় পরের গুলো আসবে। অর্থাৎ সর্বপ্রথম আক্বীদা সংশোধনের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। আক্বীদা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদনের আদেশ করতে হবে এবং যাবতীয় শিরক থেকে নিষেধ করতে হবে। এরপর ছালাত ক্বায়েম, যাকাত প্রদান, ওয়াজিবসমূহ বাস্তবায়ন এবং হারামসমূহ বর্জনের আদেশ করতে হবে। এটাই ছিল সকল রাসূল আলাইহিমুস সালাম-এর পদ্ধতি। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ 'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এ নির্দেশনা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগূত বর্জন করো' *(আন-নাহল, ১৬/৩৬)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ 'আর আপনার পূর্বে আমি এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই অহী নাযিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোনো (প্রকৃত) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো' *(আল-আম্বিয়া, ২১/২৫)*। এরকম আরো বহু আয়াত রয়েছে।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতী পদ্ধতি ও তাঁর জীবন-চরিতে রয়েছে উত্তম নমুনা ও পূর্ণাঙ্গ মানহাজ। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু বছর ধরে মানুষকে ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জের আদেশ দেওয়ার আগে; সূদ, যেনা, চুরি ও অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে নিষেধের পূর্বে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং শিরক থেকে নিষেধ করেছেন'।[৩]

বুঝা গেল, মূল বিষয়ই হচ্ছে কেবল মহান আল্লাহর ইবাদত বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ 'আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। আর আল্লাহ তাআলার তাওহীদ সম্পর্কে অবগত হওয়া ছাড়া ইবাদত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

আপনি অনেক ইসলামী দাঈ ও অনেক ইসলামী দল পাবেন, যারা ইসলামী হুকুমত কায়েমের পেছনে বা ইসলামী রাষ্ট্রের দাবির পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের বয়স শেষ করে দিচ্ছে, যৌবন নষ্ট করে ফেলছে!! আপনি যদি তাদের ব্যাপারে তদন্ত চালান, তবে তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা শরীআতবিরোধী নানা কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন শিরকী অবস্থান ও বিদআতী কার্যক্রমে ডুবে রয়েছে; আমার মহান রব যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সে ব্যতীত। অথচ তারা ভুলেই গেছে বা ভুলার ভান ধরেছে অথবা জানেই না বা না জানার ভান ধরেছে যে, 'এধরনের পদ্ধতিতে কস্মিনকালেও কোনো দেশে ইসলামী হুকুমত ক্বায়েম করা সম্ভব নয়। ইসলামী হুকুমত ধীরগতিসম্পন্ন মানহাজের মাধ্যমে লম্বা সময় নিয়েই কেবল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যে মানহাজের লক্ষ্য হবে নীতি; চূড়ায় আরোহণ নয়। যা নতুনভাবে ফের আক্বীদা ও ইসলামী নৈতিক শিক্ষার চারা রোপনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে। এই যে পথকে অনেক ধীরগতিসম্পন্ন ও লম্বা মনে হচ্ছে, সেটাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার সবচেয়ে নিকটতম ও দ্রুততম পথ'।[৪] 'কারণ ইসলামী আইন বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালার বিষয়টি কোনো তড়িৎ লক্ষ্য নয়। কেননা পুরো সমাজটাই বা সমাজের বড় একটা সৎ অংশ— যাদের ব্যক্তিত্ব ও ভারত্ব আছে, তারা ইসলামী আক্বীদা, অতঃপর ইসলামী আইনের বিশুদ্ধ মর্মার্থ না বুঝা পর্যন্ত ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে ইসলামী আদর্শের উপর তাদের যথাযথভাবে লালিত-পালিত না হওয়া পর্যন্তও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর সে অবস্থায় যেতে যত লম্বা সময়ই লাগুক না কেন এবং যত ধীরগতির পথই পাড়ি দিতে হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না'।[৫]

সারকথা হচ্ছে, 'ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া, দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, হারাম বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকা, ওয়াজিবসমূহ বাস্তবায়ন করা— **এগুলো সবই তাওহীদের অধিকার ও এর পরিপূরক।** এসবই তাওহীদের অনুগামী। **তাহলে কীভাবে পরিপূরক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হবে, অথচ মূল বিষয়কে অবজ্ঞা করা হবে?**

আমি মনে করি, আল্লাহর দিকে দাওয়াতের পদ্ধতিতে রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম-এর মানহাজের বিরোধিতা **এই মানহাজ সম্পর্কে ঐসব জামাআতের অজ্ঞতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। আর কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য দাঈ হওয়া সমীচীন নয়।** কারণ দাওয়াতী কাজের অন্যতম শর্তই হচ্ছে, ইলম থাকা। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى

২. রবী' ইবনে হাদী, মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ-দাওয়াতি ইলাল্লাহ, ফীহিল হিকমাতু ওয়াল আক্বল, পৃ. ৩১।

৩. ছলেহ ইবনে ফাওযান, মানহাজুল আম্বিয়া, পৃ. ৯।

৪. সাইয়্যেদ কুতুব, লিমাযা আ'দামূনী, পৃ. ৬৭।

৫. সাইয়্যেদ কুতুব, লিমাযা আ'দামূনী, পৃ. ২৯।

بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ‘বলুন, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহর দিকে ডাকি। আর আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’ *(ইউসুফ, ১২/১০৮)*। অতএব, একজন দাঈর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতাই হচ্ছে ইলম।[৬]

তারপর আরেকটি বিষয় হচ্ছে, দাওয়াতী এসব জামাআতকে আমরা নিজেদের মধ্যে মতভেদপূর্ণ দেখতে পাই। প্রত্যেকটি জামাআত নিজের জন্য অন্য জামাআতের তুলনায় ভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করে এবং ভিন্ন মানহাজে চলে!!

আসলে রাসূল ﷺ-এর মানহাজের বিরোধিতা করার এটাই চূড়ান্ত ফল। কারণ রাসূল ﷺ-এর মানহাজ একটিই, যেখানে না আছে কোনো বিভাজন, না আছে কোনো মতভেদ। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ ‘বলুন, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহর দিকে ডাকি’ *(ইউসুফ, ১২/১০৮)*। **অতএব, এই একটি পথে চলমান রাসূল ﷺ-এর অনুসারীগণ মতভেদ করতে পারেন না। মতভেদ করে কেবল তারা, যারা এই পথের বিরোধিতা করে।** তাই তো মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ‘আর এটাই আমার সোজা পথ। কাজেই তোমরা তার অনুসরণ করো আর নানা পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে’ *(আল-আনআম, ৬/১৫৩)*।[৭]

৬. যার কোনো একটা জিনিস নেই, সে তা দিতে পারে না।

৭. মানহাজুল আম্বিয়া, পৃ. ৯।

সারকথা হলো, আল্লাহর দিকে দাওয়াতের সূচনাই হচ্ছে তাওহীদ এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যও তাওহীদ। সুতরাং ইসলামের যে নামই ধারণ করুক না কেন এবং যে নামের দিকেই নিজেকে সম্বন্ধিত করুক না কেন তাওহীদ ছাড়া আল্লাহর দিকে কোনো দাওয়াতই হতে পারে না। কারণ সকল রাসূল আলাইহিস সালাম এবং বিশেষ করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর শুরু ও শেষ সবসময়ই দাওয়াত ছিল তাওহীদের দিকে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটা রাসূল আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম তাঁর ক্বওমকে যেকথা বলেছেন, তা হচ্ছে— ﴿يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ‘হে আমার ক্বওম! আপনারা আল্লাহর ইবাদত করুন’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হূদ, ১১/৫০, ৬১, ৮৪; আল-মু’মিনূন, ২৩/২৩৩)*।[৮]

অতএব, এটাই একজন মুসলিমের মহান লক্ষ্য। যা মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠার জন্য সে তার সারাজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। যে সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দাদের জন্য তাদের দুনিয়াবী সমস্ত কল্যাণ সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করে দিয়েছেন, তিনিই তাদের জন্য ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে ধার্য করে দিয়েছেন এবং চিরকাল এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে আল্লাহ কর্তৃক দ্বীন হেফাযতের বিষয়টি তুলনামূলক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও জোরদার। কারণ মানুষের এই দুনিয়াবী যিন্দেগীর মূল উদ্দেশ্য তিনি নিজেই। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ‘আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে’ *(যায-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*।[৯]

(চলবে)

৮. মানহাজুল আম্বিয়া, পৃ. ৯।

৯. ইয়াহইয়া আল-মু‘আল্লিমী, আত-তানকীল, ১/৪৭।

বন্ধ্যাত্ব, ব্যথা, ক্যান্সার
পাইলস, পাথুরি, আইবিএস, টিউমার এবং অন্যান্য জটিল রোগীর চিকিৎসা সেবা
হোমিও মেডিসিন ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন সরকার
বি.এইচ.এম.এস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এম.পি.এইচ (পুদ্রু বিশ্ববিদ্যালয়), ডি.এম.ইউ (বি.টি.ই.বি, ঢাকা)
সি.সি.পি (বি.এন.এম.সি, ঢাকা), সি.এ.এম (বি.ইউ.এ.বি, ঢাকা), উচ্চতর প্রশিক্ষণ (ভারত)
সহযোগী অধ্যাপক, রংপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, রংপুর
প্রাক্তন হাউজ ফিজিশিয়ান, গভ. হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা
রংপুর চেম্বারঃ রুহুল হোমিও সেন্টার
পি.বি রোড, জাহাজ কোম্পানী মোড়, রংপুর। সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত (রবি থেকে বৃহস্পতিবার)
গাইবান্ধা চেম্বারঃ রাইয়ান হোমিও সেন্টার
বড় মসজিদের সামনে, পুরাতন বাজার, গাইবান্ধা। সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, (প্রতি শনিবার)
সিরিয়ালঃ 01767 222 000

সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া

-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী*

(পর্ব-৮)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে সেদিন এর ৭০ হাজার লাগাম থাকবে। প্রতিটি লাগামের জন্য নিয়োজিত থাকবে ৭০ হাজার ফেরেশতা। তারা এগুলো ধরে এটাকে টানতে থাকবে’।[১] আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘কিয়ামত দিন জাহান্নাম হতে একটি গর্দান (মাথা) বের হবে। এর দুটি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে, দুটি কান থাকবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে, তিন ধরনের লোকের জন্য আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে— (১) প্রতিটি অবাধ্য অহংকারী যালেমের জন্য (২) আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কোনো কিছুকে যে ব্যক্তি ইলাহ বলে ডাকে তার জন্য এবং (৩) ছবি নির্মাতাদের জন্য’।[২]

হাদীছ থেকে বুঝা যায়, যালেমদের জন্য জাহান্নাম রয়েছে এবং যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বলে ডাকে। কবরপূজারীরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তারা কবরবাসীকে ইলাহ মনে করে সিজদা করে। হাদীছ থেকে আরও বুঝা যায় যে, ছবি নির্মাতারাও জাহান্নামী। যারা বিনা কারণে ছবি তুলে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আমরা যারা বিনা কারণে ছবি তুলে রাখি তাদের সাবধান হওয়া উচিত, কারণ এটিও জাহান্নামে যাওয়ার একটি কারণ হবে। হে অমুসলিম! ইসলামের ছায়াতলে ফিরে এসো, তোমার কল্যাণ হবে। যে ফিরে আসবে না তার পরিণাম কেমন হবে তা হাদীছ থেকে অনুমেয়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘জাহান্নামে কাফের ব্যক্তির শরীরের চামড়া হবে ৪২ গজ মোটা, তার মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান বড় এবং মক্কা-মদীনার দূরত্বের সমান বিস্তৃত হবে তার বসার জায়গা (নিতম্বদেশ)’।[৩]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘তোমাদের এই আগুন যা তোমরা প্রজ্জ্বলিত করো তা জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের ৭০ ভাগের এক ভাগ’। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর কসম! এ আগুনই তো জাহান্নামীদের আযাবের জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, ‘এটাকে আরও ৬৯ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রতিটি অংশের উত্তাপ এর সমান হবে’।[৪] আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমি জাহান্নামের মতো এমন কিছু দেখিনি যা হতে আত্মরক্ষাকারীগণ ঘুমে অচেতন এবং জান্নাতের মতো এমন কিছুও দেখিনি যার অন্বেষণকারীগণও ঘুমে অচেতন’।[৫] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘(মি‘রাজের রাতে) আমি জান্নাতের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম যে, এর বেশির ভাগ অধিবাসীই মহিলা’।[৬]

জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কথা শুনুন! আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘কোনো একদিন জাহান্নাম তার প্রভুর নিকট অভিযোগ করে বলল যে, আমার এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তার জন্য দুটি নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা করেন। এর একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালে। শীতকালের নিঃশ্বাস যামহারীর (শৈত্যপ্রবাহ) এবং গ্রীষ্মে নিঃশ্বাস সামূম (লু হাওয়া)’।[৭] তাই জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট তিন বার করে পানাহ চাই। কারণ আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘কোনো লোক জান্নাতের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট তিন বার প্রার্থনা করলে জান্নাত তখন বলেন, হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর কোনো লোক তিন বার জাহান্নাম হতে পানাহ (আশ্রয়) চাইলে, জাহান্নাম তখন আল্লাহ তাআলার নিকট বলে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন’।[৮] আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘জান্নাত দুঃখ-কষ্ট ও শ্রমসাধ্য বিষয় দ্বারা ঘেরা এবং জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসা দ্বারা ঘেরা’।[৯]

জরুরী কথা, খাওয়ারিজদের আক্বীদা হলো বড় পাপীরা কখনোই জাহান্নাম থেকে বের হবে না। তাদের এ বিশ্বাস সঠিক নয়। যেসব যুবক মুসলিম জাতিকে কাফের ফৎওয়া দিচ্ছে, জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করছে, মানুষের মাঝে ভয়ভীতি সৃষ্টি করছে, অন্যায়ভাবে যেখানে-সেখানে বোমা মারছে, মানুষকে হত্যা করছে; ইসলাম সম্পর্কে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকায় তারা এমনটা করছে। তাই যারা এ অন্যায় পথে চলছেন,

---

* পি.এইচ.ডি গবেষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৪২; তিরমিযী, হা/২৫৭৩।

২. সিলসিলা ছহীহা, হা/৫১২; তিরমিযী, হা/২৫৭৪।

৩. সিলসিলা ছহীহা, হা/১১০৫; তিরমিযী, হা/২৫৭৭।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৪৩; তিরমিযী, হা/২৫৮৯।

৫. সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৫১; তিরমিযী, হা/২৬০১।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫১৯৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৩৭; তিরমিযী, হা/২৬০২।

৭. ইবনু মাজাহ, হা/৪৩১৯; তিরমিযী, হা/২৫৯২।

৮. তিরমিযী, হা/২৫৭২; মিশকাত, হা/২৪৭৮, সনদ ছহীহ।

৯. তিরমিযী, হা/২৫৫৯।

মানুষকে পথভ্রষ্ট করছেন, তাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। সাথে সাথে জেনে রাখা দরকার যে, কোনো মুসলিম ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করলে তার ঈমান কমে যায়, সে একজন ফাসেক্ব কিন্তু সে দ্বীন থেকে বের হয় না আর পাপ করে আল্লাহর নিকট তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে তার পাপ পরিমাণ শাস্তি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ﴿لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيُّونَ﴾ 'আমার শাফাআতে আমার উম্মতের একদল জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তাদের নাম হবে জাহান্নামী'।[১০] আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ 'যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সে ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে'। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, কারো এ ব্যাপারে সন্দেহ হলে সে এ আয়াত তেলাওয়াত করুক, ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ 'আল্লাহ তাআলা অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না' *(আন-নিসা, ৪/৪০)*।[১১] জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কিছু তাওহীদপন্থী মানুষকেও জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করা হবে। এমনকি তারা তাতে পুড়তে পুড়তে কয়লার মতো হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তাআলার রহমতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতের দরজার সামনে নিক্ষেপ করা হবে'। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'জান্নাতে বসবাসকারীরা তাদের উপর পানি ছিটিয়ে দিবে। যার ফলে তারা সজীব হয়ে যাবে যেমনটি বন্যার স্রোত চলে যাওয়ার পর মাটিতে উদ্ভিদ গজায়। তারপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১২] তবে বড় শিরককারী ব্যক্তি তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য জান্নাত হারাম *(আল-মায়েদা, ৫/৭২)*।

(১০) জান্নাত : জান্নাত একটি বাগিচা ও বাগান। জান্নাত মানেই সুখময় স্থান। জান্নাতে যাওয়া এত সহজ নয়। এর জন্য খুব কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হবে। জান্নাত দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ঘেরা রয়েছে। এটি পেতে হলে সর্বপ্রথম জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সকল প্রকার শিরকী কাজকর্ম পরিত্যাগ করতে হবে, বিদআতী কাজগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো ত্যাগ করতে হবে, কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে, সালাফে ছালেহীনের দেখানো পথের অনুসারী হতে হবে। কবরপূজা, পীরপূজা, মূর্তিপূজা, মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী, মীলাদ দিবস ইত্যাদি ছাড়তে হবে। সাথে সাথে আমলে ছালেহ করতে হবে, ভালো কাজের আদেশ, অন্যায় কর্ম থেকে নিজে বিরত থেকে অন্যকেও নিষেধ করতে হবে। তাহলেই এমন মুমিন-মুত্তাক্বীদের জন্য সফলতা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا - حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا - وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا - وَكَأْسًا دِهَاقًا - لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا - جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীদের জন্য আছে সফলতা, (আরো আছে) বাগানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর এবং সমবয়স্কা নব্য কুমারীবৃন্দ আর পরিপূর্ণ পানপাত্র। সেখানে তারা অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পুরস্কার ও যথোচিত প্রতিদান' *(আন-নাবা, ৭৮/৩১-৩৬)*।

মহান আল্লাহ বলেন, 'ডান হাতের দল (যারা ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত), কত ভাগ্যবান ডান হাতের দল! এবং বাম হাতের দল (যারা বাম হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত), কত হতভাগা বাম হাতের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত। তারা থাকবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে। বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। স্বর্ণখচিত আসনসমূহে, তারা তার উপর হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে। তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা। পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে (এরা হাযির হবে)। সেই সুরা পানে তাদের শিরপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না। তাদের পছন্দমতো ফলমূল আর তাদের পছন্দমতো পাখির গোশত নিয়ে। আর (তাদের জন্য থাকবে) সুন্দর চক্ষুধারী হূর, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। তাদের আমলের পুরস্কারস্বরূপ। তারা শুনবে না কোনো অসার অথবা পাপবাক্য। সালাম আর সালাম বাণী ব্যতীত। আর ডান হাতের দল, কত ভাগ্যবান ডান হাতের দল! (তারা থাকবে এক উদ্যানে) সেখানে আছে কাঁটাবিহীন বরই গাছ। কাঁদি ভরা কলাগাছ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না। আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ, তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি নতুনরূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা' *(আল-ওয়াক্বিয়াহ, ৫৬/৮-৩৭)*।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি বাগান, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? উভয়টি বহু শাখাপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষে ভরপুর। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? উভয়টিতে রয়েছে দু'টি ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? উভয় বাগানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরো রেশমের

১০. ইবনু মাজাহ, হা/৪৩১৫; তিরমিযী, হা/২৬০০, সনদ ছহীহ।
১১. তিরমিযী, হা/২৫৯৮, হাদীছ ছহীহ।
১২. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৪৫১; তিরমিযী, হা/২৫৯৭।

আস্তরবিশিষ্ট বিছানায়, দুই বাগানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? সেসবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না, যাদেরকে তাদের পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? তারা যেন হীরা ও মতি, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? উত্তম কাজের পুরস্কার উত্তম (জান্নাত) ব্যতীত আর কী হতে পারে? *(আর-রহমান, ৫৫/৪৬-৬০)*।

স্বামী-স্ত্রী সৎ হলে তারা উভয়ে জান্নাতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান’ *(আল-মুমিন, ৪০/৮)*।

আপনজন কেউ শত্রু হয় না কিন্তু কিয়ামতের দিন তা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাক্বীরা ব্যতীত। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং চিন্তিতও হবে না তোমরা যারা আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীগণ জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে। স্বর্ণের বালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় সব সেখানে রয়েছে এবং সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই জান্নাত তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করবে তা হতে’ *(আয-যুখরুফ, ৪৩/৬৭-৭৩)*।

জান্নাতে বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট পরমা সুন্দরী হূর রয়েছে। যারা কষ্ট-ক্লান্তি সহ্য করে সৎকর্ম করেছে, অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে, তারাই এদের অধিকারী হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ - فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ - كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ - يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ - لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ - فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ‘মুত্তাক্বীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা মুখোমুখি (হয়ে বসবে)। এরূপই ঘটবে, তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। সেখানে তারা প্রথম মৃত্যুর পর আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, তোমার প্রতিপালকের নিজ অনুগ্রহে। এটাই তো মহাসাফল্য’ *(আদ-দুখান, ৪৪/৫১-৫৭)*।

এ সুখময় স্থান জান্নাত পাওয়ার জন্য আমরা সৎকর্ম করার চেষ্টা করি, ঠিক সময় ছালাত আদায় করার চেষ্টা করি, যাকাত ফরয হলে যাকাত আদায় করি, ছিয়াম ফরয হলে ছিয়াম পালন করার চেষ্টা করি, হজ্জ ফরয হলে তাড়াতাড়ি হজ্জ আদায় করার চেষ্টা করি, শিরকী কাজ পরিত্যাগ করি, বিদআতী কাজ পরিত্যাগ করি, অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি, সূদ-ঘুষ থেকে নিজেকে রক্ষা করি, মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকি, গীবত করা থেকে বিরত থাকি, মানুষের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করা থেকে দূরে থাকি, মানুষকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকি, আমানতের খেয়ানত করা থেকে দূরে থাকি, নিজ পরিবারের প্রতি যত্নবান হয়ে তাদেরকে দ্বীনের আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা করি, যে কাজ করলে আল্লাহর ভয়-ভীতি তৈরি হবে সে কাজগুলো করার চেষ্টা করি, বিপদ-আপদে কোনো কবর বা মাযারের নিকট নয় বরং একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য চাই, আমার জীবনে ইসলামী আদর্শ মানতে গিয়ে কোনো কিছু ভুল ধরা পড়লে সেটাকে সংশোধন করে নিই, তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসি, তাহলে আশা করা যায় আমরা জান্নাতের অধিবাসী হতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ‘জান্নাত দুঃখ-কষ্ট ও শ্রমসাধ্য বিষয় দ্বারা ঘেরা এবং জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসা দ্বারা ঘেরা’।[১৩] জান্নাতের বর্ণনা সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘জান্নাতে এক বিশাল গাছ আছে, যার ছায়াতলে যে কোনো যাত্রী একশত বছর ধরে চলতে থাকবে (কিন্তু তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না)’।[১৪]

হে দুনিয়ার ভালোবাসায় পাগল মানুষ! জান্নাত পাওয়ার জন্য, চিরস্থায়ীভাবে সুখী হওয়ার জন্য, হূরদের পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো, পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখো। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘যে দলটি কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশে মুক্তার ন্যায় ঝলমলে তারকার মতো উজ্জ্বল। তাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের জন্য দু’জন করে স্ত্রী (হূর) থাকবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর ৭০ জোড়া জামা থাকবে। এসব জামার ভিতর দিয়েও তার পায়ের গোছার অস্থিমজ্জা দেখা যাবে’।[১৫]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ সুখময় স্থান জান্নাত দান করুন, আমাদের কষ্ট দূর করুন- আমীন!

(চলবে)

---

১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭২২; তিরমিযী, হা/২৫৫৯।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৫২; তিরমিযী, হা/২৫২৩।
১৫. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৭৩৬; তিরমিযী, হা/২৫৩৫।

আল-কুরআনে আবহাওয়া বিজ্ঞান : জ্ঞানীদের জন্য নির্দেশনা

-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

১. অবতরণিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর কথা বা নির্দেশনা সমষ্টি। বিভিন্ন যুগের নবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর কাছে প্রেরিত ইলাহী প্রত্যাদেশের এটি সর্বশেষ সংযোজন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে অনবদ্য এক শাশ্বত সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো আল-কুরআনুল মাজীদ। মানুষের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ এই গ্রন্থে বিজ্ঞান নির্দেশক অসংখ্য তথ্যসম্বলিত ৭৫০টি আয়াত রয়েছে।[১] যুগে যুগে বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক আবিষ্কার ও জ্ঞানের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশ আল-কুরআনের কোনো বক্তব্যকে বাস্তবতা বিবর্জিত বা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে উপস্থাপন না করে বরং কুরআনিক নির্দেশনাকে সত্যায়ন করেছে। চলমান বিজ্ঞানের বিকশিত গগণচুম্বি উৎকর্ষ মানুষের জীবনযাপনকে মসৃণ ও আরামদায়ক করে চলেছে প্রতিনিয়ত; ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে আরো নতুন নতুন ধারণা ও জ্ঞানের জন্ম হবে। আর এজন্যই হয়তো মহান আল্লাহ তাঁর হেদায়াতের এই গ্রন্থে বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের অবতারণা করেছেন। পরিবেশ মানুষের জীবনে তীব্রভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর এই পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, আবহাওয়া। জীবের জীবনধারণের জন্য আবহাওয়া একটি অত্যাবশ্যকীয় অনুসঙ্গ। কোনো নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি উপাদানের দৈনন্দিন অবস্থাই আবহাওয়া। স্থানভেদে আবহাওয়া খুব সহজেই পরিবর্তিত হয়। কোনো স্থানের আবহাওয়া প্রতিদিন বা প্রতি ঘণ্টায় পরিবর্তিত হয়। আমরা যে আবহমণ্ডলে বসবাস করি, তার ভেতর প্রতিনিয়ত নানা রকম আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই প্রভাবে সৃষ্টি হয় আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান ও ভূমিকম্প ইত্যাদি। পৃথিবীর এই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন মানুষের স্থায়িত্বহীনতাই প্রমাণ করে। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা আবহাওয়া পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ‘আর বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে’।[২] জ্ঞানীগণ এসব তথ্যের মাধ্যমে অদৃশ্য অলৌকিক মহান প্রভুর ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মতো আবহাওয়াসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা আল-কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে। বক্ষমাণ প্রবন্ধে আল-কুরআনে আবহাওয়া বিজ্ঞানসংক্রান্ত নিদর্শনাবলি উপস্থাপন করা হবে।

২. আল-কুরআনে আবহাওয়া বিজ্ঞান

মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ প্রত্যাদেশ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আবহাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন সূরায় বিচ্ছিন্নরূপে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো-

২.১ মেঘমালা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ ‘আর আমরা জলধারী মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি’ *(আন-নাবা, ৭৮/১৪)*।

মহাশূন্যে অবস্থিত বাষ্পীয়ভাবে তৈরি হওয়া মেঘমালা থেকে বৃষ্টি হয়। জলকণা যখন সাগর, খাল-বিল, নদ-নদী থেকে বাষ্পীয়ভাবে উপরে ওঠে, তখন সেটা চারপাশের বা স্তরের চেয়ে হালকা হয়ে যায়। ফলে জলীয়বাষ্প উৎপন্ন হয়েই উপরের দিকে উঠতে থাকে। আবার উর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ শীতল হয়ে আসে এবং ঘনীভবনের মাধ্যমে সেটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। নির্দিষ্ট উচ্চতায় ও তাপে মেঘমালা তৈরি হয় এবং বিশেষ সময়ে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ ‘তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখো যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত

---

* বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ; সহকারী অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান ভূঁইয়া, (অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), বিজ্ঞানময় আল-কুরআন, (ঢাকা: আরজু পাবলিকেশন্স ২০১৬), মতামত পাতা।

২. আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আবহাওয়া পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে’ *(আল-জাছিয়া, ৪৫/৫)*।

হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়' *(আন-নূর, ২৪/৪৩)*।

২.২ আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ 'আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই' *(আল-হিজর, ১৫/২২)*।

উক্ত আয়াতে বায়ুপ্রবাহের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ঘোষিত হয়েছে। বায়ুর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ঝড়, বৃষ্টি, সাইক্লোন প্রভৃতি শুরু হওয়ার আগে এমন একটি বায়ু প্রবাহিত হয়; যার মধ্য থেকে মেটোরোগ্রাফ অঙ্কন করা যায়। অর্থাৎ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বার গতিবেগ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বজ্রবৃষ্টি (Thunder storms), জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির সার্বিক মানচিত্র পাওয়া যায় এবং এ মানচিত্র আগে ভাগে দেওয়ার নাম আবহাওয়ার পূর্বাভাস। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ 'আর আল্লাহর নিদর্শনাবলির একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী (পূর্বাভাস) বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তার অনুগ্রহ তোমাদেরকে আস্বাদন করাতে পারেন' *(আর-রূম, ৩০/৪৬)*। আল-কুরআনে এটাকে বলেছে সুসংবাদবাহী পূর্বাভাস। সূরা আল-আ'রাফে বলা হয়েছে, 'তিনিই সে সত্তা যিনি অনুগ্রহপূর্বক বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানি পূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে। তখন আমরা সেই মেঘমালাকে কোনো শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর সেই মেঘমালা থেকে পানি বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সর্বপ্রকার ফসল উৎপন্ন করে দেই' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৭)*।

আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আবহাওয়া পরিস্থিতি নিরূপণ করা হয়। ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকা আবহাওয়া নিরূপক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছিল। এ কৃত্রিম উপগ্রহগুলো নিচের দিকে শক্তিশালী ক্যামেরাযুক্ত এবং প্রতি দুমিনিট অন্তর ছবি তুলতে থাকে। ছবিগুলোকে বেতার তরঙ্গে পরিণত করে আবহাওয়া চিত্র বেতারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। ভূপৃষ্ঠে পর্যবেক্ষণ কক্ষে গ্রাহক যন্ত্রে ঐ বেতার তরঙ্গ আবার চিত্রে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থার নাম Automatic Picture transmission Unit (APT). বর্তমানে আরো আধুনিক উপগ্রহের মাধ্যমে আবহাওয়া পরিস্থিতি নিরূপণ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকজনকে প্রচণ্ড ঝড় এবং সম্ভাব্য জলোচ্ছ্বাসের জন্য এর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়।

২.৩ বৃষ্টিগর্ভ বায়ু

বিংশ শতাব্দী শুরুর পূর্বপর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বাতাসের যে ফাংশনটি সম্পর্কে অবহিত ছিল সেটা হলো বাতাস মেঘকে চালনা করে। যাই হোক সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা 'বৃষ্টিগর্ভ বায়ুর' ভূমিকার কথা জানতে পেরেছে। বৃষ্টিগর্ভ বায়ুর ফাংশন হলো, সাগর মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশে পানির ফেনার জন্য অসংখ্য বুদবুদ সৃষ্টি হয়। এই বুদবুদ হাজার হাজার অতি ক্ষুদ্র কণায় বিক্ষিপ্ত হয়। যার ব্যাস এক মিলিমিটারের একশত ভাগের এক ভাগ। অতঃপর বাতাসে তা নিক্ষিপ্ত হয়। এই কণাগুলো অ্যারোসল (Aerosols) নামে পরিচিত। এই অ্যারোসল ধুলার সাথে মিশ্রিত হয়ে বাতাস দ্বারা ভূপৃষ্ঠ থেকে বাহির হয়ে আবহমণ্ডলের (Atmosphere) উপরের স্তরে চলে যায়। এই কণা বাতাসবাহিত হয়ে উচ্চতর উচ্চতায় চলে যায় এবং সেখানে বর্তমান জলীয়বাষ্পের (Water vapor) সংস্পর্শে আসে। জলীয়বাষ্প এই কণার চারিদিকে ঘনীভূত হয়ে পানির কণায় (Water droplets) পরিণত হয়। তারপর এই পানির কণা প্রথমে একত্রে জোড়া লেগে মেঘের গঠন করে। তারপর বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। কুরআনের আয়াতে বৃষ্টিপাতের জন্য বৃষ্টিগর্ভ বায়ুর (Fecundating) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে- ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ 'আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই' *(আল-হিজর, ১৫/২২)*।

২.৪ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পরিমিত বৃষ্টিপাত

পৃথিবীর সমস্ত জীবের বাঁচা নির্ভর করে পানির এই পরিমিত (Measure Amount) আবর্তনের উপর। আমরা যদি আমাদের সমস্ত সম্পদ এবং প্রযুক্তি একত্র করি, তবুও আমাদের পক্ষে পানির এই আবর্তন কৃত্রিমভাবে ঘটানো সম্ভব নয়। আল-কুরআন আমাদের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃষ্টিপাত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ 'আর যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন

পরিমিত। তঃপর তাদ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। তোমরা এমনিভাবে উত্থিত হবে' *(আল-যুখরুফ, ৪৩/১১)*। এখানে আল-কুরআন 'পরিমিত' (Measure Amount) বারিপাত সম্পর্কে যে তথ্য আমাদের দেয়, তা আজ অনেক পর্যবেক্ষণ এবং গণনার ফলে নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। গণনার ফলে দেখা গেছে যে, প্রতি সেকেন্ডে আনুমাণিক ১৬ মিলিয়ন টন পানি বাষ্পাকারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে। এই হিসাব অনুসারে প্রতি বছর ৫১৩ ট্রিলিয়ন টন পানি বাষ্পাকারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে। শুধু তাই নয় গণনার ফলে আরো দেখা গেছে যে, ঠিক এই একই পরিমাণ পানি বৃষ্টির আকারে পুনরায় পৃথিবীপৃষ্ঠে ফেরত আসে প্রতি বছর।

২.৫ বিদ্যুৎ চমক

পানিভরা মেঘের আরেকটি দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলো বিদ্যুৎ চমক (Lightning)। উচ্চ শক্তির উজ্জ্বল বিদ্যুৎক্ষরণ যা কোনো চার্জযুক্ত মেঘ এবং ভূপৃষ্ঠের কোনো অবস্থান বিন্দুর মধ্যে দুটি চার্জযুক্ত মেঘের মধ্যে অথবা একই মেঘের বিপরীত চার্জযুক্ত স্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সাধারণত মেঘের উপরের অংশ পজিটিভ চার্জযুক্ত এবং নিচের অংশ নেগেটিভ চার্জযুক্ত হয়। এই পার্থক্য সৃষ্টি হয় একটি জটিল প্রক্রিয়ায়। যখন মেঘকণা ও বৃষ্টিবিন্দু বায়ুর তীব্রতায় তাড়িত হয়ে মেঘের বরফজমা তাপবলয়ে পৌঁছে যায় তখন বৃষ্টিকণা জমে গিয়ে বরফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুচিগুলোকে নিক্ষেপ করে দেয়। এসব বরফকুচি পজিটিভ চার্জ বয়ে নিয়ে যায় এবং রেখে যায় নেগেটিভ চার্জ। পজিটিভ চার্জযুক্ত কণাগুলো বাতাসের তীব্র ঊর্ধ্বটানে মেঘের শীর্ষদেশে গিয়ে পৌঁছে। নেগেটিভ চার্জ নিয়ে ভারী কণাগুলো মেঘের নিম্নদেশে অবস্থান করে এবং মেঘের মধ্যে চার্জ পৃথকীকরণের কাজ সম্পন্ন করে। যখন বৈদ্যুতিক চার্জের গঠন খুব বেশি বড় হয়ে পড়ে তখন মধ্যবর্তী বাতাস তাদের পৃথক করে রাখতে পারে না। তাই একটা বিরাট স্ফুলিঙ্গ ঢেউ পজিটিভ অবস্থান থেকে নেগেটিভ অবস্থানের দিকে ধাবিত হয়। আর এটিই হলো বিদ্যুৎ চমক।

২.৬ বজ্রপাত

আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা পানিভরা মেঘের মাঝে বজ্রের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেন, বৃষ্টিপাত শুরুর আগে অথবা বৃষ্টিপাত হওয়ার সময় পানিভরা মেঘে বিদ্যুৎ চ্যানেলে তড়িৎচার্জের বিরাট স্ফীতি অত্যধিক তাপ সৃষ্টি করে বাতাসের মধ্যে হঠাৎ ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় এবং বজ্রধ্বনি সৃষ্টি করে। বজ্রপাতের সময় তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় ৩০,০০০ ডি. সেলসিয়াসের মতো উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়। ফলে বজ্রপাতে উদ্ভিদ ও জীব বিদ্যুৎতাড়িত হয়ে মারা যায়। বজ্রপাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ 'তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ' *(আর-রা'দ, ১৩/১২)*।

২.৭ জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আবহাওয়ার নানা উপাদানের মধ্যে বাতাস সম্ভবত সবচেয়ে হেয়ালিময়। মূলত বাতাস হলো বায়ু যা গতিতে বিদ্যমান রয়েছে। তবে এমনকি একটি মাত্র মৌসুমেও বাতাসের শক্তি ও প্রবাহের দিকের মধ্যে যে বিরাট বৈচিত্র রয়েছে সেসবের কারণ বহু ও জটিল। স্থলভাগ থেকে বাতাসের প্রবাহ যখন সমুদ্রে এসে পড়ে বা সমুদ্র থেকে বাতাস স্থলভাগে প্রবাহিত হয়, তখন বাতাস যে শক্তি বা প্রচণ্ডতায় প্রবাহিত হয়, তা সর্বদাই ক্রমাগতভাবে পরিবর্তনশীল। তাপমাত্রার বিন্যাস, পাহাড়-পর্বত ও অন্যান্য ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগত কারণ ও সেই সাথে পৃথিবীর আপন কক্ষে আবর্তনের কারণে প্রবাহিত হয়। বাতাসের গতি বর্তমানে বিউফোর্ট (Beaufort) স্কেল দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। বাতাসের গতির ভিত্তিতে এই বিউফোর্ট স্কেলে জল বা স্থলভাগের পরিস্থিতি নির্ণয় করা যায়। আবহাওয়া বিজ্ঞানের পরিভাষায়, যখন বাতাস প্রবল বেগে বইতে থাকে ও বায়ুমণ্ডলের কোনো অঞ্চলে আলোড়নের সৃষ্টি করে তখন তাকে ঝড় বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের ঝড় লক্ষ করা যায়। এমনকি বিভিন্ন সময়ে স্মরণকালের ঝড় কেড়ে নিয়েছে লাখো বনি আদমের প্রাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا﴾ 'তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না' *(আল-ইসরা, ১৭/৬৮)*।

উক্ত আয়াতে মানুষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ধরাপৃষ্ঠে থাকতে পারছে বলেই নিজেদেরকে নিরাপদবোধ না করে। উল্লেখ করা হয়েছে স্থলভাগও ভূমিকম্প ও ঝড়ের ধাক্কা সাপেক্ষ। এই দুই প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বিপর্যয় ঘটাতে পারে এবং তাতে বহুসংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটতে পারে।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২৫ নং পৃষ্ঠায়)

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (১১তম পর্ব)

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(মিন্নাতুল বারী- ১৮তম পর্ব)

হাদীছ নং : ৪

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة : 16] قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة : 17] قَالَ: جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة : 18] قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة : 19] ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ.

অনুবাদ :

মহান আল্লাহর বাণী, ‘তাড়াতাড়ি অহি আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা দ্রুত নাড়াবেন না’ *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৬)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহি নাযিলের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং এজন্য তিনি তাঁর ঠোঁট (দ্রুত) নাড়াতেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, আমি তোমাদেরকে ঠিক সেভাবে ঠোঁট নেড়ে দেখাচ্ছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঠোঁট নাড়াতেন’।

সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর ছাত্রদের বললেন, আমি তোমাদেরকে ঠিক সেভাবে আমার ঠোঁট নেড়ে দেখাচ্ছি, যেভাবে আমি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-কে তাঁর ঠোঁট নাড়াতে দেখেছি। অতঃপর তিনি তাঁর ঠোঁট নেড়ে দেখান। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, ‘তাড়াতাড়ি অহি আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা দ্রুত নাড়াবেন না’। এর সংগ্রহ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই’ *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৬-১৮)*।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, এর অর্থ হলো আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করানো। আল্লাহর বাণী, ‘সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন’ *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৯)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। আল্লাহর বাণী, ‘এরপর আপনার কাছে তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমারই’ *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৯)*। অর্থাৎ অতঃপর আপনাকে পাঠ করানোর দায়িত্বও আমারই। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম আসতেন, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন এবং জিবরীল আলাইহিস সালাম চলে গেলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সেভাবে পড়তেন, যেভাবে জিবরীল আলাইহিস সালাম পড়েছিলেন’।

অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্য :

উক্ত হাদীছটি ‘অহির প্রারম্ভ’ নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে অহির ইতিহাস, অহি আসার ধরন ইত্যাদি নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়ে গেছে। আলোচ্য হাদীছে অহি অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম দিকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করার মাধ্যমে সেই বিষয়টিকে সংশোধন করে দিয়েছেন। উক্ত আয়াত ও আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত কর্ম উভয়টিই অহি অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং হাদীছের সাথে অধ্যায়ের কোনো বৈপরীত্য নেই।

সনদের সূক্ষ্মতা :

আলোচ্য হাদীছটিতে ঠোঁট নাড়ানো কর্মটি মুসালসাল তথা রাবী পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসালসাল হাদীছকে কয়েকভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন মুসালসাল হাদীছের সংজ্ঞায় আল্লামা সাখাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

(الْمُسَلْسَلُ) وَهُوَ لُغَةً: اتِّصَالُ الشَّيْءِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَمِنْهُ سِلْسِلَةُ الْحَدِيدِ. وَ (مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ) ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْإِسْنَادِ، (مَا تَوَارَدَا فِيهِ الرُّوَاةُ) لَهُ كُلُّهُمْ (وَاحِدًا فَوَاحِدًا حَالًا) ; أَيْ: عَلَى حَالٍ (لَهُمْ) ، وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلِيًّا لَهُمْ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالُ فِعْلِيًا.

‘মুসালসাস হাদীছ: মুসালসাল-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, একটি জিনিস আরেকটি জিনিসের সাথে যুক্ত হওয়া। এই অর্থেই লোহার জিঞ্জিরকে سلسلة الحديد বলা হয়ে থাকে। এটি সনদের বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত। পারিভাষিক অর্থে, মুসালসালুল হাদীছ কয়েকভাবে হয়ে থাকে যেমন— সনদের বৈশিষ্ট্যে তথা সনদের প্রত্যেক রাবীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অবস্থার অবতারণা হয়। সেই নির্দিষ্ট অবস্থাটি ক্বওলী তথা বাক্য ও শব্দ বলার দিক থেকে হতে পারে। অথবা নির্দিষ্ট কাজের দিক থেকে হতে পারে। অথবা রাবীদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে হতে পারে’।[১]

নির্দিষ্ট বাক্যের সাথে মুসালসাল হাদীছ : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মুআয রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বলেন, اللَّهُمَّ إِنِي أحبك فقل في دبر كل صلاة: أعني على ذكرك وشكرك ‘নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। অতএব, তুমি প্রত্যেক ছালাতের শেষে বলো, ‘হে আল্লাহ,

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. ইমাম সাখাবী, ফাতহুল মুগীছ, ৪/৩৯।

আপনি আমাকে সহযোগিতা করুন আপনার যিকির ও শুকরিয়া আদায় করতে'।[২]

উক্ত হাদীছে রাসূল ﷺ নিজে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছেন আমি তোমাকে ভালোবাসি। এটি হাদীছের বাহিরের একটি অতিরিক্ত ব্যক্তিগত বাক্য ছিল। কিন্তু মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন এই হাদীছ তার ছাত্রকে শুনিয়েছেন, তখন তিনিও তাঁর ছাত্রকে বলেছেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি। অতএব, তুমি এই দু'আ পড়বে। এভাবে সনদের প্রত্যেক রাবী তার ছাত্রকে হাদীছ বর্ণনা করার সময় বলেছেন 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। কাজেই এই হাদীছটিতে এই বাক্যটি রাবীগণ মুসালসাল বা ধারাবাহিকভাবে সবাই বর্ণনা করেছেন।

নির্দিষ্ট কাজের সাথে মুসালসাল হাদীছ : আমাদের উল্লিখিত হাদীছটি নির্দিষ্ট কাজ তথা জিহ্বা নাড়ানোর দিক থেকে কর্মগত মুসালসাল হাদীছ। উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করার সময় প্রত্যেক রাবী তার ছাত্রকে জিহ্বা নাড়িয়ে দেখিয়েছেন। এই রকম অনেক মুসালসাল হাদীছ আছে।

নির্দিষ্ট বিশেষণের মুসালসাল হাদীছ : এই নির্দিষ্ট বিশেষণটি রাবীর নিজস্ব 'বিশেষণ' হতে পারে অথবা সনদের বিশেষ 'বিশেষণ' হতে পারে। রাবীর নিজস্ব 'বিশেষণ' যেমন— কোনো হাদীছের সকল রাবী ক্বারী বা সকল রাবী কুরআনের হাফেয বা সকল রাবীর বাড়ি নির্দিষ্ট এক শহরে বা সকল রাবী নির্দিষ্ট একটি গোত্রের হবে ইত্যাদি। আর সনদের বিশেষ বিশেষণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হওয়ার উদাহরণ হলো: যেমন এই হাদীছের সনদের সকল রাবী 'হাদ্দাছানা' শব্দ দিয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন বা সকল রাবী 'আখবারানা' শব্দ দিয়ে হাদীছটি বর্ণনা করেন বা সকল রাবী 'আন' শব্দ দিয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন ইত্যাদি।

রাবী পরিচিতি :

(১) মূসা ইবনু ইসমাঈল আত-তাবূযাকী :

নাম : মূসা ইবনু ইসমাঈল।

কুনিয়াত : আবূ সালামা।

নিসবাত : আল-বাছরী, আত-তাবূযাকী।

মৃত্যু : ২২৩ হিজরীতে।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) জারীর ইবনু হাযেম (২) হিব্বান ইবনু ইয়াসার (৩) হাম্মাদ ইবনু সালামা (৪) হাম্মাদ ইবনু যায়েদ (৫) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (৬) আব্দুল্লাহ ইবনু দুকাইন (৭) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (৮) সুলাইমান ইবনুল মুগীরা।

ছাত্রবৃন্দ : (১) ইমাম বুখারী (২) আবূ দাঊদ (৩) ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (৪) ইয়াকূব ইবনু শায়বা (৫) ইয়াকূব ইবনু সুফিয়ান (৬) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আয-যুহলী (৭) ইবরাহীম ইবনু ইসহাক্ব আল-হারবী (৮) আহমাদ ইবনু মানছূর আর-রমাদী।

মন্তব্য : কুতুবে সিত্তাহর সকল ইমাম তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তিনি একজন মযবূত রাবী। তার সাথে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনের একটি স্মৃতিময় ঘটনা রয়েছে। তিনি তার উস্তাদ হাম্মাম থেকে একটি হাদীছ শুনেছেন কিনা ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন এই ব্যাপারে শপথ করে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, 'যদি আমি হাদীছটি হাম্মাম থেকে না শুনে থাকি, তাহলে আমার স্ত্রী তিন তালাক!'[৩]

(২) আবূ আওয়ানা ওযযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-ইয়াশকুরী :

নাম : আল-ওযযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ।

কুনিয়াত : আবূ আওয়ানা।

নিসবাত : কিন্দী, ইয়াশকুরী, বাছরী, অলার সম্পর্কে জুরজানী।

জন্ম : ১২২ হিজরীতে।

মৃত্যু : ১৭৫ বা মতান্তরে ১৭৬ হিজরীতে।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) হাকাম ইবনু উতাইবা (২) হাম্মাদ ইবনু সালামা (৩) খালেদ ইবনু সালামা (৪) খালেদ ইবনু মিহরান (৫) সাঈদ ইবনু সিনান (৬) সাঈদ ইবনু মাসরূক (৭) সুলাইমান ইবনু মিহরান (৮) আতা ইবনু আবী রাবাহ।

ছাত্রবৃন্দ : (১) আহমাদ ইবনু ইসহাক্ব (২) হিব্বান ইবনু হেলাল (৩) হাজ্জাজ ইবনু ইবরাহীম (৪) হাফছ ইবনু উমার (৫) হাম্মাদ ইবনু উসামা (৬) সাঈদ ইবনু মানছূর (৭) সুলাইমান ইবনু হারব (৮) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ।

মন্তব্য : তিনি ইয়াযীদ ইবনু আতার ক্রীতদাস ছিলেন। জুরজান থেকে বন্দী অবস্থায় আসেন। ইয়াযীদ ইবনু আতা তাকে ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি তার কাছে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন। হয় আযাদ হয়ে যাও অথবা হাদীছ লিখো! তিনি হাদীছ লেখাকে পছন্দ করেন। এভাবে একজন ক্রীতদাস তার মুহাদ্দিছ মুনীবের নিকট হাদীছ শেখা শুরু করেন। যদিও পরবর্তীতে ইয়াযীদ ইবনু আতা এক পর্যায়ে তাকে কোনো শর্ত ছাড়াই আযাদ করে দেন।[৪]

(৩) মূসা ইবনু আবী আয়েশা :

নাম : মূসা ইবনু আবী আয়েশা।

কুনিয়াত : আবুল হাসান।

নিসবাত : কূফী, অলার সম্পর্কে হামদানী।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) সাঈদ ইবনু জুবায়ের (২) আমর ইবনু শু'আইব (৩) মুজাহিদ (৪) গয়লান ইবনু জারীর (৫) আমর ইবনু হুরাইছ (৬) উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা (৭) হাফছ ইবনু আবী হাফছ (৮) ইবরাহীম ইবনুল জাযযার।

ছাত্রবৃন্দ : (১) সুফিয়ান আছ-ছাওরী (২) সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা

২. হাফেয ইরাকী, শারহুত তাবছিরা ওয়াত তাযকিরা, ২/৯১।

৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০/৩৬০-৩৬১; তাহযীবুল কামাল, ২৯/২৬।

৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/২১৮-২১৯; তাহযীবুল কামাল, ৩০/৪৪৮।

(৩) শারীক ইবনে আব্দুল্লাহ (৪) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (৫) আবূ আওয়ানা (৬) ইমরান ইবনু ইয়াহইয়া (৭) উবাইদা ইবনু হুমাইদ (৮) আছেম আল-জাহদারী।

মন্তব্য : কুতুবে সিত্তাহর সকলেই তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিছ তাকে মযবূত বলেছেন।[৫]

(৪) সাঈদ ইবনু জুবায়ের :

নাম : সাঈদ ইবনু জুবায়ের ইবনে হিশাম আল-আসাদী।

কুনিয়াত : আবূ আব্দিল্লাহ বা আবূ মুহাম্মাদ।

নিসবাত : কুফী, আসাদী।

মৃত্যু : ৯৫ হিজরীতে।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) আনাস ইবনু মালেক (২) আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের (৩) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাত্তাব (৪) আদী ইবনু হাতেম (৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৬) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (৭) আবূ হুরায়রা (৮) আয়েশা।

ছাত্রবৃন্দ : (১) হাকাম ইবনু উতাইবা (২) বুকায়ের ইবনু শিহাব (৩) ছাবেত ইবনু আজলান (৪) হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান (৫) সিমাক ইবনু হারব (৬) উছমান ইবনু হাকীম (৭) আতা ইবনু দীনার (৮) আদী ইবনু ছাবেত।

মন্তব্য : একজন বিখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তাঁর ইমামাত ও জ্ঞান নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। অনেক ছাহাবী থেকে তিনি হাদীছ শ্রবণ করেছেন। হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ তাঁকে ৯৫ হিজরীতে হত্যা করেন। যদিও তাঁকে হত্যা করার পর হাজ্জাজ নিজেও বেশি দিন বাঁচেননি।[৬]

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস :

নাম : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ইবনু হাশেম ইবনু আবদে মানাফ ইবনু কুছাই।

উপাধি : হাবরুল উম্মাহ বা উম্মাহর মহাপণ্ডিত।

কুনিয়াত : আবুল আব্বাস।

বংশ : হাশেমী, কুরাইশী।

জন্ম : হিজরতের ৩ বা ৪ বা ৫ বছর পূর্বে।

মৃত্যু : ৬৫ বা ৬৭ বা ৬৮ বা ৬৯ বা ৭০ বা মতান্তরে ৭৩ হিজরীতে।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) বারা ইবনু আযেব (২) বেলাল ইবনু রাবাহ (৩) আসমা বিনতে উমাইস (৪) উবাই ইবনু কা'ব (৫) যায়েদ ইবনু ছাবেত (৬) সা'দ ইবনু উবাদা (৭) সাওদা বিনতে যাম'আ (৮) আয়েশা বিনতে আবু বকর।

ছাত্রবৃন্দ : (১) ইবরাহীম ইবনু উক্ববা (২) ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ (৩) আবূ সুফিয়ান (৪) আবূ ত্বলহা (৫) আনাস ইবনু মালেক (৬) আয়মান ইবনু ছাবেত (৭) ইসমাঈল ইবনু কাছীর (৮) আরকাম ইবনু শুরাহবিল।

পরিচিতি : তিনি রাসূল ﷺ-এর প্রিয় চাচা আব্বাসের ছেলে ছিলেন। তার মা উম্মুল ফাযল লুবাবা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিজ বোন ছিলেন। তাঁর বাবা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চাচা আর তাঁর খালা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী। তথা পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা রাসূল ﷺ-এর নিকটবর্তী ছিলেন। বস্তুত এই কারণেই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী, তাঁর নিজ খালা হওয়ার সুবাদে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাড়ির অবস্থা সম্পর্কেও তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। রাসূল ﷺ স্বয়ং তার ইলমের জন্য দু'আ করেছেন, যার বদৌলতে তিনি রঈসুল মুফাসসিরীন— মুফাসসিরকুল শিরোমণি, হাবরুল উম্মাহ— উম্মাহর মহাপণ্ডিত, তুরজুমানুল কুরআন— কুরআনের মুখপাত্র প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন।[৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে প্রায় ১৬৬০টি হাদীছ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ ৯৫টি এবং এককভাবে ছহীহুল বুখারীতে ১২০টি এবং ছহীহ মুসলিমে ৪৯টি হাদীছ।[৮]

আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনু আমিরী আল-ইয়ামানী রাহিমাহুল্লা-হ-এর গণনায় ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে মোট ২৩৪টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ ৭৫টি, ছহীহ বুখারীতে এককভাবে ১১০টি এবং ছহীহ মুসলিমে এককভাবে ৪৯টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৯]

আবাদিলায়ে আরবাআ' : হাফেয ইরাকী, ইমাম নববীসহ অনেকেই বলেছেন যে, ছাহাবীদের মধ্যে ২২০ ছাহাবীর নাম আব্দুল্লাহ ছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুম- এই চার জনকে নবীন ছাহাবী, যারা কাছাকাছি বয়সী ছিলেন, দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন এবং মানুষ তাঁদের ইলমের মুখাপেক্ষী ছিলেন, তাঁদেরকে একত্রে আবাদিলা আরবাআ' বা চার আব্দুল্লাহ বলা হয়। উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু আবাদিলার অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি বয়সে এই চার জনের সমবয়সী না হওয়ায় তাকে এই চার জনের মধ্যে গণনা করা হয়নি।[১০]

(চলবে)

---

৫. তাহযীবুল কামাল, ২৯/৯০-৯২।

৬. তাহযীবুল কামাল, ১০/৩৬০-৩৭০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪/৩২০-৩৩০।

৭. মা'রেফাতুছ ছাহাবা, ৩/১৭০০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/৩৩১-৩৬০।

৮. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১/২৭৫।

৯. আর-রিয়াদুল মুসতাত্বাহ ফী জুমলাতি মান রওয়া ফিছ ছহীহাইনে মিনাছ ছাহাবা, পৃ. ২০৩।

১০. আল্লামা যাইলাঈ হানাফী, নাছবুর রায়াহ, ৩/১২১।

দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী*

(শেষ পর্ব)

হাদীছ-২১ : ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, ‘আমার থেকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের ওয়াদা নেওয়া হয়েছে। তবে কিয়ামতের সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। আমি দুনিয়াতে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করব’।[১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর রাবী মুসির দুর্বল রাবী।[২]

হাদীছ-২২ : ‘মসজিদ চাকচিক্যময় হওয়া দাজ্জাল আবির্ভাবের আলামত’।

তাহক্বীক্ব : লাইছ ইবনু আবী সুলাইমের কারণে হাদীছটি যঈফ।[৩]

হাদীছ-২৩ : ‘মাসীহ দাজ্জাল ছাড়াও আরও দুজন দাজ্জাল বের হবে। তন্মধ্যে একজন হলো দাজ্জাল আলইয়াস। সে আল্লাহর বান্দাদেরকে খেয়ে ফেলবে’।

তাহক্বীক্ব : মুনকার হাদীছ। এতে একাধিক রাবীর ত্রুটি রয়েছে।[৪]

হাদীছ-২৪ : ‘দাজ্জাল ছাহাবীদের মতো উত্তম অথবা তার চাইতে অধিক উত্তম মুমিনদের একটি গোত্র পাবে’।

তাহক্বীক্ব : যঈফ হাদীছ।[৫] একই সাথে একটি কুফরী আক্বীদাও বটে। কেননা উম্মতের মধ্যে কেউই ছাহাবীর মতো উত্তম হতে পারবে না। তাদের চেয়েও অধিক উত্তম হওয়া তো দূরের কথা।

হাদীছ-২৫ : ‘যারা তাক্বদীর অস্বীকার করে, তারা দাজ্জালের অনুসারী’।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার।[৬]

হাদীছ-২৬ : ‘যারা দ্বীন বেচে দুনিয়া ক্রয় করে, তারা দাজ্জালের অনুসারী’।

তাহক্বীক্ব : জাল হাদীছ।[৭]

হাদীছ-২৭ : ‘দাজ্জাল ১ হাজার তাঁতি নিয়ে বের হবে’।

তাহক্বীক্ব : জাল হাদীছ।[৮]

হাদীছ-২৮ : ‘কিয়ামতের প্রথম বড় আলামত হবে দাজ্জালের আবির্ভাব’।

তাহক্বীক্ব : জাল হাদীছ।[৯]

কল্পকাহিনী :

(১) ‘দাজ্জাল বর্তমানে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল কিংবা ড্রাগন ট্রায়াঙ্গলে আছে’।

জবাব : এ জাতীয় আজগুবি কথা ছহীহ হাদীছ তো দূরে থাক; কোনো জাল হাদীছেও নেই। এগুলো বিভিন্ন লেখক তাদের বইতে স্রেফ কল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করে নতুন চমকদার তথ্য হিসেবে প্রচার করছে। যা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন রকম চটকদার তথ্য প্রদান করেছে। আর সেগুলোকেই আমাদের কিছু দ্বীনী ভাই-বোন লুফে নিয়ে দাজ্জালের সাথে জুড়ে দিয়ে প্রসার করে যাচ্ছেন। যা নেহায়াত অন্যায়। আছেম উমারের মতো লেখকরা তাদের বইতে এ জাতীয় অনেক উদ্ভট কথা বলে মুসলিমদেরকে গোমরা করে যাচ্ছেন।

(২) ‘দাজ্জাল ফ্রিমেসনের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কলকাঠি নাড়ছে’।

জবাব : দাজ্জাল এখনো বের হয়নি। সুতরাং বর্তমানে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। যদিও দাজ্জাল দুনিয়াতেই আছে। তবে কোথায় কীভাবে আছে তার কোনো বিবরণ কুরআন-হাদীছে নেই। সুতরাং আমাদের বিবরণ খোঁজারও কোনো প্রয়োজন নেই। যখন সময় হবে তখন ঠিকই বিশ্ববাসী তা অবলোকন করবে।

(৩) ‘হাদীছে বর্ণিত দাজ্জালের গাধা বলতে বর্তমানে আকাশে দৃষ্ট রহস্যময় ফ্লাইং সোসারকে বুঝানো হয়েছে’।

জবাব : না। দাজ্জাল আসার আগেই তার বাহন দৃষ্টিগোচর হবে এমন কোনো কথা হাদীছে নেই। যদি থাকত তাহলে এ

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. ইবনু মাজাহ, হা/৪০৮১।
২. সিলসিলা যঈফা, হা/৪৩১৮।
৩. সিলসিলা যঈফা, হা/৪৪৪৭।
৪. সিলসিলা যঈফা, হা/৫০৭৬।
৫. সিলসিলা যঈফা, হা/৫০৯৯।
৬. সিলসিলা যঈফা, হা/৫৭১৪।
৭. সিলসিলা যঈফা, হা/৫৯৮৮।
৮. সিলসিলা যঈফা, হা/৬০৮৫।
৯. সিলসিলা যঈফা, হা/৬৫৫০।

জাতীয় কল্পনার একটি হলেও ভিত্তি আছে বলে ধারণা করা যেত। তাছাড়া ফ্লাইং সোসারের গায়ে ইংরেজিতে লেখা নাম রয়েছে। ছবিগুলো নেটে সহজলভ্য। তাহলে দাজ্জাল ইংরেজিতে তার বাহনের নাম লিখেছে?

(৪) 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে সময় থেমে থাকে। আর হাদীছে আছে যে, দাজ্জাল আসার পর সময় থেমে যাবে বা সময় পরিবর্তন হবে'।

জবাব : সময় থেমে যাবে মর্মে কোনো হাদীছ নেই। তবে ক্বিয়ামতের পূর্বে সময়ের পরিবর্তন ঘটবে বলা হয়েছে। কিন্তু সেটি গোটা বিশ্বব্যাপী ঘটবে। কেবল বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে সময় পরিবর্তন ঘটবে আর অন্য স্থানগুলোতে সময় স্থির থাকবে এমন কোনো কথা বা ইশারা-ইঙ্গিত হাদীছে নেই। সুতরাং এগুলো হাস্যকর যুক্তি ও খেয়ালী কথা-বার্তা বৈ কিছুই নয়।

(৫) 'পেন্টাগন দাজ্জালের হেডকোয়ার্টার'।

জবাব : দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার সাথে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনোরূপ যোগাযোগ হবে না। যদি হতো তাহলে হাদীছে তা বর্ণিত থাকত। কিন্তু এমন কোনো কথা হাদীছে পাওয়া যায় না। অতএব, পেন্টাগনের সাথে দাজ্জালের কোনোরূপ সম্পর্ক থাকার দাবি ইসলাম কর্তৃক সমর্থিত নয়। এগুলো নিছকই দাবি। যার কোনো শারঈ ভিত্তি নেই।

(৬) 'ডেভিড কপার ফিল্ড-সহ ইউরোপীয় বেশ কিছু ম্যাজিক শো-তে দাজ্জাল সরাসরি সাহায্য করে থাকে'।[১০]

জবাব : ভিত্তিহীন দাবি।

(৭) 'ইউরোপ আমেরিকাসহ অমুসলিম শক্তিদেরকে দাজ্জাল মদদ যোগাচ্ছে। ফলে তারা ব্যাপকভাবে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আজ মুসলিম বিশ্বকে একের পর এক গ্রাস করছে'।

জবাব : তারা নিজেদের চেষ্টায় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এখানে দাজ্জাল নামক ব্যক্তির কোনোই সংযোগ নেই। মুসলিম শাসকগণ যদি একত্র হয়ে ক্ষমতা বর্ধায়নে এগিয়ে আসেন তাহলে তারাও বিশ্বের যে কোনো পরাশক্তিকে হারিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতার মালিক হবেন ইনশাআল্লাহ। মূলত মিসরের ঈসা দাউদ নামক এক ব্যক্তি এসব দাবি করেছেন। যার কোনো শারঈ ভিত্তি তিনি দেখাতে পারেননি। আর তিনি কোনো গ্রহণযোগ্য আলেমও নন; একজন সাধারণ গবেষক। যার কাজ হলো আজগুবি তথ্য দিয়ে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা। দাজ্জাল যদি আজ অমুসলিম শক্তিকে এত শক্তিশালী করতে পারে তাহলে নবী ﷺ এবং ছাহাবীদের যামানায় সে কেন ইসলামবিরোধী শক্তিকে জোরদার করল না?

(৮) 'দাজ্জাল বিজ্ঞানী আইনেস্টাইনের সাথে দেখা করে তাকে থিওরি অব রিলেটিভিটির জ্ঞান প্রদান করার ফলে আইনস্টাইন বিষয়টি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়'।

জবাব : আষাঢ়ে গল্প। বিশ্বাস করার কোনোই যুক্তি নেই।

(৯) 'নাসা নিজের কোনো গবেষণা প্রকাশ করার যোগ্যতা রাখে না। বরং দাজ্জালের গবেষণাগুলোই কপি করে থাকে মাত্র'।

জবাব : চরম হাস্যকর ও উদ্ভট দাবি। নাসা যোগ্যতার ভিত্তিতে দক্ষ গবেষক নিয়োগ করে নিজেরাই গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে দাজ্জালের কোনো হাত নেই।

(১০) 'ইমাম মাহদী ও তার বাহিনীর সাথে একত্র হবার জন্য যে সকল মুসলিম মুজাহিদ কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে দাজ্জাল পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে এবং সমগ্র ইসলামবিরোধী শক্তিকে সে একত্র করে ধ্বংসাত্মক কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে'।

জবাব : অবাস্তব দাবি। ইমাম মাহদীর সাথে কারা যুক্ত হবেন, এখন তা মোটেও স্পষ্ট নয়। ব্রেলভীরা দাবি করবে যে, তারা যুক্ত হবেন। অন্যদিকে দেওবন্দীরা দাবি করবেন যে, তারাই মাহদীর প্রকৃত অনুসারী হবে। এভাবে প্রত্যেকটি দল স্ব স্ব দাবিতে অটল থেকে স্বীয় দাবিকে সঠিক প্রমাণের জন্য নানা যুক্তি পেশ করতে থাকবে। এক্ষণে কারা প্রকৃত অনুসারী হবে? এর জবাব সে সময়ই মিলবে। তার আগে নয়।

(১১) 'ধূমকেতু তথা লেজবিশিষ্ট তারকা হলো দাজ্জালের আবির্ভাবের আলামত'।

জবাব : এখানে একটি হাদীছকে ভিত্তি করা হয়েছে, যা হাকেম বর্ণনা করেছেন। 'হাদীছ-১৪'-এর অধীনে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, দাজ্জাল একজন শরীরবিশিষ্ট মানুষ হবে। ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান সভ্যতাকে দাজ্জাল বলে হাদীছে বর্ণিত মানব দাজ্জালকে অস্বীকার করা বাতিল ও কুফর। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝার তওফীক্ব দিন- আমীন!

১০. আসেম ওমর, বারমুডা ট্রায়াঙ্গল ও দাজ্জাল পৃ. ৬৪।

মাসিক আল-ইতিছাম অক্টোবর ২০২২ الإعتصام

পাবলিক প্লেসে স্মার্টফোন ব্যবহারের শালীনতা

*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী**

আধুনিক ডিজিটাল বিশ্বে দৈনন্দিন জীবনযাপনে মোবাইল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন আজ মোবাইল ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। বিশেষ করে স্মার্টফোন ডিভাইস। আমাদের জীবনযাপন এমন হয়ে গেছে যে, অর্থ ছাড়া একদিন চলতে পারলেও স্মার্টফোন ছাড়া এক মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। যার ফলে মোবাইলের প্রতি আমাদের এই আসক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আমাদেরকে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

মোবাইল ডিভাইস শুধু একটি শ্রেণি নয়, বরং সমাজের প্রতিটি শ্রেণি ও বয়সের মানুষকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে নিয়েছে। আজ আমরা স্মার্টফোনে এমনই আসক্ত হয়ে পড়েছি যে, হিতাহিত জ্ঞানও কাজ করছে না। বিশেষ করে অবসরে প্রকাশ্যে মোবাইল ব্যবহার। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ কাজকর্মে, অফিস-আদালতে কিংবা স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে যাতায়াতের জন্য পাবলিক বাস ব্যবহার করে। বিভিন্ন গন্তব্যে এই যাত্রার সময় আমরা একপ্রকার অবসরেই থাকি। আর এই অবসর সময়টিকে আমরা কাজে লাগাই স্মার্টফোন ব্যবহার করে। বিশেষ করে অধিকাংশ মানুষ এই সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সময় ব্যয় করে। যা দোষের কিছু নয়। কিন্তু আমাদের শিক্ষা এবং জ্ঞান এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, আমরা কী করছি কী দেখছি তা আর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি। পাবলিক প্লেস কিংবা পাবলিক বাসের অধিকাংশ যাত্রী মোবাইল ব্যবহারে শালীনতা বজায় রাখে না। যা অবশ্যই ভদ্রতার দৃষ্টিতে দৃষ্টিকটু। একইসাথে দ্বীনের ক্ষেত্রে পাপের ভাগীদার। আমরা মোবাইলে বিভিন্ন ছবি এবং ভিডিও দেখছি, যা একান্ত ব্যক্তিগত। যা অন্যের নিকট প্রকাশ হওয়া সভ্যতা ও শালীনতার লক্ষণ নয়। যা দ্বীনের দৃষ্টিতে পাপ।

শুধু তাই নয়, অধিকাংশ মানুষই বাসে মোবাইল ব্যবহার করে হেডফোন বা ইয়ারফোন ছাড়া। যার ফলে অতিরিক্ত শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়, যা মানুষ হিসেবে বিরক্তির কারণ। উচ্চ শব্দে মোবাইল ব্যবহার অন্যের নিকট নিজের ব্যক্তিত্বহীনতার প্রমাণ। একইসাথে ভার্চুয়াল জগৎ আজ আমাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, সেখানে ধর্মের কোনো অস্তিত্বই নেই। আজ ধর্মের চিন্তা তো অনেক দূরের কথা। পাশে যে একজন মুরব্বী কিংবা আলেম কিংবা একজন বড় ভাই বসে আছেন, তারও কোনো তোয়াক্কা নেই!

পাবলিক বাসে উঠেই আমরা মনে করি, এখানে তো আমার পরিচিত কেউ নেই! সুতরাং প্রেমিকার সাথে চ্যাটিং অথবা কথা বলা থেকে শুরু করে ভিডিও কল কিংবা যা তা ভিডিও বা ছবি দেখতে কোনো বাধা নেই। শুধু পাবলিক বাসে নয়, আজ আমরা যেখানেই যাচ্ছি বসছি অর্থাৎ যেকোনো পাবলিক প্লেসে সময় পেলেই স্মার্টফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। যার ফলে পাবলিক বাস বা পাবলিক প্লেসগুলোতে ছোট-বড় সবাই, যে যার মতো করে সুস্থ-অসুস্থ বিনোদনে জড়িত হচ্ছি।

আজ আমাদের পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ধর্মীয় চর্চার বড় অভাব। যার ফলে মানুষের মনে দ্বীনের কোনো ভয় আর কাজ করছে না। আগে মানুষ আল্লাহকে ভয় করার কারণে মানুষের সামনে পাপ করা থেকে বিরত থাকত। করলেও তা গোপনে করত। আর এখন আমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় তো নেই-ই, এমনকি মানুষ আমার কাজে কী মনে করছে তার-ই কোনো তোয়াক্কা নেই। অথচ আমাদের মাঝে দ্বীনের ভয় থাকা দরকার বেশি। আগে পাপ গোপনে করলেও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারতেন। আর এখন পাপ করছি তো করছি তাও আবার সাক্ষী রেখে! এই সাক্ষী রাখার কারণে কীভাবে আমরা ক্ষমা পেতে পারি?

একইসাথে নিজেও পাপ করছি, অন্যকেও পাপের ভাগীদার বানাচ্ছি। যার ফলে তার পাপের ভাগও আমাদের নিতে হবে। আজ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা এমন পর্যায়ে গেছে, তা কখনোই সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনের অংশ হতে পারে না। বিশেষ করে টিকটক, লাইকিসহ আরও অন্য বিনোদন এ্যাপসগুলো— কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। আর এভাবেই এসব এ্যাপস দ্বারা আমরা নিজেরই অজান্তে পাপের একটি জালে জড়িয়ে পড়ছি। যা সমাজ ও রাষ্ট্রে পাপের বিস্তারকে উৎসাহিত করছে।

আসুন! আমরা এই পাপ থেকে বিরত থাকি। আমাদের উচিত, সকল গোপন পাপ থেকে বিরত থাকা। অশ্লীলতা আছে এমন এ্যাপস বর্জন করা। প্রবৃত্তির কারণে যদি পাপ থেকে বিরত থাকা না যায়, তবুও যেন এই পাপের ভাগীদার ও সাক্ষী না রাখি। চেষ্টা করি যেন পাবলিক প্লেসে ও যানবাহনে যতটুকু সম্ভব শালীনতার ভিতরে স্মার্টফোন ব্যবহার করতে। ভুলেও যেন প্রকাশ্যে, উচ্চ শব্দে গান-বাজনার ভিডিওসহ কোনোপ্রকার অশ্লীল ভিডিও কিংবা ছবি পাবলিক প্লেসে না দেখি। আল্লাহ আমাদের সঠিক দ্বীন বুঝার, জানার এবং মানার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

ঈদে মীলাদুন্নবী কেন বর্জনীয়

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন ১২ই রবীউল আওয়ালকে মহানবী ﷺ-এর জন্মদিবস মনে করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 'জেশন বেলাদাতের' নামে অনুষ্ঠান করে আসছে। মীলাদ, মাহফিল, জলুস বের করা হয়, গলি বাজার সাজানো হয়। আলোকসজ্জার মধ্য দিয়ে চারিদিক আলোকিত করা হয়, সুন্দর সুন্দর গেট তৈরি করা হয়। ঝান্ডা উড়ানো হয়, পতাকা উড়ানো হয়, বিভিন্ন ধরনের মজাদার খাবার তৈরি করে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এসবের কোনো কিছুই কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত নয়।

'মীলাদ'-এর পরিচয় : 'ঈদে মিলাদুন্নাবী' একটি বহুল প্রচলিত পরিভাষা। এ নামটি তিনটি আরবী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। শব্দ তিনটি হলো : عيد (ঈদ), ميلاد (মিলাদ) النبى (নবী)।

عيد (ঈদ) শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো— বারংবার ফিরে আসা, সমবেত হওয়া, আনন্দ উৎসব ইত্যাদি।

পরিভাষায় ঈদ হলো, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন, العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائد إما بعود ألسنة أوبعود الأسبوع أو الشهر أونحوذالك 'ঈদ হচ্ছে এমন সাধারণ সমাবেশ যা নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে, যা বছর বা মাস অথবা সপ্তাহ ঘুরে আসে'।[১]

মীলাদ-এর আভিধানিক অর্থ জন্মসময়। এই অর্থে 'মাওলিদ' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়।[২] আল্লামা ইবনে মানযূর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান লিসানুল আরবে লিখেছেন, ميلاد الرجل :فيه اسم الوقت 'লোকটির মীলাদ : যে সময় সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সময়ের নাম'।[৩]

ঈদে মীলাদুন্নবী অর্থ হলো নবীর জন্মদিনের আনন্দ উৎসব। বর্তমানে ১২ই রবীউল আওয়ালকে শেষ নবীর জন্মদিন ধরে কিছু সুবিধাবাদী আলেমের পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়ায-নছীহত যিকির-আযকার ও ক্বিয়াম করে পরিশেষে মিষ্টিমুখ করেঅনুষ্ঠান ত্যাগ করা হয়। এটাই মীলাদ বা মীলাদুন্নবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।[৪]

সুতরাং 'ঈদে মিলাদুন্নাবী'-এর অর্থ হলো— নবীর জন্মে খুশী বা উৎসব। নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্ম উপলক্ষ্যে যে আনুষ্ঠানিকতা বা ঈদ উৎসব পালন করা হয় তাকে 'ঈদে মিলাদুন্নাবী' বলা হয়।

কারো জন্মোৎসব পালন করার বিধান : শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল ﷺ বা অন্য কারও জন্মোৎসব পালন করা জায়েয নয়, বরং তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারণ এটি দ্বীনের মাঝে একটি নতুন প্রবর্তিত বিধান। রাসূল ﷺ কখনো এ কাজ করেননি। তাঁর নিজের বা তাঁর পূর্ববর্তী কোনো নবী বা তাঁর কোনো আত্মীয়, কন্যা, স্ত্রী অথবা কোনো ছাহাবীর জন্মদিন পালনের নির্দেশ দেননি। খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম অথবা তাবেঈনের কেউ এ কাজ করেননি। এমনকি পূর্বযুগের কোনো আলেমও এমন কাজ করেননি। তাঁরা সুন্নাহ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞান রাখতেন এবং রাসূল ﷺ এবং তার শরীআত পালনকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন। যদি এ কাজটি ছওয়াবের হতো, তাহলে আমাদের আগেই তাঁরা এটি পালন করতেন।

নবী ﷺ-এর জন্মবার্ষিকী পালনে মানুষ এমন কর্মে লিপ্ত হয় যা প্রকাশ্য শিরক। যেমন— তাদের বিশ্বাস হলো নবী ﷺ মাটির তৈরি নন, তিনি নূরের তৈরি, তিনি গায়েব জানেন, তিনি সর্বত্র উপস্থিত হয়ে থাকেন ইত্যাদি। এমনকি সে দিশেহারা নির্বোধরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নবী ﷺ-এর কাছেই তাদের ফরীয়াদ পেশ করে, তার কাছে প্রার্থনা করে সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি। এভাবে নবী ﷺ-কে তারা আল্লাহ তাআলার সমপর্যায়ে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ﴾ 'আর যদি তারা শিরকে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের অতীতের সব আমল বিনাশ হয়ে যাবে' *(আল-আনআম, ৬/৮৮)*।

নবী ﷺ-এর মীলাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার ধারণা : অনেকের ধারণা, রাসূল ﷺ মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। তাই তারা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে দাঁড়িয়ে যায়। এটা বিরাট মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাসূল ﷺ কিয়ামত দিবসের পূর্বে আপন কবর থেকে বের হবেন না বা কারো সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ করবেন না এবং কোনো সমাবেশেও উপস্থিত হবেন না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত অন্যান্য নবীদের মতোই স্বীয় কবরে অবস্থান করবেন।

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. আল-আইয়াদ ওয়া আছারহা আলাল মুসলিমীন, পৃ. ২১।

২. ড. ইবরাহীম আনিস ও তাঁর সঙ্গীগণ, আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত (বৈরুত, দারুল ফিকর), ২/১০৫৬।

৩. আল্লামা ইবনে মানজুর, লিসানুল আরব (বৈরুত, দারুস সাদের), ৩/৪৬৮।

৪. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, মীলাদ ও মীলাদুন্নবী : একটি পর্যালোচনা, মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ১৮।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ - ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ﴾ ‘এরপর তোমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে পুনরায় জীবিত করা হবে’ *(আল মুমিনূন, ২৩/১৫-১৬)*। রাসূল ﷺ বলেছেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ‘কিয়ামতের দিন আমি আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান। আমার কবরই সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সবার আগে গৃহীত হবে’।[৫]

হানাফী মাযহাবের কিতাব ফাতাওয়া বাযযারিয়াহ, আল-বাহরুর রায়েক্ব প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বলে যে, পীর-মাশায়েখদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, তুমি জানো যে, সে ব্যক্তি কুফরী করল। আরও বলা হয়েছে, যদি কেউ ধারণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মৃত ব্যক্তি কোনো কাজের ক্ষমতা রাখে এবং সে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, তাহলে সে কুফরী করল।[৬]

রাসূলের প্রতি ভালোবাসার নামে সময় ও সম্পদের অপচয় : রাসূলের প্রতি ভালোবাসার নামে সময় ও সম্পদের অপচয় করা হয়। যেমন ১২ই রবীউল আওয়াল উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা, জশনে জুলুস ইত্যাদি করা হয়। আলোকসজ্জার তো কোনো বৈশিষ্ট্য নেই; বরং এর মধ্য দিয়ে বিজাতীয় সভ্যতার অন্ধ অনুসরণ প্রকাশ পায়। এই আলোকসজ্জার ইসলাম ও নবী ﷺ-এর জীবনধারার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। আমাদের এই আলোকসজ্জা দেখলে কেউ বলবে সেই মহামানবের আগমনে আমরা প্রজ্বলিত করেছি, যাঁর ঘরে মাটির প্রদীপটি পর্যন্ত ছিল না। জুলুসের রাস্তায় শত শত গজের ব্যানার, ফেস্টুন অকারণে ব্যবহারকে তিনি কীভাবে ভালোভাবে নিতেন? একটু ভেবে দেখুন। ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের এ পন্থার এক বড় খারাপ দিক হলো, এজন্য এক বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতি মহব্বত প্রকাশের জন্য এক বছরের ভুল দিবসের অপেক্ষা? মহব্বত তো এত ধৈর্য ধরতে পারে না। জশনে জলুসের আরেকটি বিপরিত দিক হলো— এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কোনো উদাহরণ নবী ﷺ-এর যুগে এমনকি ছাহাবীদের যুগে, আয়িম্মায়ে আরবাআ ও মুজতাহিদীনের যুগে কোথাও ছিল না। নয়শ বছর পর গভর্নর আরবাল ইরানীর (কোনো কোনো ইতিহাসে মিশরীর) যুগে প্রচলিত হয়। যদি এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাসূল প্রেমের বহিঃপ্রকাশ হয়, তাহলে তো এর আবিষ্কার এ যুগে কেন হতে যাবে? ছাহাবী, তাবেঈগণ এ কাজে কেন পিছনে থাকবেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সম্মান ও মহব্বতের কোনো দাবি তারা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন? আর এখন আমরা তা পূরণ করে দেখাচ্ছি!

মীলাদ অনুষ্ঠানের নামে বিভিন্ন পাপ কাজে অংশগ্রহণ : মীলাদ মাহফিল উপলক্ষ্যে অনেক এলাকায় নানা পাপের কাজে লিপ্ত আছে। যেমন— নারী-পুরুষের মেলা-মেশা, গান-বাজনা ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি। সর্বোপরি এসব মাহফিলে শিরকে আকবার তথা বড় ধরনের শিরকও সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা হলো রাসূল ﷺ ও অন্যান্য আওলিয়ায়ে কিরামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, তাদের কাছে দু‘আ করা, সাহায্য চাওয়া, বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, তারা গায়েবের খবর জানেন। এই সমস্ত কাজ করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়।

ঈদে মীলাদুন্নবী মূলত অমুসলিমদের অনুকরণ : মূলত অমুসলিম ইয়াহূদী-নাছারাদের অনুসরণ থেকেই এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান। অজ্ঞ মুসলিমরা এবং একদল গোমরাহ আলেম প্রতি বছর রাসূল ﷺ-এর জন্ম উপলক্ষ্যে রবীউল আওয়াল মাসে এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। কেউ মসজিদে, আবার কেউ ঘরে, আবার কেউ বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত স্থানে এ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এতে শত শত সাধারণ লোক উপস্থিত হয়। খ্রিষ্টানদের অন্ধ অনুসরণই তাদেরকে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে বাধ্য করে ।

এ অনুষ্ঠানে বিদআত ও নাছারাদের সাদৃশ্য থাকার সাথে সাথে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার শিরক ও অপছন্দনীয় কর্মকাণ্ড। এতে এমন কিছু কবিতা আবৃতি করা হয়, যাতে রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়ি রয়েছে, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু‘আ কিংবা আশ্রয় প্রার্থনা করা পর্যন্ত নিয়ে যায়। অথচ রাসূল ﷺ তাঁর প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ ‘নাছাররা যেমন মারইয়ামের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তোমরা আমার ব্যাপারে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না। আমি কেবল আল্লাহর একজন বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলো’।[৭]

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৭৮।

৬. ইবনু নুজায়েম আল-মিছরী, আল-বাহরুর রায়েক্ব শরহ কানযুদ দাক্বায়েক্ব (দারুল কিতাবিল ইসলামী, তাবি), ৫/১৩৪।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৪৫।

নাছারারা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা বাড়াতে বাড়াতে তাঁকে আল্লাহর পুত্রের স্থানে বসিয়েছিল। আবার কেউ কেউ তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ বিশ্বাস করে তাঁর ইবাদত শুরু করছে। কেউ বা তাঁকে তিন আল্লাহর এক আল্লাহ হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। কিছু কিছু বিদআতী নবীপ্রেমিক বিশ্বাস করে যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ তাদের মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়। এটিও নাছারাদের আক্বীদার শামিল।

মীলাদের অনুষ্ঠানে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যাচার : মীলাদের অনুষ্ঠানে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে অনেক বানোয়াট হাদীছ প্রচার করা হয় । তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো, أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ 'সর্বপ্রথম আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন তা হচ্ছে আমার নূর'।[৮] রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূর সম্পর্কে আরেকটি ভিত্তিহীন বর্ণনা হলো—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَابِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَخْبِرْنِيْ عَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ! اِنَّ اللهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرَ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا اِنْسَانٌ.

'জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! ঐ প্রথম জিনিস সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যা আল্লাহ তাআলা সবকিছুর আগে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূর স্বীয় নূর থেকে তৈরি করেছেন, আর ঐ নূরকে এমন শক্তি দিলেন যে তা নিজে নিজে যেখানে আল্লাহ চাইলেন সেখানে গেল, আর তখন লাওহে মাহফূয ছিল না, কলম ছিল না, জান্নাত ছিল না, জাহান্নাম ছিল না, ফেরেশতা ছিল না, আকাশ-যমীন ছিল না, চন্দ্র-সূর্য ছিল না, জিন এবং মানুষ কিছুই ছিল না'।[৯]

এতদসত্ত্বেও এ রেওয়ায়েতটি বহুলভাবে উদ্বৃত হয়।[১০] اَنَا مِنْ نُوْرِ اللهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّيْ وَالْخَيْرُ فِيَّ وَفِيْ اُمَّتِيْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'আমি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছি, আর মুমিনরা সৃষ্টি হয়েছে আমার নূর থেকে, কিয়ামত পর্যন্ত আমার এবং আমার উম্মতের মধ্যে কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে'।[১১]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম বা মৃত্যুর মাস হিসাবে রবীউল আওয়াল মাসের কোনো বিশেষ ফযীলত বা বিশেষ আমল কোনো কিছুই হাদীছে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ক মিথ্যা গল্প কাহিনীর মধ্যে রয়েছে, 'এ মাসের ১২ তারিখে বুজুর্গ তাবেঈগণ রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহের মাগফিরাতের জন্য ২০ রাকআত নফল ছালাত পড়তেন। এ ছালাত দুই দুই রাকআতের নিয়্যতে আদায় করতেন এবং প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পরে ১১ বার করে সূরা ইখলাছ পড়তেন। ছালাত শেষে আল্লাহর নবীর প্রতি ছওয়াব রেছানী (পৌঁছানো) করতেন। তারা এটার বরকতের খাবারের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দর্শন লাভ করতেন এবং ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের কল্যাণ ও বরকত লাভ করতেন। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কোনো মুমিন ব্যক্তি এ মাসের যে কোনো তারিখে এশার ছালাতের পরে ১১২৫ বার দরূদ শরীফ পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে সে ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করবে...'।[১২]

মীলাদুন্নবী দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার : এটি দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীলাদ বা ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব পালন করেননি এবং করতেও বলেননি। চার খলীফাসহ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন ছাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর কেউ এ অনুষ্ঠান পালন করেননি। লক্ষাধিক ছাহাবীর কোনো একজনও এ অনুষ্ঠান পালন করেননি। পরবর্তী যুগের তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ পালন করেননি। মুহাদ্দিছকুল শিরোমণি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমসহ হাদীছ গ্রন্থ সংকলনকারী মুহাদ্দিছগণও পালন করেননি। এমনকি চার মাযহাবের ইমামগণের কোনো একজনও এ অনুষ্ঠান পালন করেননি। তাঁরা কেউ পালন করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। বরং এটি মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর প্রায় ৫৯৪ বছর পর ৬০৪ হিজরীতে

৮. আব্দুল ক্বাদের জিলানী, সিররুল আসরার, বঙ্গানুবাদ : আব্দুল জলীল (ঢাকা : হক লাইব্রেরী, ১৯৯৮ইং), পৃ. ১১; কারামাত আলী জৈনপুরী, বঙ্গানুবাদ : নূরে মোহাম্মাদী (ঢাকা : বাংলাবাজার, সীরাত লাইব্রেরি, ১৯৮০), পৃ. ৩৭, ৪৪ ও ৫৫; গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৭), পৃ. ২৪ ও ২৬।

৯. কাশফুল খিফা ওয়া মুযিলুল ইলবাস আম্মা ইশতাহারা মিনাল আহাদিছি আলা আলসিনাতিন নাস, ১ম খণ্ড, হা/৮২৭; আল-কাসতাল্লানী, আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা বিল মানহিল মোহাম্মাদিয়া, তাহক্বীক্ব : ছালেহ আহমাদ আশ-শামী (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১১৪১২/১৯৯১), ১/৭১-৭২।

১০. কারামত আলী জৈনপুরী, নূরে মোহাম্মাদী (বাংলাবাজার : সীরাত লাইব্রেরি, ১৯৮০), পৃ. ৩৬-৩৭; আব্দুল খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ১/২১, মূলত এ রিওয়াতটি ছহীহ নয়।

১১. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী আশ-শাওকানী, আল-ফাওয়ায়েদ আল-মাজমূআ ফিল আহাদীছি আল মাওযূআ, পৃ. ২৮৮, হা/১০৫।

১২. মুফতী হাবীব ছামদানী, বার চান্দের ফযীলত, পৃ. ১৬-১৭।

আবিষ্কৃত হয়, যা নিঃসন্দেহে বিদআত। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। এ দ্বীন পরিপূর্ণ বিধায় আমাদেরকে তার অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিদআত থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ، فَهُوَ رَدٌّ 'আমাদের এই দ্বীনের মাঝে যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে'।[১৩] তিনি আরও বলেন, 'তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ প্রত্যেক নবপ্রবর্তিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।[১৪] এ সমস্ত হাদীছে বিদআত প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং উম্মতকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। ইমাম ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরে বলেন,

أي عن أمر رسول الله ﷺ ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالقه فهو مردود علي قائله وفاعله كائنا من كان.

'হুঁশিয়ার হওয়া উচিত যারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ, পথ ও মত, ত্বরীক্বা, সুন্নাত ও তাঁর বিধি-বিধানের বিরোধিতা করে। আর তাঁর কথা ও কাজই হলো অন্যের কথা ও কাজের মাপকাঠি, যদি তাঁর কথা ও কাজে মিলে যায় তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি বিপরীত হয় তাহলে তা যে এবং যাই হোক না কেন তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য'।[১৫]

১৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭।
১৪. তিরমিযী, হা/২৬৭৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান ছহীহ।
১৫. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৩/৩০৭।

হাদীছেও পরিষ্কারভাবে এসেছে যেমন ছাহাবী ইরবায ইবনু সারিয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর প্রসিদ্ধ হাদীছ। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'তোমরা আমার এবং আমার পথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে গ্রহণ করো এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়িয়ে ধরো। নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয়ে সতর্ক থাকো; কেননা, সকল বিদআতই গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতা'।[১৬] নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে আমাদের দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৭]

'মীলাদ'-এর ব্যাপারে চার মাযহাব : এ উপমহাদেশে মাযহাবের বাইরে কোনো আমল করতে গেলেই সমস্যা সৃষ্ট করা হয় অথচ আমল হবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক। আমরা তা না করে মাযহাবের ইমাম বা আলেমগণ কী বলেছেন সেটা গুরুত্ব দেই বেশি। অথচ মীলাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করি। মীলাদের ব্যাপারে 'আল-ক্বাওলুল মু'তামাদ' কিতাবে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদআত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্নর 'কূকুবুরী' এই বিদআতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরি করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারি করেছিলেন।[১৮]

১৬. আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭, সনদ ছহীহ।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭/১৭১৮।
১৮. আব্দুস সাত্তার দেহলভী , মীলাদুন্নবী (করাচী : তাবি), পৃ. ৩৫।

AT TAQWA STORE
01575245872 @attaqwastore
بسم الله الرحمن الرحيم
খাঁটি ও নির্ভেজাল পণ্যের প্রচেষ্টায়। ইন শা আল্লাহ, আমাদের কাছে পাবেন,
- খাঁটি গাওয়া ঘি - ৬৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- সুন্দরবনের খলিশা মধু - ৪৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- কালিজিরা ফুলের মধু - ৪৮০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- লিচু ফুলের মধু - ২৭৫ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- কালোজিরার তেল - ১৮০ টাকা/ ১০০ মিলি,
- সরিষার তেল (কাঠের ঘানিতে ভাঙ্গানো) - দাম জানতে কল করুন,
- সরিষার তেল (মেশিনে ভাঙ্গানো) - দাম জানতে কল করুন।
১৫০০+ টাকার শপিং এ সারা দেশে কুরিয়ার চার্জ ফ্রী
আপনি কি কুরআন সুন্নাহ অনুসারে, সহিহ পদ্ধতিতে উমরাহ্ বা হজ্জ করতে চান?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের নাম্বারে।
আমরা বিশ্বস্ততার সাথে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা করবো, ইন শা আল্লাহ্।
অর্ডার করতে কল করুন, ০১৫৭৫২৪৫৮৭২ (হোয়াটসঅ্যাপ), ফেইসবুকে সার্চ করুন @attaqwastore
ডাঙ্গিপারা (আল জামিয়া আস-সালাফিয়্যাহ সংলগ্ন), পবা, রাজশাহী।

দুনিয়াবী সংশোধন ও পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যমে সফলতা লাভের উপদেশসমূহ

[৩০ যুলহিজ্জাহ, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ২৯ জুলাই, ২০২২। মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ আব্দুল মুহসিন ইবনু মুহাম্মাদ আল-ক্বাসেম*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচ-ডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা চাই। তাঁর কাছেই আমাদের আত্মার অনিষ্ট হতে এবং খারাপ আমল থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে হেদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদর উপর।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করুন এবং গোপনে ও নির্জনে তাঁকেই ভয় করে চলুন।

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহ তাআলা এ পার্থিব জীবনকে বান্দাদের জন্য পরীক্ষাগার বানিয়েছেন। তারা এই জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে চিরস্থায়ী গৃহের দিকে ধাবমান। এই দুনিয়া আমলকারীদের কর্মক্ষেত্র ও ইবাদতকারীদের জন্য ব্যবসাস্থল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম' *(আল-মুলক, ৬৭/২)*।

অতএব, যে ব্যক্তি উত্তম আমল করবে সে সফলকাম ও ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ ও ত্রুটিযুক্ত আমল করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং শাস্তির অংশীদার হবে।

আল্লাহ তাআলার মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। তিনি তাদের নিজেদের ও চারপাশে বিভিন্ন নিদর্শন স্থাপন, রাসূলগণকে প্রেরণ ও কিতাবসমূহ অবতরণের মাধ্যমে তাঁর এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। যার মাধ্যমে তাদের উপর প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাদের নিকট দলীল সুস্পষ্ট হয়েছে। তিনি প্রতিটি বান্দার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তিনি তার জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য একটি বয়সসীমা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং বান্দার এই দুনিয়াবী জীবন হলো সাক্ষাতের পূর্বেই তার রবের উদ্দেশ্যে আমল ও পরিশ্রম করার সময়কাল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মানুষ! তোমার রব পর্যন্ত (পৌঁছতে) অবশ্যই তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে' *(আল-ইনশিক্বাক্ব, ৮৪/৬)*।

আখেরাতের তুলনায় এই দুনিয়া খুবই সংক্ষিপ্ত। একজন বান্দা যত বয়সই প্রাপ্ত হোক না কেন তার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, যেখানে তাকে অবশ্যই পৌঁছতে হবে। প্রকৃতপক্ষে বয়সের বৃদ্ধি মানে বয়সের কমতি এবং মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়া। অধিকাংশ মানুষই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন, ফলে দুনিয়ার চাকচিক্য ও ফেতনা তাদেরকে মোহচ্ছন্ন করে রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের মোহ তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে। এমনকি (এ অবস্থাতেই) তোমরা কবরে এসে পড়' *(আত-তাকাছুর, ১০২/১-২)*।

এই কারণে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় সময়, সময়ের বিভিন্ন অংশ ও স্তরের আলোচনা করেছেন; বান্দাদেরকে জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন ও দ্রুত নিঃশেষের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। এজন্য আল্লাহ তাআলা রাত, দিন, সূর্য, চন্দ্র, পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর, ফজর ও আছরের শপথ করেছেন। আর সূর্য ও চন্দ্রের গতিময়তায় সময়ের পরিসমাপ্তি ও অবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর চাঁদের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে সেটা শুষ্ক বাঁকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটে' *(ইয়াসিন, ৩৬/৩৯-৪০)*।

আর বান্দার জীবন থেকে শেষ হয়ে যাওয়া প্রতিটি বছর বরং প্রতিটি দিনই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রত্যেক শুরুরই শেষ আছে। নতুন বছরের ফজর উদিত হয়ে নফসকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সুযোগ এখনো বিদ্যমান আছে এবং আশা ও প্রত্যাশাও এখনো বিরাজমান। আর জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের কর্মের পরিণতি ও জীবনের ফলাফল সম্পর্কে সেরূপ হিসাব রাখে, যেরূপ সে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ-ক্ষতির হিসাব

রাখে। জীবন হলো প্রতিটি সৃষ্টিজীবের মূল চালিকাশক্তি এবং তার সরঞ্জাম হলো সুস্থতা ও শক্তি-সামর্থ্য। অথচ এ দুটি বিষয়েই অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় নিপতিত।

নবী করীম ﷺ বলেন, 'দুটি নেয়ামত এমন আছে, যে দুটোর ব্যাপারে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হলো সুস্থতা ও অবসর'।[১] দুনিয়ার লাভ অর্জিত হয় সৎআমল সম্পাদন এবং মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে।

আদম সন্তান দীর্ঘ জীবন লাভের প্রত্যাশা করে এবং দুনিয়া ও তার মাঝে অবস্থিত ধনসম্পদ এবং ভোগ্যসামগ্রীর প্রতি লালায়িত থাকে। আর তাকে দুনিয়ার সুখস্বাচ্ছন্দ্য শেষ পরিণতি ও মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার স্মরণ থেকে বিমুখ রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং তার দুটি জিনিসি যুবক হয়; প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা ও দীর্ঘায়ু কামনা'।[২]

যে ব্যক্তি দুনিয়ার বাস্তব রূপ ও তার দ্রুত পরিসমাপ্তির বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছে তার জন্য উচিত হলো, প্রতিটি কাজে অধিকতর উপকারী কাজটি সম্পাদন করা এবং সকল বিষয়ে সর্বোত্তমটি চয়ন করা। সুতরাং সে তার মূল্যবান সময়কে ব্যয় করবে পূর্ণতর উপকারী ও সর্বোচ্চ লাভজনক ক্ষেত্রে। আর সে নির্বাচন করবে সর্বোচ্চ ফযীলতপূর্ণ আমল, সর্বোত্তম নেক কাজ ও মহত্তর পুণ্য কর্মকে। আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো বিনিময়েই সন্তুষ্ট হবে না। বরং সে তার প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি ও পাপ মোচনের প্রতি আগ্রহী হবে।

আর যে ব্যক্তি তার আমলনামা সৎকাজের মাধ্যমে বৃদ্ধি করে না, তার আমলনামার অবস্থা হ্রাস পেতে থাকে। আর যে কল্যাণের মাধ্যমে অগ্রগামী না হয় সে মন্দকাজের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়তে চায় তার জন্য'। *(আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/৩৭)*।

জীবনে শক্তির পরে দুর্বলতার আগমন একটি আবশ্যিক রীতির অন্তর্গত, আর তারুণ্য ও যৌবনের পরে বার্ধক্যের আগমন এমন একটি বিষয় যার ব্যত্যয় কখনোই ঘটে না এবং সুস্থতার পরে অসুস্থতা এমন অবধারিত বিষয় যা এড়ানোর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য' *(আর-রূম, ৩০/৫৪)*। আর দুনিয়ার শুরু ও শেষ পরিণতির উদাহরণ হলো মুষলধারে বৃষ্টির পরে উদগত শস্যক্ষেতের ন্যায়; যার সবুজাভ সতেজতা ও সৌন্দর্য তার মালিককে উৎফুল্ল করে, অতঃপর কিছুকাল পরেই তা খড়কুটায় পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়াকৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটায় পরিণত হয়' *(আল-হাদীদ, ৫৭/২০)*।

যে ব্যক্তি তার শ্মশ্রুতে সুভ্রতা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে, মূলত তার নিকট মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হওয়ার বার্তা নিয়ে সতর্ককারী আগমন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল' *(ফাত্বির, ৩৭/৩৭)*। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়াতে উল্লিখিত 'সতর্ককারী' হলো বার্ধক্য, আর এ উম্মতের বয়স হলো ৬০ থেকে ৭০ এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি ৬০ বছর পর্যন্ত হায়াত পেল দীর্ঘ অবকাশ লাভের দরুন তার ওযর পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'যাকে আল্লাহ দীর্ঘায়ু করেছেন এমনকি ৬০ বছরে পৌঁছিয়েছেন, তার ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি'।[৩] আর এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ পার্থিব জীবন ও এর মাঝের যৌবন ও শক্তিমত্তার গুরুত্বপূর্ণ সময় নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই কাজে লাগানোর ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি অবসর ও ধনাঢ্যতার বিপরীত চিত্র আসার পূর্বেই উভয় অবস্থাতে নেক আমল সম্পাদনের পথ দেখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন ব্যক্তিকে উপদেশে দিতে গিয়ে বলেন, 'পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি কাজকে বিরাট সম্পদ মনে করো— (১) তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, (২) রোগাগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে, (৩) দরিদ্রতার পূর্বে অভাবমুক্ত থাকাকে, (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে'।[৪] অর্থাৎ সৎ আমল করা ও সময়ের যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে অবসরকে কাজে লাগানো।

সুতরাং বান্দার আজকের দিনটি যেন গতকালের চেয়ে উত্তম হয় এবং আগামীকাল যেন আজকের দিনের তুলনায় কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তির উভয় দিন সমান হয়, সে

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১২।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪২১; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৪৭।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৯।
৪. আল-মুসতাদরাক লিল হাকেম, হা/৭৮৪৬; ছহীহুল জামে', হা/১০৭৭।

ক্ষতিগ্রস্ত এবং যে ব্যক্তি সরল পথের উপর অটল থাকার পরও তা থেকে ছিটকে পড়ে সে ক্ষতিগ্রস্ত।

আখেরাতকে আবাদ করা ব্যতীত সময় নষ্ট করার মাধ্যমে বছরের দিনগুলো সবচেয়ে বেশি নিষ্ফল হয়। যে ব্যক্তি সময়ের হেফাযত করে না, সে সময় থেকে উপকৃত হতে পারে না। সময়কে আবাদ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো— দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারী জ্ঞান বেশি করে অর্জন করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, দিনের শুরু ও শেষ ভাগে আল্লাহর যিকির করা, হালাল উপার্জন করা, মানুষের প্রতি সদাচরণ করা।

দুনিয়াতে একই অবস্থায় থাকা অসম্ভব এবং সময় সদা পরিবর্তনশীল। এতে অবশ্যম্ভাবীভাবে বান্দার স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা, দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা, নিরাপত্তা ও ভয়-ভীতির অবস্থার মাঝে বসবাস করা ব্যতীত কোনো উপায় নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*।

আল্লাহর উপরে যার পূর্ণ ভরসা রয়েছে, কেবল সেই ব্যক্তিই তাকে যথাযথভাবে ভয় করে। যে ব্যক্তি বঞ্চনার কষ্ট ভোগ করেছে, সেই কেবল প্রাপ্তির আনন্দ বুঝতে পারে। সুতরাং যে কোনো উন্নতি ও অবনতি, সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা, বৃদ্ধি ও হ্রাস এবং ভালো ও মন্দের মাঝে আল্লাহর মহৎ হিকমাহ নিহিত রয়েছে। কেবল আল্লাহর ক্ষমতার মাধ্যমেই তাক্বদীরের পরিবর্তন ঘটানো যায় এবং সর্বদা শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমেই তার নিকট কল্যাণ লাভ করা যায়। আর তাক্বদীরকে মেনে নেওয়া কখনোই শারঈ আমলের ক্ষেত্রে অন্তরায় তৈরি করে না।

বান্দা দুনিয়ার জীবনে পরিক্ষিত হয় শয়তানের মাধ্যমে যে তাকে কুমন্ত্রণা দেয়, নফসের মাধ্যমে যে তাকে খারাপ কাজের আদেশ করে এবং কুপ্রবৃত্তির মাধ্যমে যা তার সৎপথের রাস্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সুতরাং বান্দার জন্য সর্বদা তওবা করা ব্যতীত কোনো পরিত্রাণ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে এসো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*। তওবা এমন মহৎ একটি ইবাদত যা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তওবাহকারীদেরকে ভালোবাসেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/২২২)*।

বান্দা পাপ ও উদাসীনতার অধিক নিকটবর্তী। আর ভুল করা মানুষের জন্য অবধারিত বিষয়। আর যে ত্রুটির কারণে তিরস্কার আবশ্যক তা হলো, তওবা না করা ও পাপের উপর অটল থাকা। যে ব্যক্তি কোনো পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে সে যেন বেশি বেশি ইস্তেগফার ও সৎ আমলের মাধ্যমে তা ক্ষমা করিয়ে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় পুণ্য কাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়’ *(হূদ, ১১/১১৪)*।

বিশুদ্ধ তওবার মাধ্যমে জীবনের সমাপ্তি ঘটানোই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক্ব ও মুক্তি লাভ। সুতরাং যে আল্লাহর নিকট তাওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ তাআলা যার তওবা কবুল করবেন, তাকে তার পূর্বের পাপের কারণে পাকড়াও করা হবে না। যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হওয়ার পর সর্বদা তওবা করে তাকে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করার তাওফীক্ব দেওয়া হয়। আর যে গড়িমসি করে, হতে পারে তার তওবা করার পূর্বেই মৃত্যু তাকে পাকড়াও করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হলো সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন’ *(আন-নিসা, ৪/১৭)*।

অতঃপর হে মুসলিমগণ! দুনিয়ার জীবনের দুটি ধাপ রয়েছে; প্রথম ধাপ তোমার দুনিয়ায় আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে, আর দ্বিতীয় ধাপে তুমি বর্তমানে অবস্থান করছ। এর পরিসমাপ্তি ঘটবে, যখন শুধু সূর্য উদিত হবে কিন্তু আপনি মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তা অস্ত যাবে না। আবার যখন জীবিত থাকাবস্থায় সূর্য অস্ত যাবে কিন্তু আপনার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সূর্য আর উদিত হবে না। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলতেন, ‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের আর অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার আর অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নাও। আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও’।[৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(হে রাসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সুতা পরিমাণ ও খর্ব করা হবে না’ *(আন-নিসা, ৪/৭৭)*।

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে, তাঁর দেওয়া অনুগ্রহের জন্য, তাঁর দান ও তাওফীক্বের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা। আর তাঁর মর্যাদার বড়ত্ব প্রকাশের জন্য আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে,

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৬।

আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। অসংখ্য দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর ছাহাবীদের প্রতি।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহর মাস মুহাররম আপনাদের সামনে সমাগত। আল্লাহ তাআলা এই মাসকে হারাম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং এটি হারাম মাসসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম মাস, যে মাসগুলোকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং এ সময় অবাধ্যতা ও পাপাচারের মাধ্যমে নিজের নফসের উপর যুলুম করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস ১২টি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না' *(আত-তওবা, ৯/৩৬)*।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'রামাযানের ছিয়ামের পর সর্বোত্তম ছওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের ছওম'।[৬]

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩।

বিশেষত এই মাসের যেদিনে ছিয়াম পালন করবে তা হচ্ছে আশূরার দিন; কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দিনে ছিয়াম পালন করেছেন এবং ছাহাবীদেরকে ছিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। 'এটি এমন দিন, যে দিনে আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে (সমুদ্রে) ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম শুকরিয়া হিসেবে এ দিন ছওম রেখেছেন'।[৭]

শরীআতে বছরের প্রথম দিনের বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই। এ বিষয়ে কোনো ফযীলত বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এই দিনকে কোনো শারীরিক, আর্থিক বা অন্য কোনো ইবাদতের সাথে নির্দিষ্ট করা দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কার ও মহান শরীআতকে এড়িয়ে যাওয়ার শামিল। অতঃপর জেনে রাখুন! আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপর সম্মানিত খত্বীব রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর পরিবার, চার খালীফা ও ছাহাবীদের উপর দরূদ এবং সালাম পাঠের পর নিজেদের ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য দু'আ করে খুৎবা শেষ করেন।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩০; মিশকাত, হা/২০৬৭।

'আল-কুরআনে আবহাওয়া বিজ্ঞান : জ্ঞানীদের জন্য নির্দেশনা'-প্রবন্ধটির বাকী অংশ

২.৮ ভূকম্প ও আগ্নেয়গিরি

পৃথিবী প্রাকৃতিকভাবে তার অন্তর উন্মোচিত, প্রকাশিত রাখে গিরিখাত, ক্যানিয়ন, ভূ-ফাটল ইত্যাদির মাধ্যমে নানাভাবে। সূরা আর-রা'দের ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, পৃথিবীর সকল ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে টেকটোনিক প্লেইটের সক্রিয়তার কারণে। টেকটোনিক স্তরগুলোর মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে স্তরগুলো ধীরে ধীরে সরতে শুরু করে। এ ধরনের সঞ্চরণশীলতার গতি ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার হারে বছরে হয়ে থাকে। বিশেষত অশ্মমণ্ডলীর স্তরের নিচে উষ্ণতার অবতলীয় গতি ও অভিকর্ষের কারণে এই সঞ্চরণ ঘটে। এসব শক্তির সংঘাতজনিত ব্যাপক ধীরগতির সঞ্চরণের ফলে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ও পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়। যদি কোনো সামুদ্রিক ভারী শিলাস্তর বা প্লেইট কোনো অধিকতর প্লাবনশীল মহাদেশীয় শিলাস্তরের সাথে ধাক্কা খায়, তবে শেষোক্ত শিলাস্তর ভেতরের দিকে সরে যায়। আর এভাবে ভেতরে সরে আসার পর শিলাস্তরটি নিচের দিকে নেমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ও পরিশেষে গলে যায়। আর এভাবে অপেক্ষাকৃত কম ঘন গলিত শিলা ভূপৃষ্ঠ অভিমুখে ওপরে উঠতে থাকে এবং একপর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের কোনো বিদীর্ণ স্থান বা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে। যে স্থানটি আমাদের কাছে আগ্নেয়গিরি হিসেবে পরিচিত।

৩. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ মানবজাতির বসবাসের উপযোগী করে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যাতে মানুষ সুন্দর জীবনধারণের মাধ্যমে একমাত্র তারই উপাসনা বা ইবাদত করতে পারে। মানুষকে এই পৃথিবীতে বসবাসের ক্ষেত্রে তাকে পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। আবহাওয়া আর পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে তার জীবন চলা। এ ক্ষেত্রে খরা, বৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে মুখোমুখি হতে হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহু পূর্বেই এই সকল বিষয়ের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে দয়াময় প্রভু তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে শুধু তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের ভূমিকা

*-মাযহারুল ইসলাম**

পৃথিবীর সকলেই চায় মুক্ত বিচরণ। চায় স্বাধীনতা। পরাধীনতার শিকল ছিন্ন করে মুক্তাকাশে বিচরণ করা সকলের কাম্য ও প্রবল বাসনা। ইতিহাস সাক্ষী, ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের অবদান অতুলনীয়। যা কখনো অস্বীকার করার মতো নয়। জাতির উত্থান-পতনের সভ্যতা বিনির্মাণে আলেম সমাজের দায়িত্ব সর্বযুগেই অপরিসীম। যা পৃথিবীর ইতিহাসে মোহরাঙ্কিত হয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী মহলের মুখোশ উন্মোচন করে জাতিকে সর্বদা সচেতন রাখতে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সোচ্চার সংগ্রামী আলেম সমাজ। স্বাধীনতার জন্য আলেমসমাজ নির্দ্বিধায় জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। কখনো সংকোচ, সংশয়বোধ করেন না কারাবরণ কিংবা শত্রুর দুরভিসন্ধির। যদি আলেম সমাজ এ দেশের স্বাধীনতায় সংগ্রামী ভূমিকা পালন না করত, তাহলে বাংলার স্বাধীনতা এত সহজে আসতো না। আলেমসমাজ আছে বলেই ওই বন্ধুপ্রতীম (!) দেশ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও পারছে না ভোগ করতে। কারণ-

আলেম সমাজের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত আছে মর্দে মুজাহিদের তাজা খুন। অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মূর্ত আতঙ্ক আলেম সমাজ। আমরা দেখতে পাই ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আলেম সমাজের দৃঢ় চেতনা ও দুর্বার গতি। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিশাল সাগরের গর্জনের বিরুদ্ধে হিমালয় পাহাড়ের মতো অবিচল আত্মবিশ্বাস, আস্থা এবং চেতনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি তাদেরকেই। দীপ্ত মশাল জ্বালিয়ে অন্যায়, যুলম ও অবিচারের বিরুদ্ধে মর্দে মুজাহিদের মতো রুখে দাঁড়ান আলেমসমাজই। সময়ের দাবিতে আলেম সমাজ কখনো বিপ্লবী বক্তব্য, ক্ষুরধার লেখনী, সভা-সেমিনার বিভিন্ন প্রকাশনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য স্বাধীনতা। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে। ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে পাহাড়সম দৃঢ় চেতা আর দুর্বার সাহসের এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন শায়খুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহলবী রহিমাহুল্লাহ। ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে তার ফৎওয়া ছিল সারা দুনিয়াজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী। ফলে মানুষ তার ফতওয়ায় আকৃষ্ট হয়ে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ চালায়। জন্ম নেয় ইতিহাসের ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জন্ম নেয় জিহাদী আন্দোলন। গড়ে উঠে ঐক্য। ইতিহাসে আবির্ভাব হয় শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুজাহিদ শাহ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহ। ১৮৩১ সালে বালাকোটের প্রাঙ্গণে শাহ ইসমাঈল শহীদ জীবন উৎসর্গ করে পৃথিবীর এক নতুন অধ্যায় রচনা করেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মানব মনের গহীনে অনুপ্রেরণার চেরাগ জ্বালাবে। শাহ সাহেবের এই আপসহীন ফতওয়ার প্রভাব বাংলায় পড়ার কারণে বাংলার ইতিহাসেও জন্ম নেয় বীর সন্তান মাওলানা হাজী শরীয়ত উল্লাহ, নিসার আলী তিতুমীর, টিপু সুলতান রহিমাহুল্লাহ সহ অনেকে। যাদের একেকটি নাম একেকটি জীবন্ত ইতিহাস। একেকটি গর্ব ও অহংকারের বিজয়ী নাম। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এই মর্দে মুজাহিদের গর্জে ওঠায় বৃটিশ বেনিয়ারা আতঙ্কিত হয়। ফলে মুজাহিদদের এই উত্তাল তরঙ্গমালাকে স্তমিত করার জন্য বৃটিশ বেনিয়ারা চালায় অসহনীয় নির্যাতনের স্টিম রোলার, জেল আর যুলম। অনেককে ঝুলায় ফাঁসির কাষ্ঠে । তবুও আপসহীন এই আলেম সমাজ তাদের সাথে আপস করেননি। বরং তারা হাসিমুখে শহীদী মর্যাদা লাভের আশায় আল্লাহর রাহে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। মূলত ১৭৫৭ সালের পলাশীর ট্রাজেডিতে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় মীর জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। পলাশীর ঐ ট্রাজেডির পর যখন ইংরেজরা উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করল, তখন এর তীব্র প্রতিবাদ করেন আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী রহিমাহুল্লাহ ও তার ছেলে শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী রহিমাহুল্লাহ। ইতিহাসের পাতা লক্ষ আলেমের লাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে। খোদ দিল্লিতেই ৫০০ আলেমকে ফাঁসি দেয় ইংরেজরা। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ২ লক্ষ মুসলিম শহীদ হয়। এমনকি শেরশাহ গ্রান্ড ট্যাংক রোডের দু'পাশের এমন কোনো গাছ ছিল না, যেখানে কোনো আলেমের লাশ ঝুলেনি। সত্যিই আজকে সেই বর্বর ইতিহাস স্মরণ করলে শরীরের লোম শিউরে উঠে। ১৮৩১ সালের বালাকোটের যুদ্ধে শাহ ইসমাঈল শহীদের শাহাদাত বরণের পর আর্বিভাব হয় ইতিহাসখ্যাত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মাওলানা এনায়েত আলী ও মাওলানা বেলায়েত আলীর। ইতিহাস খুব গৌরব অর্জন করেছে এ সকল মর্দে মুজাহিদের নাম লিপিবদ্ধ করে। ভারতীয় উপমহাদেশের বুক থেকে ইংরেজদের চিরতরে বিদায় দেওয়ার জন্য বাংলার সুযোগ্য সন্তান ও বীর মুজাহিদ টিপু সুলতানও কিন্তু কম প্রচেষ্টা চালাননি। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অবিরাম প্রচেষ্টা চালান ইংরেজদের বিরুদ্ধে। জাতি আজ তাদেরকে

* অধ্যয়নরত, দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্বার চেতনা ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে মুক্ত বিচরণের মহান লক্ষ্যে বাংলায়ও এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। মাওলানা হাজী শরীয়ত উল্লাহ ফরায়েজীর আহ্বানে যাত্রা হয় ফরায়েজী আন্দোলন। মূলত এ আন্দোলনের কারণ হলো ইংরেজদের ইসলামবিদ্বেষী রীতি-রেওয়াজ ও ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ। হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্ব ইতিহাসের পাতায় রচিত হয় আরেকটি নতুন অধ্যায়। জন্ম নেয় বাঁশের কেল্লা খ্যাত মর্দে মুজাহিদ, স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক সাইয়েদ নেসার আলী তিতুমীর। জিহাদী আন্দোলনের তিতুমীর বাংলার প্রথম শহীদ। ইতিহাসের চাকা ঘুরে বাংলার আকাশে আবির্ভাব হন মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুমুল্লাহ) সহ অনেকে। তাদের নিরলস ত্যাগ-তীতিক্ষা আর আপসহীন সংগ্রামী চেতনায় পৃথিবীর মানচিত্রে শির উঁচু করে দাঁড়ায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাদের প্রত্যেকের একেকটি জীবন একেকটি ইতিহাস। এ সময়ে বাংলার মানুষের গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ হয়। যেমন: সেবক, যামানা, এছলাম, সত্যাগ্রহী। যেগুলোতে তাদের তেজদীপ্ত চেতনার ক্ষুরধার লেখনী প্রকাশিত হয়। ফলে তারা ইংরেজদের রোষানলে পড়েন। জীবনের ভয় তারা কভু করেননি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উন্মুক্ত তরবারি। আমরা আজকের প্রবন্ধের ইতি টানব মাত্র দু'টি ঘটনা পেশ করার মাধ্যমে। যাদের এই চেতনাময়ী বীরত্ব আমাদের জীবন চলার পথে উৎসাহিত করবে।

(১) ১৯৭৬ সালের ১৮ এপ্রিল। এ দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, নিবেদিতপ্রাণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় বীর সেনানী মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) ফারাক্কা বাঁধ সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে উদাত্ত আহ্বান জানান। ইন্দিরা গান্ধী আশ্বাস দেওয়ার পরও ব্যবস্থা নেননি। এতে ভাসানী সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে গণআন্দোলনের ডাক দেন। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়ে দেশপ্রেমিক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মর্দে মুজাহিদ রুখে দাঁড়ান। তিনি ফারাক্কা বাঁধের সমস্যায় ভারতের এ দেশের মযলূম জনতার উদ্দেশ্যে চাঁপাই নবাবগঞ্জের কানসাটে লং মার্চে বিশাল জনসমুদ্রে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। সেদিন হাজারো জনতার মুখে শ্লোগান ছিল— ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দেও, উড়িয়ে দেও, পানির ন্যায্য অধিকার দিতে হবে। তিনি বলেন, গঙ্গার পানিতে বাংলাদেশের হিস্যার ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে ভারত সরকারকে বাধ্য করাই আমাদের আন্দোলন। আমি জানি এখানেই শেষ নয়। ভারত সরকারের জানা উচিত, বাংলাদেশীরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। কারো হুমকিকেও পরোয়া করে না। যে কোনো হামলা থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা আমাদের প্রকৃত দেশপ্রেম এবং অধিকার।

(২) মুসলিম সাংবাদিকতার জনক বলা হয় মাওলানা আকরাম খাঁ-কে। যখন তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন, বাংলার জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন, ক্ষুরধার লেখনীতে যখন সত্যের আলো চমকাতে লাগল, তখন ইংরেজরা এই মর্দে মুজাহিদ পরহেযগার ব্যক্তিকে অনেক টাকার প্রলোভন দেখিয়ে পত্রিকায় না লেখার জন্য করজোড়ে অনুরোধ করে। মর্দে মুজাহিদ, দেশপ্রেমিক, ঈমান বিক্রি করে দেওয়ার মতো দামাল সন্তান নন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে 'না' প্রতিউত্তর জানালে ইংরেজরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এমনকি তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়। তিনি হুংকার দিয়ে বলেন, দেখুন জনাব! আমি জীবনে বহুবার শিকার করেছি। বন্দুকের গুলিতে অনেক পাখি মেরেছি। আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করা হলে আমি হয়তো মারা যেতে পারি এটা ভালো করে জানি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানবেন! আমাকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করা হলে আমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু ফোঁটা হতে বাংলার বুকে তত জন আকরাম খাঁ পুনর্বার জন্ম হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আলেম সমাজ জাতির হৃদয়ের স্পন্দন। অন্যায়-অবিচার, যুলম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক মূর্ত আতঙ্ক। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের এক অতন্দ্র প্রহরী। দেশ ও জাতির উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের এক অনন্য কাণ্ডারী। সোনার মানুষ গঠনের শৈল্পিক কারিগর। তাই আলেম সমাজকে সম্মান করাই মূলত প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয়।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলাম

-এ. এস. এম. মাহবুবুর রহমান*

বর্তমানে আত্মহত্যা মারাত্মক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগেও আত্মহত্যা মামুলি বিষয় ছিল না, কিন্তু এখন এতটাই মামুলি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কোনো সমস্যা বা দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হলেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত খবর দেখে মনে হয়, এই প্রজন্মের কাছে আত্মহত্যা ট্রেন্ডিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও এই পথ বেছে নিচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার ব্যাপারে সচেতন করতে না পারলে এই সামাজিক মহাব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

আত্মহত্যা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর মতে, সারা বিশ্বে যেসব কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে, তার মধ্যে আত্মহত্যা ত্রয়োদশ প্রধান কারণ। তবে ১৯ বছর থেকে ২৫/৩০ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা বেশি আত্মহত্যা করে। সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় দশম। আর পুরুষদের আত্মহত্যা করার প্রবণতা নারীদের তুলনায় তিন থেকে চারগুণ বেশি। বিবিএসের জরিপ বলছে, বাংলাদেশে বছরে আত্মহত্যা করে প্রায় ১৩ হাজার মানুষ। গড়ে প্রতিদিন মারা যায় প্রায় ৩০ জন।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, গত বছর বাংলাদেশে ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তন্মধে ৬৫ জন ছেলে শিক্ষার্থী ও ৩৬ জন মেয়ে। জরিপ অনুযায়ী বলা যায়, যারা আত্মহত্যা করেছে তাদের মধ্যে ৬২ জন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যা মোট আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীর ৬১.৩৯ ভাগ। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ জন যা মোট শিক্ষার্থীর ২২.৭৭ শতাংশ। বাকিরা মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। এইতো শুধু মে মাসেই ঢাবি, রাবি, জাবি, ইবিসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মহত্যা করেছে ৬ জন। আঁচল ফাউন্ডেশনের গবেষণা অনুযায়ী, ২০২০ সালে আত্মহত্যা করেছে ৭৯ জন। গবেষণায় আরো জানা যায় যে, ডিপ্রেশন, সম্পর্কের অবনতি, পারিবারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, বেকারত্ব, দারিদ্র, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব ইত্যাদি এগুলোই আত্মহত্যার প্রধান করণ।

আল্লাহর সাথে শিরক স্থাপনের পর সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ হলো আত্মহত্যা করা এবং ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ আত্মহত্যাকে ৭০টি বড় পাপের মধ্যে ২৯ নাম্বারে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর আত্মহত্যাকে হারাম করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে আত্মহত্যাকারীর জন্য পরকালে কঠোর আযাবের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ‘তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে আত্মহত্যা করবে, তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করব। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ’ *(আন-নিসা, ৪/২৯-৩০)*।

আত্মহত্যাকারীর জন্য হাদীছে কঠোর শাস্তির কথা এবং ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জখম হয়ে (অধৈর্য হয়ে) আত্মহত্যা করে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, ‘আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম’।[১] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ওইভাবে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে, সেও জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ওইভাবে নিজ হাতে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, তার কাছে জাহান্নামে সেই ধারালো অস্ত্র থাকবে, যা দ্বারা সে সর্বদা নিজের পেট ফুঁড়তে থাকবে’।[২]

আত্মহত্যা কতটা ঘৃণিত বিষয় হলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মহত্যাকারীর জানাযার ইমামতি করেননি, তবে বাকিদের পড়তে বলেছেন। জাবের ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো, যে লোহার ফলা দ্বারা আত্মহত্যা করেছিল, ফলে তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করেননি’।[৩]

মানব জীবনে হতাশা, পরাজয়, দুশ্চিন্তা, তিক্ততা ইত্যাদি থাকবেই;

* শিক্ষার্থী, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৬৪।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯; মিশকাত, হা/৩৪৫৩।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৮।

এগুলো মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবার জীবনে সেটা কোনো না কোনো সময় এসেই থাকে, কিন্তু সর্বদা লেগে থাকে না। পজিটিভ এবং নেগেটিভ এই দুই চিন্তারই এক বিশাল জায়গা এই দুনিয়া। তাই পজিটিভ চিন্তাকে সমৃদ্ধ করে, সফল মানুষকে ফোকাস রেখে পজিটিভ চিন্তা নিয়ে এগিয়ে গেলে অনেক দূর যাওয়া সম্ভব। কেননা নখ বড় হলে যেমন আঙুল কেটে ফেলতে নেই, ঠিক তেমনিভাবে সমস্যায় পতিত হলে সমাধান করতে হয়, তবে নিজেকে শেষ করে নয়। আত্মহত্যা প্রতিকারে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরা হলো।-

ধর্মীয় জ্ঞান থাকা : প্রতিটি ধর্মের রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধিনিষেধ। ধর্মের অনুসারী হিসেবে প্রায় সবাই নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পৃথিবীতে অধিকাংশ ধর্মেই আত্মহত্যা নিষেধ করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামেও আত্মহত্যা হারাম করা হয়েছে। প্রকৃতভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ব্যক্তি কখনো আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে না। ইসলামের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে প্রকৃতভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার পরও আত্মহত্যা করেছে। কারণ তারা জীবনের মানে বুঝেছে, রবের থেকে যা পেয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে। ধর্মপ্রাণ পরিবার হলে পরিবারের সদস্যদের জন্য ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালন করা সহজ হয়। সন্তানরা ছোট থেকে দ্বীনি পরিবেশে বেড়ে ওঠায় তাদের মধ্যে আনুগত্য, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ তৈরি হয়। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ইসলাম ও নৈতিকতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনন গঠন করতে হবে।

ধৈর্যধারণ করতে হবে, ধৈর্য একটি মহৎ গুণ, যার ফলাফল অত্যন্ত সুমিষ্ট হয়। মানবজীবনে ধৈর্যের চেয়ে কল্যাণকর আর কিছু নেই। এই জীবনে যে ধৈর্যধারণ করতে পেরেছে, সে ব্যক্তিই সফল হয়েছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৩)*। যে ধৈর্যধারণ করতে পারেনি, সে-ই ব্যর্থ হয়েছে। তাই রব্বুল আলামীনের ফয়সালা মেনে নিয়ে আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে, তবেই আত্মহত্যা নামক বাজে চিন্তা মাথায় আসবে না।

সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করা : যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করতে হবে। অল্পতেই নিরাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*। পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সংকট থেকে মানুষ আত্মহত্যায় প্ররোচিত হয়। দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, দুর্দশা স্থায়ী হয় না, তাই আত্মহননের পথ বেছে না নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সুখের আশা রাখতে হবে। কেননা আল্লাহ কুরআন মাজীদে এরশাদ করেন, 'কষ্টের সঙ্গেই তো সুখ আছে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গেই সুখ আছে' *(আল-ইনশিরাহ, ৯৪/৫-৬)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট' *(আল-তালাক, ৬৫/৩)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার রবের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়?' *(আল-হিজর, ১৫/৫৬)*। অতএব, যারাই আল্লাহর ওয়াদায় ভরসা রেখে সামনে এগিয়ে যায়, তাদের কোনোভাবেই হতাশ হওয়ার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে যারাই ভরসা পায় না, তারাই দিন শেষে আত্মহত্যা করে। জীবন আপনার, ইচ্ছাও আপনার, নিজেকে শেষ করবেন নাকি অন্য এক ভোরের আলোর অপেক্ষা করবেন?

অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা : সমাজে অপসংস্কৃতির কালো থাবা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই কালো থাবা যেমন যুবসমাজকে আত্মহত্যাপ্রবণ করে তুলছে, ঠিক তেমনিভাবে জাতির সুউজ্জ্বল ভবিষ্যতকে ধ্বংসের জন্য পরিশ্রমহীন ভূমিকা পালন করছে। কিছু বিদেশী চ্যানেলে দেখানো হয় পারিবারিক কলহ, বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য মান-অভিমানে আত্মহত্যা করা। নগ্নতা, বিবাহবহির্ভূত রিলেশন তো আছেই। সুতরাং নগ্নতা, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি বন্ধ করে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করলে তবেই আত্মহত্যা প্রতিকার করা সম্ভব।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, কাবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। আর সকল আলেমদের ঐকমত্যে আত্মহত্যা করা কাবীরা গোনাহ, তবে আত্মহত্যাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। সুতরাং শিরক ছাড়া অন্য সব গোনাহ আল্লাহ চাইলে মাফ করতে পারেন বা তওবার দ্বারা মাফ করা হয়। যদিও আত্মহত্যাকারীর জন্য তওবার সুযোগ নেই। তওবা করতে না পারলেও আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে ঈমানদার হওয়ার কারণে শাস্তি ভোগের পর নিজ রহমতে আত্মহত্যাকারীকেও মাফ করে দিতে পারেন। কেউ যদি আত্মহত্যাকে হালাল মনে করে আত্মহত্যা করে, তবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ আমাদের রহম করুক- আমীন।

সুধী পাঠক! লেখনীর শেষলগ্নে বলতে চাই, এই জীবন খেল-তামাশার বস্তু নয়। নগণ্য কারণে জীবনকে শেষ করার মানে হয় না। কষ্ট, দুর্দশা এবং হতাশা থাকবেই, কিন্তু সমাধান খুঁজতে হবে। যদি নিজেকেই শেষ করে দেন, তাহলে শেষ চেষ্টার সুযোগ থাকবে না। হয়তো কাউকে হারানোর যন্ত্রণায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন, অপরদিকে বাবা-মা আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবলেন না। যেই বেকারত্ব, দারিদ্র, রিযিক্বের কথা ভেবে আত্মহননের পথ বেঁছে নিচ্ছেন অথচ রব্বে কারীম ৫০ হাজার বছর আগেই সেই রিযিক্ব লিখে রেখেছেন। ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন, সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যান— আল্লাহ সহায় হবেন ইনশা-আল্লাহ। পরিশেষে, আল্লাহ আমাদের আত্মহত্যা নামক মহাব্যাধি এবং কাবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

টাখনুর উপরে পুরুষের পোশাক পরিধান : যুক্তি ও বিজ্ঞান আছে কি?

-জাবির হোসেন*

ভাগীরথীর পূর্ব তীরে স্নিগ্ধ বাতাসে মনোরম পরিবেশে, স্বপনদার চায়ের দোকানে বসে চা পান করছি; তার সঙ্গে চলছে পড়ন্ত বিকেলের আড্ডা। আড্ডায় সদস্য সংখ্যা চারজন— সন্তুদা, অহন, কিরণ আর আমি।

সন্তুদা আমাদের চাইতে দু'বছরের সিনিয়র। আমি, কিরণ আর অহন একই বছরের।

আমাদের মধ্যে সন্তুদা এথিস্ট টাইপের। মুক্তমনা আর কিছু ইসলামবিদ্বেষী সাইট থেকে ধার করা কিছু বুলি তোতা পাখির মতো আওড়ায়। বেশির ভাগ ছেলে তাঁর এই দিক সম্পর্কে অবগত থাকায় ইচ্ছাকৃত বিতর্কে জড়াতে চায় না।

একদিকে চা পান চলছে, অন্যদিকে অহন আর কিরণ গল্প শুরু করেছে— সিনেমা নিয়ে। সম্প্রতি একটি দৈনিকে শাহরুখ খান ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার রোলে একটি সিনেমা বের করবে তার খবর ছেপেছে।

অহন আবার শাহরুখ ভক্ত। সন্তুদাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু আমি। আমার এসব সিনেমা-টিনেমা একদম পছন্দের নয়। তাই আমার দৃষ্টি নদীর জলের ঢেউয়ের দিকে।

'দাদা, এক কাপ চা দিন?'

আমার দৃষ্টি আগন্তুকের দিকে পড়ল।

'আরে আহমাদ যে, কখন আসা হলো?' —আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এই ঘণ্টা খানেক হলো ভাইজান'।

আহমাদ আমার রুমমেট। আমরা সেইম ইয়ার। একই বিভাগের স্টুডেন্ট। পলিটিক্যাল সাইন্স। সপ্তাহ খানেক আগে বাড়ি গিয়েছিল, আজকে এসেছে।

'আরে ভাই! প্যান্টের কাপড়ে শর্ট পড়ে গিয়েছিল নাকি? বলতেই পারতিস কিছু টাকা ডোনেট করতাম'। — আহমাদকে লক্ষ্য করে সন্তুদা কথাগুলো বলল।

তাইতো— এ কি দেখছি আমি! আহমাদ গোড়ালির উপর পর্যন্ত প্যান্ট বানিয়েছে এবং তা পরিধান করেও এসেছে। এতক্ষণ তো আমি এদিকে খেয়াল করিনি। এই তো সেদিন, বাড়ি যাওয়ার আগেও একটা প্যান্ট বানাল, যা কিনা স্কিন টাইট এবং গোড়ালির নিচে। হঠাৎ এই পরিবর্তন!

আমি কিছু বলতে যাব ঠিক সেই মুহূর্তে আহমাদ বলে উঠল, 'আমাদের ইসলাম ধর্মে পুরুষদের পোশাক গোড়ালি বা টাখনুর উপরে পরিধান করার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। —বুঝলে সন্তুদা'।

'ইসলাম ধর্ম মানে মোহাম্মদ, তোরা যাকে আবার প্রিয় নবী বলিস। যত্তসব, সেই চৌদ্দশ বছরের পুরনো কালচার থেকে এখনো তোরা বের হয়ে আসতে পারলি না। তোরা মডার্ন হতে পারলি না। তোরা ব্যাকডেটেড থেকেই গেলি।

—তা তোদের প্রিয় নবী এ বিষয়ে কী শাস্তির ভয় দেখিয়েছে শুনি? তোরা তো আবার জাহান্নাম নামক কাল্পনিক সৃষ্টির ভয়ে সব কিছু করিস'।—এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে সন্তুদা দম নিল।

আহমাদ বলল, 'হাদীছে আছে, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, টাখনুর নিচে কাপড়ের যে অংশটুকু থাকবে তা জাহান্নামে যাবে।[১] এছাড়াও আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্রও করবেন না; তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি; যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করে।[২] এজন্য ইসলাম ধর্মে পুরুষদের পোশাক টাখনুর নিচে পরিধান করা হারাম।[৩] এটি কাবীরা গুনাহ'।[৪]

আমি চুপ করে শুনছি আহমাদের কথা। যে আহমাদ এই ক'দিন আগেও সিনেমা, গান আর তাস দিয়ে রাত্রি পার করত; বলে বলে তাকে শুক্রবার জুমআর ছালাত পড়তে নিয়ে যেতে পারিনি, আজ সে ছেলের মুখে প্রিয় নবী ﷺ-এর কথা। ভাবতে জাস্ট অবাক লাগছে!

সন্তুদা বলল, 'অ্যাজ এক্সপেক্টেড! যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। জাহান্নামের ভয় থাকবেই। —তা তোরা তো আবার তোদের ধর্মকে বিজ্ঞানময় ও যৌক্তিক বলে দাবি করিস। তা বাছা! গোড়ালির উপর প্যান্ট পরিধানে কোনো যুক্তি ও বিজ্ঞান আছে শুনি?'

আহমাদ বলল, 'সন্তুদা— তোমাদের মতো তথাকথিত নাস্তিকদের সবচেয়ে বড় দোষ কী জানো? তোমরা ধর্মের বিষয়ে সব সময় যুক্তি আর বিজ্ঞান জানতে চাও। অথচ নিজেরা যে সব কাজ করে থাক, তখন তার যুক্তি আর বিজ্ঞান তালাশ কর না। এটা কিন্তু তোমাদের ডাবল স্ট্যান্ডবাজি!'

'এটা আবার কেমন কথা হলো। কোথায় আমরা ডাবল স্ট্যান্ডবাজি করলাম?' —সন্তুদা বলল।

'আচ্ছা সন্তুদা, আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কেন টাখনুর নিচে প্যান্ট পরিধান কর, তখন তুমি কী বলবে? আবার যদি বলি, এর মধ্যে কোনো যুক্তি ও বিজ্ঞান আছে, তখন কী জবাব দেবে?'

* এম. এ. (বাংলা), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭৮৭।

২. নাসাঈ, হা/২৫৬৪, হাদীছ ছহীহ।

৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), পৃ. ২৬৫।

৪. আব্দুল্লাহিল হাদী, একশত কাবীরা গুনাহ (প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ), পৃ. ৯।

কাউন্টার প্রশ্ন শুনে সন্তুদা কিছুটা থতমত খেয়ে গেল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'এ ধরনের পোশাক পরিধান করে আমরা কমফর্টেবল ফিল করি। আমাদের স্মার্ট দেখায়। আমাদের মডার্ন মনে হয়'।

আহমাদ বলল, 'আমি যদি বলি আমরা মুসলিমরা টাখনুর উপরে পোশাক পরিধান করে কমফর্টেবল ফিল করি। আমাদের নিজেদের স্মার্ট দেখায়। আর আমাদের মডার্ন মনে হয়; তার সঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশ পালন করতে পারছি ভেবে নিজেরা গর্বিত হই, তখন...'

সন্তুদা কী বলবে ভাবছে...

আহমাদ পুনরায় বলতে শুরু করল, 'বুঝলে সন্তুদা! তুমি তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে বলছ তোমাকে স্মার্ট ও মডার্ন মনে হচ্ছে। আর আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি আমাকেও স্মার্ট ও মডার্ন মনে হচ্ছে। তুমি প্রগতির স্রোতে গা ভাসিয়েছ তাই আমাদের ধর্মের সমস্ত বিধান তোমার কাছে অযৌক্তিক, আনস্মার্ট এবং ব্যাকডেটেড মনে হচ্ছে।

—কিন্তু কী জানো সন্তুদা! আজকে আমার টাখনুর উপরে প্যান্ট পরা দেখে ধর্মের গন্ধ পেয়ে তুমি আমার কাছে যুক্তি ও বিজ্ঞান জানতে চাচ্ছ? কিন্তু কোনোদিন কী নিজেকে বা মেসের সুরুজ, রাজু, হাসান অথবা অঙ্কিত দা, রাহুল দা এদের কাছে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট বা হাফ প্যান্ট পড়ার জন্য যুক্তি বা বিজ্ঞান খোঁজ করেছ?

—না। খোঁজ করনি।

—এমন প্রশ্ন মাথার মধ্যে উদয়ও হয়নি। কিন্তু আমি শুধু টাখনুর উপরে প্যান্ট পরিধান করেছি, যা একটি মাছিরও কোনো ক্ষতি করবে না এবং এটা ধর্মের বিধান বলেই তোমার মাথার মধ্যে এই ধরনের প্রশ্ন এসেছে। জানতে চেয়েছ যুক্তি আর বিজ্ঞান।

—আর হ্যাঁ! আমরা শুধু জাহান্নামের ভয়ে এই বিধান পালন করছি, তা কিন্তু নয়। জাহান্নামকে তো ভয় করি— কেননা তা সত্য। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিজেদের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসি। আর এটিই আমাদের ঈমান যে, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন। এটা শুধু আমাদের দৃষ্টিতেই নয়— বিখ্যাত দার্শনিক থমাস কার্লাইল, ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ. হার্ট সহ একগুচ্ছ মনীষী তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর ওপর পুস্তক রচনা করেছেন। সেই মহামানব নিজে গোড়ালির উপরে পোশাক পরিধান করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের পরিধান করতে বলেছেন। তারই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আমাদের গোড়ালির উপরে প্যান্ট পরিধান'।

'তার মানে আলটিমেটলি তোরা মোহাম্মদের অন্ধ অনুসরণ করিস? ব্লাইন্ড ফলোয়ার?' —সন্তুদা বলল।

আহমাদ স্মিত হাসি হেসে বলল, 'হানি সিংয়ের মতো চুল কাটালে তোমরা তাকে বলো স্টাইল। রঙিন পর্দার অভিনেতাদের অন্ধ অনুকরণে পোশাক-আশাক, হেয়ার স্টাইল, কথাবার্তা ও চালচলন হলে সেটি হয় তোমাদের কাছে ফ্যাশন। তখন তোমরা মুখে কুলুপ এঁটে থাক।

—আর আমরা নবীজী ﷺ-এর অনুসরণ করলে, তোমরা কটাক্ষ কর অন্ধভক্ত বলে। এই ডাবল স্ট্যান্ডবাজি আর কতদিন?'

নিকটবর্তী একটি মসজিদ থেকে মাগরিবের আযান কানে আসছে, 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ'।

'চলি সন্তুদা'। —আহমাদ বলল।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল আহমাদ। বলতে চাইল— চল ভাই।

আমরা দুজনে হেঁটে যাচ্ছি মসজিদ অভিমুখে। মাগরিবের ছালাত আদায় করতে।

রাস্তায় যেতে যেতে আহমাদকে শুধালাম, 'আচ্ছা, পুরুষরা পোশাক টাখনুর উপরে পরিধান করলে তাতে সত্যিই কী কোনো বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নেই?'

উত্তরে আহমাদ জানাল, 'মুসলিমরা আজ বিজ্ঞানফোবিয়ায় ভোগে। কুরআনের কোনো একটা আয়াত বিজ্ঞানবিরোধী মনে হলে সেটা নিয়ে টেনশনে পড়ে যায়। হীনম্মন্যতায় ভোগে। আবার কুরআনের কোনো আয়াত বিজ্ঞানের সাথে মিলে গেলে ১৪০০ বছর আগে কুরআন জানিয়েছে বলে বুকটা কয়েক ইঞ্চি ফুলিয়ে তুলে। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বা তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়ার জন্য এগুলো একটা অস্থায়ী সমাধান হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী সমাধান কখনই নয়। স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রথমত আমাদেরকে বিজ্ঞানফোবিয়া থেকে বের হয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞান আহামরি কিছু নয়। আমরা জানি, মানুষের বিবেক সীমিত। মানুষ যেমন অতীতের সব ঘটনা জানে না; তেমনি আগামীকাল কী হবে তাও জানে না। কিছুক্ষণ পর কী করবে তাও জানে না। তেমনি বিজ্ঞানও জানে না। বিজ্ঞানের জ্ঞানও সীমিত। বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক কোনোদিন বলতে পারবে না মানুষ কখন কোথায় কীভাবে মারা যাবে। কেননা বিজ্ঞান অলৌকিক কিছু নয়। মানুষের গবেষণা মাত্র। বিজ্ঞান আসমান থেকে পড়া কোনো অমীয় বাণী নয়। বিজ্ঞানকে মানুষ জন্ম দিয়েছে। অক্ষম ও অজ্ঞ মানুষ কীভাবে সবজান্তা বিজ্ঞানের জন্ম দিতে পারে? মানুষ মাত্রই ভুল করে সেহেতু স্বভাবজাত ভাবেই মানুষের আবিষ্কৃত বিজ্ঞানও ভুল করবে। হয়েছেও তাই। সকাল-সন্ধ্যায় বিজ্ঞান তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। অতএব একথা দিনের আলোর ন্যায় সত্য যে, বিজ্ঞান ও মানুষের বিবেক কোনোটাই অকাট্য সত্যের প্রমাণ বহন করে না। সুতারাং বিজ্ঞান ও যুক্তি নিয়ে লাফালাফি বোকামি বৈ কিছু নয়'।[৫]

আহমাদের কথা শুনতে শুনতে কখন যে মসজিদের গেটে চলে এসেছি বুঝতেই পারিনি। আর একটা বিষয় জানার ছিল পুরুষের পোশাক টাখনুর উপরে পরিধান নিয়ে। অন্য সময় জানা যাবে ইনশাআল্লাহ। এখন মাগরিবের ছালাতের জন্য ওযূ করতে হবে।

৫. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য (নিবরাস প্রকাশনী), পৃ. ৮৮।

রাবী পরিচিতি-৭ : আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জুদ‘আন রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : আলী ইবনু যায়েদ ইবনে জুদ‘আন রাহিমাহুল্লাহ একজন প্রসিদ্ধ রাবী। তার অনেকগুলো হাদীছ ও রেওয়ায়াত বিভিন্ন গ্রন্থের একাধিক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তিনি যঈফ রাবী নাকি ছিক্বাহ রাবী তা নিয়ে রয়েছে ব্যাপক বিতর্ক। আমরা আমাদের আলোচ্য নিবন্ধে প্রমাণ করব তার ব্যাপারে সঠিক অবস্থান।

নাম : তিনি হলেন আলী ইবনু যায়েদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ মুলায়কা যুহাইর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুদ‘আন আত-তায়মী, আবুল হাসান আল-বাছরী। তিনি একজন অন্ধ ফক্বীহ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিক্বাহ এবং শক্তিশালী রাবী ছিলেন না।[১]

উস্তাযগণ : তিনি অসংখ্য উস্তায থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তন্মধ্যে আনাস ইবনু মালেক, উছমান নাহদী, সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব এবং তাবেঈদের একটি জামাআত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রগণ : তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের কতিপয় হলেন ক্বতাদা, ইবনু আউন, উবায়দুল্লাহ ইবনু উমার, সুফিয়ান ছাওরী, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা, হাম্মাদ ইবনু সুলায়মান, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, শু‘বাহ, ইবনু আবী আরূবাহসহ আরও অনেকেই।[২]

হাদীছের রাবী হিসেবে ইমামদের দৃষ্টিতে তার অবস্থান : ফিক্বহে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করলেও হাদীছের রাবী হিসেবে ছিলেন যথেষ্ট দুর্বল। এ ব্যাপারে ইমামদের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলো—

অভিমত—১ : ইমাম শাওক্বানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, فِي عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ ‘আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জুদ‘আনের ব্যাপারে সমালোচনাগুলো প্রসিদ্ধ’।[৩] অন্যত্র তিনি তাকে যঈফ বলেছেন।[৪]

অভিমত—২ : ইমাম নাসাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ ‘আলী ইবনু যায়েদ একজন যঈফ রাবী’।[৫]

অভিমত—৩ : হানাফী ইমাম আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী রাহিমাহুল্লাহ তার যঈফ রাবী হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন।[৬]

অভিমত—৪ : ইমাম দারাকুত্বনী রাহিমাহুল্লাহ তাকে বিতর্কিত রাবী বলেছেন।[৭]

অভিমত—৫ : ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুল্লাহ ‘তিনি শক্তিশালী রাবী নন’ বলেছেন।[৮]

অভিমত—৬ : ইমাম ইবনু ক্বাছীর রাহিমাহুল্লাহ তাকে যঈফ বলেছেন।[৯] এছাড়াও হাফেয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ,[১০] ইমাম ইবনু সা‘দ রাহিমাহুল্লাহ,[১১] ইমাম ইজলী রাহিমাহুল্লাহ[১২] প্রমুখ বিদ্বানগণ তাকে যঈফ ও সমালোচিত রাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে চমৎকার বলেছেন,

كَانَ شَيخا جَلِيلًا وَكَانَ يهم فِي الْأَخْبَار ويخطء فِي الْآثَار حَتَّى كثر ذَلِك فِي أخباره وَتبين فِيهَا الْمَنَاكِير الَّتِي يَرْوِيهَا عَن الْمَشَاهِير فَاسْتحقَّ ترك الِاحْتِجَاج بِهِ.

‘তিনি একজন জালীলুল ক্বদর শায়েখ ছিলেন। তিনি ইতিহাস বর্ণনায় ভ্রমে পতিত হতেন। হাদীছ বর্ণনায় ভুল করতেন। এভাবে তিনি ইতিহাস বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে ভুল করতে লাগলেন। আর তিনি প্রসিদ্ধ রাবীদের থেকে যে সকল বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোর মুনকার হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেল। ফলে তার দ্বারা দলীল পেশ করা বর্জিত হয়ে গেল’।[১৩]

আলী ইবনু যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ-এর হাদীছ : তিনি বেশ কিছু ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তার যঈফ হাদীছের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। নিচে একটি যঈফ হাদীছ নমুনা হিসেবে প্রদত্ত হলো।—

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.

‘আমদানী পণ্য সরবরাহকারী ব্যবসায়ী রিযিক্বপ্রাপ্ত হয় এবং মজুতদার অভিশপ্ত হয়’।[১৪]

তাহক্বীক্ব : শায়েখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ যঈফ বলেছেন।[১৫]

মৃত্যু : তিনি ১২৯ হিজরীতে মারা গিয়েছেন।[১৬] আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন। আমীন।

উপসংহার : উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, প্রসিদ্ধ রাবী আলী ইবনু যায়েদ ইবনে জুদ‘আন রাহিমাহুল্লাহ একজন যঈফ রাবী ছিলেন। সুতরাং তার বর্ণনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

---

১. তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৩২২।
২. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, রাবী নং ৪২৮।
৩. ফাতহুল ক্বাদীর, ৪/৭৭।
৪. ফাতহুল ক্বাদীর, ৪/৪৬৭।
৫. নাসাঈ, হা/৩৮৫০।
৬. আল-জাওহারুন নাকী, ১/৫৩।
৭. আল-ই‘লালুল ওয়ারিদাহ, ৪/১৩৩।
৮. মুখতাছার খেলাফিয়্যাত, ১/১৮৬।
৯. মু‘জিযাতুন নবী ﷺ, পৃ. ২৪৯।
১০. তারীখুল ইসলাম, ১/৫০১।
১১. তাবাক্বাত ইবনু সা‘দ, রাবী নং ৩১৯৫।
১২. আছ-ছিক্বাত, রাবী নং ১১৮৬।
১৩. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন, রাবী নং ৬৭৩।
১৪. ইবনু মাজাহ, হা/২১৫৩।
১৫. তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/২৮৯৩; যঈফ তারগীব, হা/১১০১।
১৬. তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৩২২।

বৃদ্ধাশ্রম থেকে ঘুরে আসা

-সাঈদুর রহমান*

কোনো এক পাতাঝরা বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে আমার বাসার পাশে অবস্থিত একটি বৃদ্ধাশ্রমে যাই। নিরিবিলি পরিবেশ; ভেতরটা বেশ পরিচ্ছন্ন। নানান রকম গাছপালা সমৃদ্ধ ছোট বাগান। হরেক রকম ফুল ফুটেছে বাগানের গাছে গাছে। আমার মনটা রীতিমতো বেশ পুলক অনুভব করছে। ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধ পবন ছুঁয়ে দিচ্ছে গা-গতর। কোলাহলময়, ঝঞ্ঝাটমুখর এই শহরে এমন নিরিবিলি একটা জায়গা থাকা কম কী?

অন্তরে শিহরণ জাগানিয়ার মতো একটি স্থান। বৃদ্ধাশ্রমের কক্ষগুলো মোটামুটি বড়োসড়ো। আমার মা'র বয়সী এক মহিলা করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। কী যেন মনে করে আমি তার পাশে বসে পড়লাম। এরই মাঝে পরিচয়পর্ব শেষ করে ফেললাম। মহিলাকে আমি তার সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তার এখানে আসার কারণও জিজ্ঞেস করলাম।

আমার এই আচানক প্রশ্নে তিনি খানিকটা বিব্রতবোধ করলেন। একটু নড়েচড়ে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এ নিঃশ্বাসে আনন্দের ছাপ ছিল না; ছিল একরাশ বিষণ্ণতা ও অপ্রাপ্তির রেখা। বিষয়টা ঠাহর করতে আমার বেগ পেতে হয়নি। উৎসুক ভঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা আপনি এখানে কেন? আর আপনার সন্তানরা কোথায়? তারা কি বেঁচে নেই? আমার আকস্মিক দু'তিনটা প্রশ্নে মহিলাটা হকচকিয়ে গেলেন। তার ফর্সা উজ্জ্বল চেহারাটা হঠাৎ পাংশুটে বর্ণ ধারণ করল।

আমার কাছে তার জীবনের উপাখ্যান লুকানোর মানসে বলেন, জানো বাবু, আমার চারটা ছেলে ও দুটো মেয়ে আছে। সবাই তোমার মতো বড়। রীতিমতো আমাকে সমানতালে ভালোবাসে। চোখের আড়াল হতে দেয় না। আমার চার ছেলে; চারজনেরই আটতলা ভবন আছে। মেয়েরা থাকে দূর প্রবাসে। এই বড় বড় আকাশচুম্বী বিল্ডিং আমার ভালো লাগে না। নিজেকে বন্দী বন্দী মনে হয়, নিঃশ্বাস নিতে যথারীতি কষ্ট উপলব্ধি করি আমি। তাই নিজ থেকেই এই নীরব স্থানে চলে এসেছি। এখন আমি বেশ ভালো আছি, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। নাতি-পুতিরা আমাকে বিরক্ত করে না। এখানের কর্মীরা নিয়মিত খাবার-দাবার দিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে আমার মনটা বড়ই ফুরফুরে। বৃদ্ধ বয়সে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী?

মহিলা কথাগুলো বলছিল হাসিমুখে। কিন্তু তার চেহারা লুকোবে কোথায়? দয়াময় আল্লাহ মানুষের চেহারাকে আয়না যায়। কারো মনে যদি অশান্তির বায়ু প্রবাহিত হয়; কিন্তু লোকচক্ষুর আড়াল করতে চায় সে। তার এই ব্যর্থ চেষ্টা সফলতার মুখ দেখে না কভু।

মহিলার চোখজোড়া থেকে শ্রাবণের ধারা বর্ষণ হচ্ছিল। গুঙ্গিয়ে কেঁদে উঠল কয়েকবার। অঝোর কান্নার দরুন ভেংচি কাটছিল বারবার। আমি বললাম, মা আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। আমি আপনার 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' দিলাম।

আপনি মিথ্যা বলছেন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলুন। আপনার চোখ বলছে আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনার ব্যথায় আমার হৃদয় ব্যথা অনুভব করছে, পেছন থেকে আচানক কে জানি টুঁটি চেপে ধরেছে, নিঃশ্বাস এখনই বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বলুন না, আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া সেই না বলা উপাখ্যান। অশ্রুতে আমার চোখ ছলছল করছে। এই বুঝি এক ফোঁটা তপ্তাশ্রু গণ্ডদেশ পেরিয়ে বুকে মাখামাখি করে। আমার দরদমাখা আবদার তিনি রাখলেন। বললেন, বাবা তোমাকে আমার এই করুণ পরিণতির ঘটনা শোনাচ্ছি, সেখান থেকে উপদেশের পাথেয় সংগ্রহ করার মানসে। উত্তর প্রজন্ম যেন ভুলেও আমি যে পথে পা বাড়িয়েছি, তারা যেন সে পথে পা না বাড়ায়, এমন দুঃসাহস যেন কখনো না দেখায়। তারা যেন এই হৃদয় নিংড়ানো ইতিহাস থেকে আধার গ্রহণ করে।

আমার চার ছেলে ও দুই মেয়েকে শরীরের রক্ত পানি করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছি। তাদের যেন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে না হয়, সেজন্য যোগ্য করে গড়ে তুলেছি। আমার একটা জায়গায় খানিকটা ভুল হয়েছিল, যার মাশুল আমাকে এখন এই বৃদ্ধ বয়সে কড়ায় গণ্ডায় দিতে হচ্ছে।

আমি তাদেরকে শুধু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছি। ধর্ম-কর্মের ন্যূনতম জ্ঞান তাদেরকে শিখাইনি। আমাদের বাড়ির পাশ ঘেঁষে এক পড়শির বাড়ি ছিল। ওই পড়শিও তার ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন; কিন্তু আমার মাঝে ও তার মাঝে তফাত হলো তিনি তার ছেলেকে পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছেন। আমি প্রায়ই দেখতাম ফজরের পরে এক হুজুর তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। বিষয়টা আমার নজর কাড়ে। খোঁজখবর নেওয়ার পর জানতে পারলাম এই হুজুর নাকি তার ছেলেকে কুরআন শেখান, ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা দেন, তুলে ধরেন নবী চরিতের গল্পের পাতা। এই বিষয়টি আমার কাছে মোটাদাগে গুরুত্ব পায়নি। বিষয়টি এমন নয় যে, আমি ধর্ম পালনে অনীহা প্রকাশ করেছিলাম। আমার অবচেতন মন আমাকে ধোঁকায় ফেলেছিল। আমি আমার সন্তানদের শুধু একমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছি। ধর্মীয় রীতিনীতি শিষ্টাচার তাদের শিক্ষা দেইনি। আমার সেই পড়শি আজ নাতি-পুতিদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদে আছে। তার দিনগুলো কাটছে এক আনন্দঘন পরিবেশে। নাতি-নাতনিদের সাথে

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

দাবাদাবি, ছুটাছুটি, খুনশসুটি আরো কত কী করে তার দিনগুলো পার হচ্ছে! আর আমার পরিণতি হয়েছে এক নির্জন কুটিরে। আমার সন্তানদের এই বিশাল আটতলা ভবনের কোনো একটি কক্ষ আমার ভাগ্যে জুটল না। তাদের গগণচুম্বী প্রাসাদ আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা যদি আমাকে বারান্দায় থাকতে দিত, আমি মুখ বুজে মেনে নিতাম।

তিনি বলছিলেন, আমার মেয়েরা কানাডায় স্বামীর সাথে থাকে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেয়। তিনি কথা বলছেন আর দীর্ঘ শ্বাস নিচ্ছেন, তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তথাপি অবলীলায় তিনি বলে যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধ মহিলাটি কথা সমাপান্তে বললেন, 'বাবা তোমাকে একটা অনুরোধ করব, তুমি যদি রাখতে'।

আদতে মহিলাটি ভদ্র ছিলেন। তার কথাবার্তা থেকে আঁচ করতে পেরেছিলাম। কথাগুলো যথেষ্ট সাজানো-গুছানো ছিল। আমি বললাম, 'বলুন আপনি'।

তিনি বলেন, 'এই চিঠি চারটি আমার চার ছেলের কাছে একটু কষ্ট করে পৌঁছে দিবে'। আমি বললাম, 'ঠিক আছে। তবে আপনি অনুমতি দিলে আমি চিঠিগুলো খুলে একটু পরখ করতে চাই'। মহিলাটি মানা করলেন না আমাকে, মাথা নেড়ে সায় দিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল।

'প্রিয় বৎস! আশা করি মহান রবের কৃপায় যথেষ্ট ভালো আছো। আমাকেও আল্লাহ তোমাদের থেকে বহুদূরে ভালো রেখেছেন। জীবন থেকে দুটো বসন্ত গত হলো। আমাকে দূর থেকে এক পলক দেখার মতো তোমাদের ফুরসত মিলল না। আজ বয়সের ভারে আমার চেহারা সজিবতা হারিয়ে ফেলেছে, দেহাবয়ব ক্ষীণকায় জীর্ণশীর্ণ, দেখতে বিদঘুটে লাগে।

তোমাদের মনে আছে কি না জানি না। তোমরা যখন খুব ছোট্ট ছিলে, এমনও দিন গত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে 'আম্মু আম্মু' রব তুলে আমাকে চুমু খেতে। আমিও যথারীতি পুলক অনুভব করতাম। হুড়োহুড়ি ছুটোছুটিতে সারা ঘর মাতিয়ে তুলতে। একটি বারের জন্যও আমি বিরক্ত অনুভব করতাম না। তোমাদের ছ'ভাইবোনকে আমি একাই আগলে রাখতে পেরেছি; কিন্তু তোমরা আমি একা মানুষকে রাখতে পারলে না?

প্রশ্নবাণে আমাকে ভাসিয়ে দিতে। আমি কিন্তু বহতা নদীর ন্যায় শান্তজলে ভাসতাম। মুচকি হাসি দিয়ে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তোমাদের সামনে মেলে ধরতাম। এখন আমি একটু বেশি প্রশ্ন করি বিধায় আমাকে দূরে ঠেলে দিলে, আমি একটু বেশি কথা বলি বিধায় আমাকে অন্ধকারে রেখে দিলে? আমি কিন্তু তোমাদের কখনো দূরে ঠেলে দেইনি। এখন পর্যন্ত তোমরা আমার হৃদয়ের গহীনে।

তোমাদের প্রসবের দিন কেমন যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে আমার, তা বলে বোঝানোর মতো পৃথিবীর অভিধানে কোনো শব্দ নেই। সাদা কাগজের বুকে লিখে উপলব্ধি করানো সম্ভব নয়। তথাপি তোমাদের দুরন্তপনায় আমি সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ছোট্ট একটি উদরে তোমরা ভাইবোনরা ছিলে, আমার জীর্ণ বুক তোমাদের আগলে রেখেছিল শীত-গ্রীষ্মে। আমার আঁচল ছিল তোমাদের রক্ষাকবচ। বিড়ালের ভেংচি বা কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' শব্দে যখন ভয় পেয়ে দৌড়ে আমার কোলে আসতে, তখন আমি কত অভয় বাণী শুনাতাম তোমাদের। 'ওলে আমার সোনা মানিক, কাঁদে না। এই তো আমি, তোমার কিছু হবে না'। রাতে যখন নির্ঘুম চেয়ে থাকতে, তখন আমি ঘুমপাড়ানির গান শুনিয়ে তোমাদের চোখের রাজ্যে ঘুম নিয়ে আসতাম।

আমার ছোট্ট উদরে তোমাদের ঠিকই জায়গা হয়েছে; কিন্তু তোমাদের গগণচুম্বী প্রাসাদে আমার ঠাঁই হলো না। মাঝে মধ্যে রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়; কেউ নেই এক গ্লাস পানি দেওয়ার মতো নেই। মাথায় মাঝেমধ্যে চিনচিনিয়ে ব্যথা করে, একটু তেল মালিশ করার মতো কেউ নেই!

তোমাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ অনুযোগ নেই। সবকিছু ভুলে থাকতে আমি খুব চেষ্টা করছি। তোমরা সুখে থাকো। হ্যাঁ, অনেক সুখে রাখুন অসীম দয়ালু আল্লাহ। এটাই আমি কায়মনোবাক্যে রবের কাছে ফরিয়াদ জানাই। পরিশেষে শুধু একটা কথা বলব, তোমাদের সন্তানদের কিন্তু একটু দ্বীনী শিক্ষা দিও। আমি চাই না আমার পরিণতি তোমরা বরণ করো।

ইতি: হতভাগিনি তোমাদের মা।'

চিঠিটা পড়ে আমি চোখে অশ্রু ধরে রাখতে পারিনি। আমি না বলতেই টপ করে ঝরে গেল। চোখের বালির বাঁধ ভেঙে অশ্রুবাণ তলিয়ে দিল সারি সারি দাঁড়ানো চোখের পাপড়িগুলোকে চিঠির ভাব কত সুন্দর, আবেগময়! একটা অভিযোগ বা বদদুআর রেশ নেই। আদতে পৃথিবীতে মা-রা এমনই হয়ে থাকেন, যারা গোটা জীবন নিঃস্বার্থভাবে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো সন্তানদের পেছনে বিলি করেন।

যে সন্তানরা তার মার সাথে এমন অমানবিক আচরণ করতে পারে মহান রব তাদের সাথে কীভাবে কথা বলবেন?

বর্তমানে বলতে গেলে প্রতিটি পরিবারে পিতা-মাতা অবহেলিত। হরহামেশা তাদের ধমক দেওয়া হয়। চোখ রাঙিয়ে কথা বলা হয়। তারা শুধু টলমল নয়নে তাকিয়ে থাকেন, চোখ বুজে সয়ে যান।

অনেক অথর্ব সন্তান তো নিজ কাপড়চোপড় মাকে দিয়ে ধৌত করায়; এমনকি স্ত্রীর কাপড়ও! রাসূল ﷺ-এর কথা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি ক্বিয়ামতের আলামত হিসেবে বলেছিলেন, إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا 'যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে'।[১] অর্থাৎ দাসীর সাথে মনিব যেমন আচরণ করে, এমন আচরণ করবে নিজ সন্তান।

আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মা-বাবার খিদমত করে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভের তাওফীক্ব দাও।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৭৭৭।

প্রভুর যিকির শান্ত করে

-মাহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনাখিলা, শেরপুর।

অনেক সময় পাই না ভেবে কী যে এখন করি,
উতালপাতাল গন্তব্যহীন চলছে আমার তরি।
বুঝি যখন শয়তানেরা ধরছে আমার পিছু,
মুক্তি পেতে নিই তখন আমার রবের পিছু।
শান্তি মিলে কঠিন দিলে ছালাত পড়ে নিলে,
আত্মা তখন কেমন যেন প্রভুর সনে মিলে।
সুখের হাওয়া বইতে থাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে,
সাড়া প্রভু দিতে থাকে বিনয় করুণ ডাকে।
নরম ঘাসে আলতো পায়ে করি হাঁটাহাঁটি,
জীবন তখন কেমন জানি লাগে পরিপাটি।
প্রভুর যিকির শান্ত করে উতাল হাওয়া এলে,
লুটাই যদি ইবাদতে অকেজো কাজ ফেলে।

ইখলাছ

-আব্দুল্লাহ আল-আসিফ
ছানাবিয়্যাহ ১ম বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

বলো, আল্লাহ একক
তিনি মুখাপেক্ষী নন।
জন্ম নেননি করো থেকে
তিনি দেননি প্রজনন।
কে আছে গো তাঁহার সমান
তুলনা নাই তাঁর,
কেউ হবে না তাঁহার সম
ক্ষমতার আধার।

চিরকৃতজ্ঞ

-সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ
মাহাদ ২য় বর্ষ (বালিকা শাখা), আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

চিরকৃতজ্ঞ প্রভু আমি তোমারি দানে,
জীবন আমার তৃপ্তিময় তোমার রহমে।
সর্বশ্রেষ্ঠ জীবে তুমি সৃষ্টি করলে মোরে,
শুকরিয়া তোমার দাওনি মোরে অমুসলিমের ঘরে।
মুসলিম তুমি করেছ মোরে কত্ত বড় নেয়ামত,
তাহা না হইলে পরে হারাইতাম আমি জান্নাত।
ভাবতে মন ডুকরে কাঁদে, শিউরে ওঠে লোম,
পথচলা মোর সহজ করলে, দিয়ে স্বীয় রহম।
কৃতজ্ঞ আমি দাওনি মোরে, এমন মুসলিমের ঘরে,
রাসূলের আদর্শ ছেড়ে যারা অন্যেরটা ধরে।
মুসলিম তুমি করলে মোরে, বুঝাইলে তার মানে,
শেষ হয় না শুকরিয়া তোমার কলমে জবানে।
চিরকৃতজ্ঞ প্রভু আমি ফিরি তোমার দিকে,
জীবন আমার গড়ছো তুমি জান্নাতী এক সুখে।

নিজেই ভালো বুঝে

-মো. শফিউর রহমান
সহকারী শিক্ষক, পাঁচগাছিয়া সর. প্রাথ. বিদ্যালয়,
কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন
আমি অনেক ভালো,
বাস্তবে তো ভেতর আমার
হতেও পারে কালো!
কারণ ছাড়াই খারাপ ভাবেন-
করি না তো আশা,
ভালো বলেই হয়তোবা পাই
নিবিড় ভালোবাসা!
আপনি-আমি ভাবি যতই
কারো খারাপ-ভালো,
আসলেই তার ভালো-খারাপ
কে আর জানে ভালো?
নিজের ভালো দেখে সবাই,
পরের খারাপ খুঁজে,
নিজের নিজের ভালো-খারাপ
নিজেই ভালো বুঝে!!!

বিস্ময় ঋতুরাণী

-মৃধা মুহাম্মাদ আমিনুল
ফাযিল (ডিগ্রি) ১ম বর্ষ, ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা,
আমতলী, বরগুনা।

ঋতুরাণী শরৎ-এর আগমন,
কৃষকের মুখে যেন জয়গান।
চারদিকে জলে ভরা থইথই,
ব্যাঙের খেলা চলে হইচই।
নীল আকাশে মেঘের ভেলা,
খোকা-খুকিরা করছে খেলা।
কাশফুলে ফুটেছে সৌন্দর্য,
কিষাণী করে নবান্নের কার্য।
ফুলে-ফলে ভরা রয় এ ঋতু,
মন খারাপের নাই যে হেতু।
শরৎ এক বিস্ময়, সে যে ঋতুরাণী
ষড়ঋতুর ধারক বঙ্গ আমার জন্মভূমি।

বাংলাদেশ সংবাদ

২০২১ সালে দেশে ঘুষের পরিমাণ ১০৮৩০ কোটি টাকা

২০২১ সালে দেশের সেবা খাতে জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। যা ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৫ দশমিক ৯ শতাংশ। এই ঘুষের পরিমাণ বাংলাদেশে জিডিপির শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB) দেশের আটটি বিভাগকে ১৬টি স্তরে বিভাজন করে জনসংখ্যার আনুপাতিক ক্রমে শহর-গ্রামসহ মোট ১৩২০টি খানার ওপর জরিপ করে এই হিসাব দিয়েছে। জরিপে উঠে আসা দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে ঘুষ, জোরপূর্বক অর্থ আদায়, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি, সময়ক্ষেপণসহ বিভিন্ন হয়রানি। খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা থাকলে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার প্রবণতা বেশি। ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সীরা কম দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন ৫৬ থেকে ৬৫ বছর বয়সীরা। টিআইবি জানায়, সেবা খাতে দুর্নীতি-২০২১ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০২১ সালে ১৭টি খাত বিবেচনায় সার্বিকভাবে ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত সাতটি খাত হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৪%), পাসপোর্ট (৭০.৫%), বিআরটিএ (৬৮.৩%), বিচারিক সেবা (৫৬.৮%), স্বাস্থ্যসেবা (৪৮.৭%), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৪৬.৬%) এবং ভূমি সেবা (৪৬.৩%)। ২০২১ সালে সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৪০ দশমিক ১ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘুষ গ্রহণকারী তিনটি খাত হচ্ছে পাসপোর্ট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিআরটিএ। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ঘুষদাতা খানার ৭২.১% ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' এ কথা বলেছে, অর্থাৎ ঘুষ আদায়ের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে। ২০২১ সালে সার্বিকভাবে খানাপ্রতি গড়ে ৬৬৩৬ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ঘুষ আদায়ের তিনটি খাত হলো বীমা, বিচারিক ও গ্যাস সেবা। জনপ্রতি ঘুষ দেওয়ার পরিমাণ ৬৭১ টাকা। মিথ্যা মামলায় জড়ানোর হুমকি পেয়েছেন ৫ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২০১৭ সালের তুলনায় সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

সড়কে গড় গতিতে বিশ্বে তলানিতে বাংলাদেশ

সড়কে গড় গতির হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৬২টি দেশের মধ্যে মাত্র তিনটি দেশের ওপরে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই চিত্র। গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোর মধ্যে সড়কপথে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় গড় সময় নির্ণয় করেন আইএমএফের কর্মীরা। এক্ষেত্রে যেসব শহরের দূরত্ব ন্যূনতম ৮০ কিলোমিটার কেবল সেগুলোই হিসেবে নেওয়া হয়, তালিকায় বাদ দেওয়া হয় নগররাষ্ট্রগুলোকে। আইএমএফের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির সড়ক রয়েছে পাহাড়ি দেশ ভুটানে। তাদের গড় গতি ঘণ্টায় ৩৮ কিলোমিটার। এরপর নেপাল ও পূর্ব তিমুরের সড়কে গাড়ির গড় গতি ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার। বাংলাদেশ ও হাইতির সড়কে গড় গতি মাত্র ৪১ কিলোমিটার। দক্ষিণ এশিয়ার বাকি দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কার সড়কে গড় গতি ৫০ কিলোমিটার, আফগানিস্তানে ৫৭ কিলোমিটার, ভারতে ৫৮ কিলোমিটার ও পাকিস্তানে ৮৬ কিলোমিটার। মালদ্বীপের প্রধান শহরগুলো সড়কপথে সংযুক্ত না হওয়ায় তাদের গড় গতি হিসাব করা হয়নি। এদিকে, সড়কে গড় গতির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে পর্তুগাল, সঊদী আরব, কানাডা, স্পেন, ফ্রান্সের মতো উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো। আর ধীরগতির সড়ক দেখা গেছে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। সড়কের এই ধীর গতিই তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা বলে মনে করা হয়।

কারাবাসের বদলে পড়তে হবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত

চট্টগ্রাম নগরের বন্দর থানার এক কেজি গাঁজার মাদকের মামলায় অভিযোগ গঠনের দিন আদালতে দোষ স্বীকার করেছেন দুই আসামি। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় কারাদণ্ডের পরিবর্তে এক বছর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের ও দুইটি ইয়াতীমখানায় দুইজনকে বাংলা অনুবাদসহ দুইটি কুরআন মাজীদ দেওয়ার আদেশ দিয়ে এক বছরের প্রবেশনে মুক্তি দিয়েছেন আদালত। এ সময় দুই আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। সাধারণত এসব মামলায়

আসামিকে এক বছরের সাজা দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে আসামিদের সংশোধনের সুবিধার্থে শর্তসাপেক্ষে প্রবেশন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকার রায় দিয়েছেন আদালত।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

'ভিজিট মাই মস্ক' কর্মসূচি : অমুসলিমদের জন্য ২০০ মসজিদের দুয়ার খুলল ব্রিটেন

ব্রিটেনের প্রায় ২০০ মসজিদ অমুসলিমদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে। ইসলাম ধর্মের সাথে অমুসলিমদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। করোনার কারণে দীর্ঘ দুই বছরের বিরতির পর মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের (MCB) তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'Visit My Mosque' কর্মসূচি। শনিবার ও রবিবার ব্রিটেনের ২০০ মসজিদে এই কর্মসূচি চলবে। এই ২ দিন দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মসজিদগুলো সব ধর্মের মানুষের জন্য দরজা খোলা রাখবে। মসজিদে আসার আমন্ত্রণ জানাতে হ্যাশ ট্যাগ '#VisitMyMosque' লিখে সোশ্যাল সাইটগুলিতে প্রচার চলছে। এক ভিডিও বার্তায় এমসিবি-র মহাসচিব জারা মুহাম্মাদ সবাইকে মসজিদে আসার আমন্ত্রণ জানান। মূলত সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে প্রতিবছর এ কর্মসূচির আয়োজন করে ব্রিটেনে মুসলিমদের বৃহত্তম সংগঠন মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন। সর্বশেষ ২০১৯ সালে 'ভিজিট মাই মস্ক' ক্যাম্পেইনটি অনুষ্ঠিত হয়। সেবার মসজিদে ইসলামী প্রদর্শনী, আরবী ক্যালিগ্রাফিসহ নানা ধরনের আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডসহ বিভিন্ন স্থানের মসজিদগুলো এই দিন সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ কর্মসূচি প্রথম চালু হয়। প্রথম বছরই মুসলিম-অমুসলিম সবার মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে 'ভিজিট মাই মস্ক'। প্রথম বছর ব্রিটেনের ২০টি মসজিদ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেও বর্তমানে এ সংখ্যা বেড়ে ২০০ হয়েছে। প্রতিবছরই 'ভিজিট মাই মস্ক' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মসজিদগুলো পরিদর্শন করেন স্থানীয় নেতারা।

এশিয়াতে ৪৩ শতাংশ মানুষ সুষম আহার পায় না

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) রিপোর্ট বলছে, এশিয়া মহাদেশে ৪৩ শতাংশ মানুষ সুষম আহার পায় না। সেখানে শুধু ভারতে সুষম আহার থেকে বঞ্চিত ৭১ শতাংশ মানুষ। ভারতের ৯৭ কোটি মানুষ সুষম খাদ্য জোগাড় করতে অপরাগ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭১ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যকর খাবার জোগাড় করতে পারেন না। সম্প্রতি এমনই তথ্য দিয়েছে 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা' (FAO)। তাদের রিপোর্ট বলছে, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী ৩০৭ কোটি মানুষের সুষম খাবার জোগাড়ের সামর্থ্য ছিল না। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ৪২ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যকর খাবার থেকে বঞ্চিত। দেশের নিরিখে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা নেপালের। সে দেশের ৮৪ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যকর খাবার জোগাড় করতে অপরাগ। এর পরে রয়েছে পাকিস্তান (৮৩.৫ শতাংশ), আফ্রিকা (৮০ শতাংশ), বাংলাদেশ (৭৩.৫ শতাংশ) এবং ভারত (৭০.৫ শতাংশ)।

মুসলিম বিশ্ব

গাজায় ইসরাঈলী হামলায় নিহত প্রায় অর্ধশত

গাজা উপত্যকায় ইসরাঈলের হামলায় প্রায় ৪৭ জন নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তীনী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১৬ শিশু, ৪ নারী এবং জিহাদ গ্রুপ বা পিআইজের নেতা খালেদ মানছূর ও তাইসীর জাবারী-সহ গোষ্ঠীর আরো বেশ কয়েকজন সদস্য রয়েছেন। ইসরাঈল বলছে, ফিলিস্তীন চার শতাধিক রকেট ও মর্টার নিক্ষেপ করেছে। তাদের দাবি পিআইজের তাৎক্ষণিক হুমকির কারণে তারা এই অভিযান শুরু করেছে। ২০২১ সালের মে মাসে ১১ দিন ধরে চলা সংঘর্ষের পর এটিই ইসরাঈল এবং গাজার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর সংঘাত। ওই বছর দুই শতাধিক ফিলিস্তীনী এবং ১২ জনের মতো ইসরাঈলী নিহত হয়েছিলেন। ইসরাঈল তার এই চলমান অভিযানের নাম দিয়েছে ব্রেকিং ডন। তারা গাজায় বিমান হামলার পাশাপাশি, অধিকৃত পশ্চিম তীরে অভিযানে পিআইজের ১৯ জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। ইসরাঈলী প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ জানিয়েছে, ইসলামিক জিহাদের প্রায় ৩০টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দুটি অস্ত্রাগার এবং ছয়টি রকেট তৈরির কারখানা। ফিলিস্তীনী স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, এই হামলায় দুই শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন।

চীনে হাজার বছরের প্রাচীন কুরআন আবিষ্কার

চীনের সাংহাইয়ে হাজার বছরেরও বেশি সময়ের প্রাচীন হস্তলিখিত একটি কুরআনের প্রতিলিপির খোঁজ পাওয়া গেছে। প্রতিলিপিটি সংরক্ষিত আছে সাংহাইয়ের ছিনহুয়ার একটি মসজিদে। চীনে পাওয়া এটিই সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিলিপি। একইসাথে এটি পৃথিবীর মধ্যেও অন্যতম প্রাচীন প্রতিলিপিগুলোর একটি। পবিত্র কুরআনের এই প্রতিলিপিটি খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের। চীনের সালার সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষরা মধ্য এশিয়া থেকে দেশটিতে বসতি স্থাপন করার সময় প্রতিলিপিটি সাথে করে নিয়ে এসেছিল। সালাররা আজ থেকে অন্তত ৮০০ বছর আগে ছিনহুয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ৩০ পারার পবিত্র কুরআনের এই প্রতিলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬৭। এটি তৈরি গণ্ডারের চামড়া দিয়ে। আর প্রতিটি পারার শুরুর গিলাফ বানানো হয়েছে নীল রেশমের ব্যবহারে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

আকাশে উড়ে বিদ্যুৎ বানাবে ঘুড়ি

নরওয়ের একটি কোম্পানি এমন এক ডিজিটাল ঘুড়ি তৈরি করেছে যা বাতাসে ওড়ার সাথে সাথেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। এটি দেখতে সাদা লম্বাটে প্লেনের মতো। আছে দুটি ব্যাটারিচালিত পাখা। এই ঘুড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নাম কাইটমিল। প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র থমাস হার্কলাও জানান, বাতাস থেকে শক্তি উৎপাদনের এ পদ্ধতিকে গতানুগতিক টার্বাইনগুলোর চেয়ে আরো কার্যকর করা হবে। ঘুড়িটি ব্যাটারির সাহায্যে উড্ডয়নের পর আকাশে উড়তে থাকে। এরপর বাতাসের সাহায্যে ভেসে বেড়ায়। নাটাইয়ের মতো একটা যন্ত্রে সুতোর মতো থাকে তার। সেই তারের টানেই আকাশে উড়ে বেড়ায় ঘুড়ি। আকাশে ওড়ার পর সেই তারে টান পড়ে। ফলে চাকাটি ঘুরতে শুরু করে। সেই চাকাটি ঘুরতে ঘুরতেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। উইন্ড টার্বাইন বা বায়ুকল মূলত এমন একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্র যা বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। অনেক আগে থেকেই এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে আসছে। এতে প্রচুর পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই নতুন ঘুড়ি খুব অল্প সরঞ্জামেই বানানো যায়। জায়গা ও খরচ দুটিই কম। পরীক্ষামূলকভাবে এটি ওড়ানো হয়েছে নরওয়েতে। তাতে দেখা গেছে, ঘুড়িটি একটি বা দুটি বাড়ির জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম। তবে কোম্পানিটি আরো বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিন্তা করছে। যাতে করে একসাথে ৭০টি বাড়ির জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠানটি আশা করছে ২০৩০ সাল থেকে এ ঘুড়ির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হবে।

জামি'আহ সংবাদ

গবেষণা বিভাগের কার্যক্রমের সূচনা ও কর্মশালা

নারায়ণগঞ্জ, ২৩ আগস্ট ২০২২ : অদ্য বাদ যোহর হতে এশা পর্যন্ত 'আল-জামিআহ আস-সালাফিয়্যাহ' রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্স ফাউন্ডেশন'-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'আল-ইতিছাম গবেষণা বিভাগ'-এর দ্বিতীয় ইউনিটের কার্যক্রমের সূচনা ও নবীন গবেষকদের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার শুরুতে নিবরাস ইসলামিক রিসার্স ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ তরুণ গবেষকদের দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা পেশ করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন আব্দুল আলীম ইবনে কাউছার মাদানী, আব্দুর বারী বিন সোলায়মান, আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান, আব্দুল মুক্বীত ও 'আল-ইতিছাম'-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ। তারা গবেষণা কাজে ব্যবহৃত এমএস ওয়ার্ড, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, আল-মাকতাবাহ আশ-শামেলাহ-এর ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা দেন। কুরআন-হাদীছ ও অন্যান্য গ্রন্থের রেফারেন্স প্রদান, সুন্দর অনুবাদ করার নিয়মাবলি, প্রুফ-রিডিং এবং গ্রন্থ সম্পাদনার পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ছিলেন সাঈদুর রহমান, আতাউর রহমান, শামীম রেজা, নাছরুল্লাহ, রাশেদুল ইসলাম, আব্দুর রহমান, মোশাররফ হোসেন মাদানী প্রমুখ। অবশেষে বৈঠক শেষের দু'আ পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : আল্লাহর যেমন হাত, পা, চোখ, চেহারা আছে, তেমন আল্লাহর রূহ আছে কি? কুরআন হাদীছে এরকম কোনো বর্ণনা আছে কি?

-ইলিয়াস
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা নিজেকে নিজে এবং রাসূল ﷺ আল্লাহকে যে সকল গুণের সাথে গুণান্বিত করেছে তার বাহিরে কোনো গুণ বর্ণনা করা ও এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা নিষেধ। কেননা আল্লাহর জানানো ছাড়া মাখলুক আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর সে বিষয়ের পেছনে ছুটো না, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই' (আল-ইসরা, ১৭/৩৬)। আর মানুষকে ইমানহারা করার জন্য শয়তান এ সকল প্রশ্ন মানুষের অন্তরে ঢেলে দেয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ'সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের নিকট শয়তান এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? এটা কে সৃষ্টি করেছে? এটা কে সৃষ্টি করেছে? শেষে সে বলে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? অতএব যখন সে এ স্থানে পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চায়বে এবং এ ধরনের চিন্তা করা থেকে বিরত থাকবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৭৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪)। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ'সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মানুষরা সর্বদায় জিজ্ঞাসা করবে এবং বলবে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? এটা কে সৃষ্টি করেছে? এমনকি বলবে, আল্লাহ তো মানুষের স্রষ্টা। তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? এসময় তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪)। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ **'রূহ'** শব্দটিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, তা মূলত জিনিসগুলোর সম্মান ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলেছেন। আর সম্পৃক্ত করলেই বিষয়টি আল্লাহর সিফাত হয়ে যায় না। বরং অনেক সময় নাও হতে পারে। যেমন আল্লাহ কা'বাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, বায়তুল্লাহ **'আল্লাহর ঘর'** উঁটকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, নাক্বাতুল্লাহ **'আল্লাহর উঁট'** বান্দাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, ইবাদুর রহমান **'রহমানের বান্দা'** কিন্তু এগুলোকে তো আল্লাহর গুণাবলি বলা যাবে না। তবে তার দিকে তার কোনো নিজস্ব গুণাবলিকে সম্পৃক্ত করলে অবশ্য তা তার গুণাবলি হিসাবে গণ্য হবে। যেমন: ইয়াদুল্লাহ আল্লাহর হাত, ইলমুল্লাহ আল্লাহর প্রজ্ঞা, কালামুল্লাহ আল্লাহর কথা ইত্যাদি। তাই আল্লাহর রূহ আছে কি না? এমন প্রশ্ন না করাই উচিত।

প্রশ্ন (২) : 'মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ' এবং 'অন্তর রবের ঘর'। উক্ত বর্ণনা দুটি কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
যশোর।

উত্তর: বর্ণনাটি মিথ্যা ও উদ্ভট (কাশফুল খাফা, হা/১৮৮৬; ইমাম ছাগানী, আল-মাওযূ'আত, হা/৭০; আল-মাছনূ ফী মা'রেফাতিল হাদীছিল মাওযূ' হা/২১৭, পৃ. ১৩১)। উক্ত ভিত্তিহীন বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, আল্লাহ সব মুমিনের অন্তরে বিরাজমান। যেহেতু পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন। তাই মুমিনের অন্তরকে আল্লাহর আরশ কল্পনা করা হয়েছে। (নাঊযুবিল্লাহ) (খ) অনুরূপ দ্বিতীয় বর্ণনাটিও মিথ্যা ও বাতিল (আল-মাছনূ ফী মা'রেফাতিল হাদীছিল মাওযূ' হা/২১৭, পৃ. ১৩১)। উক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝানো হয় যে, যার অন্তর আছে তার মধ্যেই আল্লাহ আছে। সুতরাং 'যত কল্পা তত আল্লাহ' (নাঊযুবিল্লাহ)। এভাবে সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব ও উপস্থিতি সাব্যস্ত করা হয়েছে। সঠিক আক্বীদা হল, মহান আল্লাহ সপ্তম আকাশের উপরে আরশে সমুন্নত (ত্ব-হা, ৫)। তাঁর ক্ষমতা ও দৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত (ত্ব-হা ৪৬)।

প্রশ্ন (৩) : আল্লাহ সর্বপ্রথম কোন প্রাণি সৃষ্টি করেছেন?

-শামীম রেজা
শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর: সর্বপ্রথম আল্লাহ কোন প্রাণি সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। কুরআন ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় না। তবে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টি করেছেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৭০৭; কুবরা বায়হাক্বী, হা/১৭৭৬২)।

শিরক

প্রশ্ন (৪) : আবূ দাউদ [৩৮৯৩] নম্বর তাবীয সংক্রান্ত হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। কিন্তু আরো হাদীছ সরাসরী এর বিরুদ্ধে যাচ্ছে, কারণ তাবীয শিরক এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে কেন ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান বললেন? আর আসলেও এটা

আমল যোগ্য নাকি বিভ্রান্তি?

-সাব্বির আহমাদ
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর: তাবীয ব্যবহার করা শিরক। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো, সে শিরক করল’ (মুসনাদে আহমাদ, ৪/১৫৬, হা/১৭৪৫৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/৪৯২, সনদ ছহীহ)। উক্ত হাদীছে ছোট-বড়, কুরআন জানা অজানার মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। বরং ছোটদের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে হাদীছে এসেছে, রাসূল ﷺ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ পড়ে হাসান ও হুসাইনকে ফুঁক দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭১)। তাই ছোট বাচ্চারা কুরআন পড়তে পারে না, এই অসীলায় তাদের গলায় তাবীয ঝুলানো জায়েয নয়। বরং পিতা-মাতা সূরা নাস, ফালাক্ব ও উল্লিখিত দু‘আ পড়ে বাচ্চার গায়ে ফুঁক দিবে। তিরমিযীর ৩৫২৮ নম্বরে বর্ণিত হাদীছ এবং আবূ দাউদে বর্ণিত ৩৮৯৩ নম্বর হাদীছটির ‘গলায় ঝুলানো অংশটুকু ছহীহ নয়। অনেক হাদীছ বিশারদগণ ‘বাচ্চাদের গলায় তাবীয ঝুলানো’ অংশটুকুকে দূর্বল বলেছেন (সিলসিলা ছহীহা, ১/৫২৯ পৃ.; আত-তা‘লীক্ব আলা মুসনাদে আহমাদ, ১১/২৯৬ পৃ.)। সুতরাং তিরমিযীর বর্ণিত হাদীছকে হাসান গণ্য করে তাবীয ঝুলানোকে বৈধতা দেওয়া জাতিকে ধোঁকা দেওয়া বৈ কিছুই নয়।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৫) : আমাকে ওযূ করার পর পরই বা ওযূ করে ছালাত পড়ার মাঝেই বেশ কয়েকবার গ্যাস, মলবেগ আসায় বারবার ওযূ করতে হয়। ছালাতের আগেই এগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি তারপরও এরকম ঘটে। এতে করে আমার হাত-পায়ের চামড়া ক্ষয়ে যায়, অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এরকম ৩-৪ ওয়াক্তেই ঘটে। এখন কীভাবে ছালাত পড়ব আর কয়বার ওযূ করব?

-জুনাইদ
ঢাকা।

উত্তর: ছালাতের জন্য ওযূ থাকা শর্ত। তাই ওযূ অবস্থাতেই ছালাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ পবিত্রতা (ওযূ) ছাড়া ছালাত কবুল করেন না’ (ইবনু মাজাহ, হা/২৭১)। এ ছাড়াও রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যার ওযূ নেই তার ছালাত নেই’ (ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৮; আবূ দাউদ, হা/১০১)। তাই একান্ত কর্তব্য হচ্ছে ছালাতের পূর্বে সময় নিয়ে পেশাব-পায়খানা থেকে মুক্ত হওয়া। তবে যদি ক্রমাগত বায়ু বের হতেই থাকে এবং তার পেটের উপরে কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে এক ওযূ পরবর্তি ছালাত পর্যন্ত থাকবে। যদি অন্য কোন কারণে তা ভঙ্গ না হয়। যেমনটি রক্ত জনিত কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ছাড় দিয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩১; মিশকাত, হা/৫৬১, ৫৬০)। আর আল্লাহ মানুষের সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না (আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)।

ইবাদত- ছালাত

প্রশ্ন (৬) : কয়েক রাকআত না পাওয়া ব্যক্তি (মাসবূক) ইমাম সাহেব একদিকে সালাম ফিরানোর পর ছুটে যাওয়া ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে তার ছালাত হবে কি?

-গাজী কাওছার আহমাদ
কেরানিগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর: ইমাম ছালাত সমাপ্ত করার পর মাসবূক (রাকআত না পাওয়া) ব্যক্তি ছুটে যাওয়া ছালাত আদায় করবে। কেননা ছালাত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে ইমামের অনুসরণে থাকে। তাই তো মাসবুকের ছুটে যাওয়া রাক‘আতে ইমামের ভুল হলেও তাকে সাহু সিজদা দিতে হয়। আর অধিকাংশ হাদীছ দ্বারা যা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ দুই সালামের মাধ্যমে ছালাত সমাপ্ত করতেন। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর মুখমন্ডলের শুভ্র অংশটি পরিলক্ষিত হত এবং তিনি ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ’ বলে সালাম ফিরাতেন (আবূ দাউদ, হা/৯৯৬; ইবনু মাজাহ, হা/৯১৪)। তাই মাসবুক ব্যক্তি ইমাম দ্বিতীয় সালাম ফেরানোর পর ছুটে যাওয়া ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াবে। এটি অধিক হাদীছ সম্মত। তবে, এক সালামেও ছালাত সমাপ্ত হয় মর্মে কিছু ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই কেউ এক সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে গেলে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে এমনটি বলা যাবে না (মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা, হা/৩১০০; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৭০৪৬)। আল্লাহ ভালো জানেন!

প্রশ্ন (৭) : ভুল বসত ছালাতে এক রুকুন থেকে অন্য রুকুনে যাওয়ার সময় তাকবীর আগে বা পরে দিয়ে ফেললে কি সাহু সিজদা দিতে হবে? যেমন: দম নিতে গিয়ে ভুলে রুকু থেকে পুরোপুরি উঠে দাঁড়ানোর পর ‘সামি-আল্লা-হু-লিমান হামিদা’ বললে কি সালাম ফেরানোর আগে সাহু সিজদা দিতে হবে কি?

-হামীম
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: রুকুতে যাওয়ার সময় রুকুর তাকবীর, রুকু হতে উঠার সময় উঠার তাকবীর, সিজদায় যাওয়ার সময় সিজদার তাকবীর ও সিজদা থেকে উঠার সময় উঠার তাকবীর দেওয়ার কথা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত আরম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন। অতঃপর রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন, আবার যখন রুকু হতে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে الْحَمْدُ رَبَّنَا لَكَ বলতেন। অতঃপর সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। এবং যখন মাথা উঠাতেন তখনও তাকবীর বলতেন। আবার (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতে তাকবীর বলতেন এবং পুনরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাকবীর বলতেন। এভাবেই তিনি পুরো ছালাত শেষ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৭০; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯২)। তবে, যেসব কারণে সাহু সিজদা দিতে হয়। যেমন: রাকআত কম হলে পূর্ণ করে, বেশি হলে ইত্যাদি (ছহীহ বুখারী, হা/৪৬৮; মিশকাত, হা/১০১৭)। তাকবীর, 'সামি-আল্লা-হু-লিমান হামিদা' আগে-পরে হওয়া তার অন্তর্ভুক্ত নয় (আশ-শারহুল মুমতি' ৩/৮৭)। অতএব এমনটি হলে সাহু সিজদা দিতে হবে না।

প্রশ্ন (৮) : তাকবীরে তাহরীমা ও রাফউল ইয়াদায়েন করার সময় হাতের আঙ্গুল খোলা থাকবে না-কি পরস্পরের সাথে মিলানো থাকবে, আর হাতের তালু কী অবস্থায় থাকবে?

-মিনহায পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: অনেক মানুষ ছালাতে রফউল ইয়াদাইন করার সময় হাতের আঙ্গুলসমূহকে মিলিয়ে রাখাকে বাধ্য মনে করে মিলিয়ে রাখে আবার অনেকে একেবারে ফাঁকা করে রাখে, যার কোনোটি সঠিক নয়। বরং তাকবীরে তাহরীমা ও রফউল ইয়াদায়েন করার সময় হাতের আঙ্গুল কিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে (শারহু যাদুল মুসতাক্বনে', ১৩/৩৮ পৃ.)। হাতের আঙ্গুল কাঁধ অথবা কানের লতি বরাবর উঠাবে। সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ছালাত শুরু করতেন, রুকুতে যেতেন ও রুকু থেকে উঠতেন। আর তিনি সিজদায় এমনটি করতেন না। তখন হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫)। মালেক ইবনু হুয়ারিছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাফউল ইয়াদায়েন করতেন, তখন তাঁর হস্তদ্বয় কান বরাবর উঠাতেন এবং যখন রুকু করতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। আর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন, 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদা'। তখন অনুরুপ হাত উঠাতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯১)।

প্রশ্ন (৯): আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছালাত পড়লে ছালাত হবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: আয়নার সামনে ছালাত আদায়ের নিষিদ্ধতার বিষয়ে শরীআতে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া এটা ছালাত বাতিলকারী বিষয়গুলোরও অন্তর্ভূক্ত নয়। তাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে করলে ছালাত হয়ে যাবে। যদিও তাতে নিজের ছবি দেখা যায়। তবে নিজের ছবির দিকে দৃষ্টি পড়লে যেহেতু কিছুটা হলেও একাগ্রতা বিনষ্ট হয়, তাই ছালাতের সময় কাপড় কিংবা কোনো কিছু দিয়ে আয়না ঢেকে রাখা ভালো। কারণ রাসূল স. কারুকাজ করা পর্দা ছালাতের জায়গার সামনে থেকে সরিয়ে ফেলার আদেশ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৪; মিশকাত, হা/৭৫৮)।

প্রশ্ন (১০) : আমার ছোট ভাই জাহাজে চাকুরি করে। একাধারে ১০-১২ মাস জাহাজে চাকুরি করে। বন্দরে ২-৩ দিন এবং বন্দর থেকে একটু দূরে ৪-৫ দিন নোঙর করে থাকে। তারা কি মুসাফির, না-কি মুক্বীম? তাদের ছালাতের বিধান কী?

-মো: সেলিম রেজা
বাগদাদ, ইরাক্ব।

উত্তর: শরীআতের বিধান হলো- সফররত অবস্থায় মুসাফির ব্যক্তি ছালাত কছর করবে (আন-নিসা, ৪/১০১)। কছরের জন্য নির্ধারিত দূরত্বের পরিমাণ নেই। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে কছরের প্রমাণে হাদীছগুলো লক্ষ্য করলে কোনটার পরিমাণ হয় ৩ মাইল, কোনটার পরিমাণ হয় ৯ মাইল আবার কোনটার পরিমাণ হয় ৪৮ মাইল। কাজেই দূরত্ব হিসাব নয়। বরং মানুষ যখন তার প্রয়োজনীয় যাত্রাকে সফর মনে করবে তখন সে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর থেকে যেখানেই ছালাতের সময় হবে সেখানেই কছর করবে। এর জন্য কোনো নিম্ন সীমা কি উচ্চ সীমা নেই। নাফে' ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, এক যুদ্ধে তুষারের কারণে আজারবাইজানে ছয় মাস যাবৎ আটকা পড়ে থাকলাম। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, তখন আমরা দুই রাকআত করে ছালাত আদায় করতাম (সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/৫৬৮৫; মা'রেফাতুস-সুনান ওয়াল আছার, হা/১৬৬১)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ রামাহুরমুয নামক স্থানে নয় মাস যাবৎ সময় ধরে কছর করেছেন (সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/৫৬৮৯)। তাই আপনার ভাই

এমন পরিস্থিতিতে উভয় অবস্থায় কছর ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন (১১) : আমি যখন ছালাতে উপস্থিত হই, তখন ইমাম সাহেব প্রথম রাকা'আতের রুকু শেষ করে দাঁড়িয়ে গেছে। রুকু না করেই আমি ইমামের সাথে সিজদায় চলে যাই। এভাবে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করি। এক্ষণে আমার প্রশ্ন হল- আমার ছালাত কি চার রাকআত হলো নাকি ৩ রাকআত হলো। যদি চার রাকআত না হয়ে থাকে তাহলে, কি পূর্ণ চার রাকআত আদায় করতে হবে?

-আশফাকুর রহমান
মাদারীপুর।

উত্তর: রুকু না পেলে রাকাত গণ্য হবে না। مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ قَبْلَ أَن يَرْفَعَ الإِمامُ رَأْسَه فقَد أَدْرَكَ السَّجدَةَ 'যে ব্যক্তি ইমাম মাথা উত্তোলনের পূর্বে ইমামকে (রুকুতে) পেল, সে সাজদা তথা রাকআত পেল (সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/২৫৮৬ 'সনদ জায়্যেদ')। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমরা সিজদারত অবস্থায় তোমরা যখন ছালাতে আসবে, তখন সিজদা করবে। তবে তাকে কোনো কিছু (রাকআত) গণ্য করবে না (আবূ দাউদ, হা/৮৯৩)। অত্র হাদীছে সিজদাকে রাকআত হিসাবে গণ্য করা হয়নি। যা প্রমাণ করে যে, রুকু রাকআত হিসাবে গণ্য। অতএব আপনার ছালাত তিন রাকআত হয়েছে। এমতাবস্থায় করণীয় হচ্ছে যে কয় রাকআত ছুটে গেছে তা পূর্ণ করে নেওয়া। অর্থাৎ আপনার জন্য আরেক রাকআত ছালাত পড়ে সাহু সিজদা করায় যথেষ্ঠ হবে (ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৯)।

প্রশ্ন (১২) : আছরের ছালাত জামাআতের সাথে একবার হওয়ার পর মসজিদের ভিতরে দ্বিতীয় জামাআত করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর: শুধু আছরের ছালাত নয়। বরং জুমআর ছালাত ব্যতীত সকল ছালাত একই মসজিদে একাধিকবার জামাআত করে পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রে তা উত্তম। আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত আদায় শেষ হওয়ার পর জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এলো। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে এই ব্যক্তির সাথে ছওয়াব উপার্জন করতে চাও? তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং তাঁর সাথে ছালাত আদায় করল (তিরমিযী, হা/২২০)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত ছালাত থেকে সাতাশ' গুণ বেশি (ছহীহ বুখারী, হা/৬১৯; মিশকাত, হা/১০৫২)। উবাই ইবনু কাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মানুষের একাকী ছালাত হতে দুইজনের একত্রে ছালাত আদায় করা অধিক উত্তম এবং দুইজনের একত্রে ছালাত অপেক্ষা তিনজনের একত্রে ছালাত আদায় করা আরও অধিক উত্তম। এর অধিক জামাআতে যতই লোক বেশি হবে, ততই তা মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়' (আবূ দাউদ, হা/৫৫৪; আত-তারগীব, হা/৪১১)। অত্র হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, একই মসজিদে একাধিক জামাআত করা যায়।

প্রশ্ন (১৩) : আমি ক্বছরের দূরত্বে আছি। এমন সময় এশার জামাআত চলছে। আমি জামাআতের ২য় রাকআত পেলাম। তাহলে কীভাবে ছালাত আদায় করব? ক্বছরে জামাআতের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি কী?

-মো. মহিদুল ইসলাম
বিসমিল্লাহ গোট ফার্ম, যশোর।

উত্তর: ক্বছর অবস্থায় জামাআতের ছালাতের নিয়ম হলো- যদি ক্বছরকারী মুকিম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করে সে অবস্থায় তার করণীয় হবে ইমামের অনুসরণ করা তথা যদি ইমাম চার রাকআত পড়েন তাহলে চার রাকআত পড়বে দুই রাকআত পড়লে দুই রাকআত পড়বে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইমাম বানানো হয় কেবল তার অনুসরণের জন্য। অতএব তোমরা তার বিপরীত কর না' (বুখারী, হা/৭২২; মুসলিম, হা/৯৫৩)। তবে ক্বছরকারী যদি ইমাম হয় তাহলে, চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাতগুলোতে তিনি দুই রাকআত পড়ে সালাম ফেরাবেন এবং মুকতাদীগণ উঠে আরো দুই রাকআত আদায় করবে। এমন অবস্থায় আপনার উচিত হবে মুকিম ব্যক্তির ন্যায় ছালাত আদায় করা। মূসা ইবনু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সহিত মক্কায় ছিলাম। এমন সময় আমি বললাম, যখন আমরা তোমাদের সহিত (মসজিদে মুকিম ইমামের পিছনে) থাকি তখন চার রাকআত ছালাত আদায় করি। আর যখন আমরা আমাদের বাহনের দিকে ফিরে যায় তখন দুই রাকআত ছালাত আদয় করি। তিনি উত্তরে বললেন, এটাই আবুল কাসেম (তথা মুহাম্মাদ) ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৬২)।

প্রশ্ন (১৪) : ছালাতের সিজদা ও শেষ বৈঠকে ইসমে আজম পড়া যাবে কি?

উত্তর: সিজদা ও শেষ বৈঠক উভয় জায়গাতেই ইসমে আজম পড়া যাবে। কেননা শেষ বৈঠকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত যেকোনো দুআ পাঠ করা যায়। শেষ বৈঠকে দুআ পাঠ করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন, ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ 'অর্থাৎ (তাশাহহুদের পর) হামদ সানাসহ যা ইচ্ছা পড়তে পারবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৯২৪; মিশকাত, হা/৯০৯)। ইসমে আযম পাঠ করলে দুআ কবুল হয়। সুতরাং শেষ বৈঠক যেহেতু দু'আর স্থান তাই তাশাহহুদের পর দরূদ তারপর ইসমে আযম পড়ে আল্লাহর নিকট দুআ করা যায়।

যাকাত

প্রশ্ন (১৫) : আমাদের বাড়ি নাই ভাড়া থাকি তবে ২ই লক্ষ টাকা জমা আছে ওই টাকার কি যাকাত প্রদান করতে হবে?

-আহমাদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর: টাকার যাকাতের নিছাব নিরূপিত হয় রৌপ্য অথবা স্বর্ণের মূল্যমান অনুসারে। এর জন্য ব্যক্তির অন্যান্য সম্পদ থাকা জরুরী নয়। রৌপ্যের নিছাব হলো ২০০ দিরহাম তথা সাড়ে বায়ান্নো তোলা বা ভরি (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৪)। যার বর্তমান বাজারমূল্য ৭৯৬৪২.৫ টাকা (২২ ক্যারেটের মূল্য ১৫১৭ টাকা ধরে)। তাই দুই লক্ষ টাকা থাকলে রৌপ্যের মূল্যমান অনুসারে এখন আপনার উপর যাকাত দেওয়া কর্তব্য।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (১৬) : কাউকে অফিসিয়াল কোনো পেমেন্ট দেওয়ার ফলে সে যদি কিছু বকশিস দেয় সেটা নেওয়া যাবে কি?

-সাইদুর রহমান
কল্যাণপুর, ঢাকা।

উত্তর: যার পক্ষ থেকে পেমেন্ট করা হবে, কোনো কিছু বখশিস তথা উপহার-উপঢৌকন দেওয়া হলে সেটা তারই প্রাপ্য। অর্থাৎ অফিসিয়াল পেমেন্টের ক্ষেত্রে অফিসই উক্ত বখশিসের হক্বদার। কর্মচারী কিংবা সার্ভিসম্যানের জন্য উক্ত বখশিস গ্রহণ করা জায়েয নয়। আবূ হুমায়েদ আস-সাঈদী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ আয্দ গোত্রের এক লোককে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। তার নাম ইবনুল লুতবিয়্যাহ। তবে ইবনুস সারহ বলেছেন তার নাম ইবনুল উতবিয়্যাহ। সে কর্মস্থল থেকে মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললো, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। নবী ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে বললেন, কর্মচারীর কি হলো! 'আমরা তাকে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করি। আর সে ফিরে এসে বলে, এটা আপনাদের আর এটা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। সে তার পিতা-মাতার ঘরে বসে থেকে দেখুক তাকে কেউ উপঢৌকন দেয় কি না? তোমাদের মধ্যকার যে-ই এভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবে সে তা নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। যদি সেটা উট, গাভী কিংবা বকরী হয়, তা চিৎকার করবে। অতঃপর তিনি তাঁর দু' হাত এতটা উঁচু করেন যে, 'আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি! (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩২; আবূ দাঊদ, হা/২৯৪৬)।

প্রশ্ন (১৭) : মিডল্যান্ড ব্যাংকে আমার একটা একাউন্ট আছে ঐ একাউন্টে জমানো টাকার উপর প্রতি মাসে সূদ আসে। এটা বন্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। এখন আমি ঐ সূদের টাকা কি করব? কিছু সূদ মুক্ত ব্যাংকের নাম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইদুল ইসলাম
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: 'আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে করেছেন হারাম' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। তিনি আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর সূদের অবশিষ্ট সম্পদ ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। আর যদি তা না করো, তাহলে আল্লাহর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তওবা করো তাহলে, তোমাদের জন্য থাকবে মূলধন...' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৮-২৭৯)। সুতরাং ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোথাও টাকা রাখার নিরাপদ জায়গা থাকলে সেখানে রাখতে হবে এবং ব্যাংক একাউন্ট বাতিল করতে হবে। বাধ্য হয়ে যদি রাখতেই হয়, তাহলে মূলধন ব্যতীত সূদের টাকা ছওয়াবের নিয়্যত ছাড়াই জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করে দিতে হবে (মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু বায, ১৯/২৬৮ পৃ.)। উল্লেখ্য যে, শত পার্সেন্ট সূদ মুক্ত কোনো ব্যাংক বাংলাদেশে আছে বলে আমাদের অবগতিতে নেই।

প্রশ্ন (১৮) : আমার বাবা জমি বন্ধক নেয়। আমি উনাকে বুঝিয়েছি জমি বন্ধক নেওয়া হারাম। কিন্তু বাবা এর জন্য আমাকে ধমক দেয় এবং অনেক তর্ক-বিতর্ক করে। আমার আলাদা উপার্জনের উপায় নেয়। এখন আমার বাবার উপার্জন আমার জন্য কী হালাল হবে। যদি না হয় তাহলে আমি কী করব?

-মো. রাজিয়া সুলতানা
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর: যদি সন্তানদের সামর্থ্য থাকে তাহলে পিতার হারাম উপার্জন ভোগ করা হতে বিরত থাকবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)। আর সামর্থ্য না থাকলে পিতাকে হারাম পথ ছেড়ে সৎ পথে উপার্জন করতে নছীহত করবে ও সে পথে পিতাকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। তবে সন্তানরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে এবং উপার্জনক্ষম না হলে তা ভোগ করতে পারে। কেননা তারা শরীআতের মুকাল্লাফ নয়। তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার। সুতরাং এজন্য সন্তান দায়ী হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কেউ অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না' (আন-নাজম, ৫৩/৩৮)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো প্রাণ অপরের অপরাধের কারণে দণ্ডিত হবে না' (নাসাঈ, হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৪৮৫১; ইরওয়াউল গালীল, হা/২৩০৩)।

প্রশ্ন (১৯) : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করা জায়েয হবে কি?

-হাবিবুর রহমান
খালিশপুর, খুলনা।

উত্তর: লোন যদি কোনো প্রকারের সূদের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে, সে লোন নেওয়া যাবে না। কেননা সূদ মিশ্রিত সম্পদ হারাম। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا অর্থাৎ 'যে ঋণ কোনো উপকার (লাভ) টেনে আনে সেটাই সূদ' (বায়হাক্বী, হা/১০৯৩৩)। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে এক দিরহাম সূদ গ্রহণ করলে ছত্রিশবার যেনা করার চেয়ে কঠিন পাপ হবে' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০০৭; দারাকুৎনী, হা/২৮৮০; মিশকাত হা/২৮২৫)। অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সূদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে নিজ মাতাকে বিবাহ করা' (অর্থাৎ মায়ের সাথে যেনা করা) (ইবনু মাজাহ, হা/২২৭৪; হাকেম, হা/২২৫৯; মিশকাত, হা/২৮২৬)।

প্রশ্ন (২০) : দেশে নিষিদ্ধ চায়না জাল তৈরি করে উপার্জিত টাকা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ জায়েয হবে কি?

-জহিরুল ইসলাম
দোহার, ঢাকা।

উত্তর: লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হওয়ায় সরকার চায়না জাল আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। যেমন: মাছের ছোট ছোট পোনা নষ্ট হয় যার ফলে মাছ উৎপাদনে ঘাটতি হয়। সুতরাং দেশ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য সরকার যদি কোনো আইন করে এবং তা শরীআ বিরোধী না হয় তাহলে, তা নাগরীকদের জন্য মেনে চলা প্রয়োজন। কেননা মেনে চলার মাধ্যমে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকে। আল্লাহ পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না' (আল-আ'রাফ, ৭/৫৬, ৮৫)। সুতরাং নিষিদ্ধ চায়না জাল তৈরি করা যাবে না। এমন জিনিস বিক্রয় করলে তার মূল্য বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (২১) : সাদা এবং সবুজ রং এর পাত্রে পানি পান করা কি নিষেধ?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি পাত্র ছাড়া সকল প্রকারের ও রংয়ের পাত্র ব্যবহার করা জায়েয। হুযাইফা ইবনু ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'তোমরা রেশমি কাপড় ও রেশমি বস্ত্র পরিধান করো না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি পাত্রে পান করো না। এমনকি এসব পাত্রে খাবারও খেয়ো না। কেননা, এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য, আর পরকালে আমাদের (ঈমানদারদের) জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪২৬)। অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি রৌপ্যের তৈরি পাত্রে কোন কিছু পান করে সে যেন তার পেটে-টগবগ করা জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩১১; ছহীহ মুসলিম, হা/২০৬৫)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ হারাম হওয়ার পরে ছাহাবীগণ মদ তৈরির সবুজ, কালো রংয়ের পাত্রগুলোতে নাবীয তৈরি করতো তাই তাদেরকে সেসব পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেন। সেটা পানি পান করার ক্ষেত্রে নিষেধ নয়। কেননা পরবর্তীতে পাত্রগুলো ব্যবহার করার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয় (ছহীহ বুখারী, কিতাবুল আশরিবা, অধ্যায়-৭)।

যিকির-আযকার

প্রশ্ন (২২) : সকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিন থেকে মুক্ত থাকবে আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত জিন থেকে মুক্ত থাকবে। এই হাদীছ কি ছহীহ?

-মো: মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: জী; হাদীছটি ছহীহ। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর শস্য মাড়াইয়ের স্থান থেকে শস্য কমে যাওয়ার ঘটনায় জিনটি তখন কা'ব রা.-কে বলল, مَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ؛ أُجِيْرَ مِنَّا حَتَّى يُصْبِحَ؛ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ أُجِيْرَ مِنَّا যে ব্যক্তি তা (আয়াতুল কুরসী) সন্ধ্যায় বলবে, তাকে আমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা সকালে বলবে, তাকে আমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হবে (ছহীহ তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৬৬২; আল মু'জামুল কাবীর- ত্বাবারানী, হা/৫৪১)।

প্রশ্ন (২৩) : আমি সকাল-বিকাল ১০০ বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বাম হাতের করের মাধ্যমে গণনা করে থাকি। কেননা ডান হাত দিয়ে গাড়ি চালাই, কথা হলো এ ইবাদত কবুল হবে কি?

-এস.এম. শাহ আলম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: হ্যাঁ; কবুল হবে। সকাল ও সন্ধ্যায় একশতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পড়ার বিষয়টি হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় একশতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে যে পরিমাণ নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে তার চেয়ে উত্তম নেকী নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার মতোই এ দুআ পাঠ করেছে (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯২)। সুতরাং এবাদত গ্রহণযোগ্য। ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুতা পরা, চুল চিরুনী করা পবিত্রতা অর্জন করা ও সর্বক্ষেত্রে (অর্থাৎ উত্তম কাজ) ডান দিক থেকে করা পছন্দ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৬; বুলূগুল মারাম, হা/৪৪)। কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে বাম হাত দ্বারা তাসবীহ পাঠ করা যায়। কেননা আল্লাহ বান্দার উপর বান্দার সাধ্যের বাহিরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেননি (আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)।

প্রশ্ন (২৪) : মানুষ রাতে ঘুমালে শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিরা দেয়। শয়তানের এই তিনটি গিরা খোলার উপায় কী?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: গ্রীবাদেশে শয়তানের তিনটি গিরা দেওয়ার বিষয়টি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। শয়তানের তিনটি গিরা খোলার উপায় হলো (১) ঘুম থেকে উঠে দুআ পড়া (২) ওযূ করা (৩) ছালাত আদায় করা। যা ছহীহ বুখারী ছাড়াও বিভিন্ন ছহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিট বাঁধে; যার প্রত্যেকটিতে লিখে "তোমার রাত দীর্ঘ হোক, তুমি ঘুমাও"। এরপর যখন সে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর যিকির (ঘুম থেকে উঠার দুআ পড়ে) করে তখন একটি বাঁধন খুলে যায়, এরপর যখন সে ওযূ করে তখন আরেকটি বাঁধন খুলে যায়, এরপর যখন সে ছালাত আদায় করে তখন তৃতীয় বাঁধনটিও খুলে যায়। যার ফলে সে আনন্দ মনে প্রফুল্ল আত্মা নিয়ে সকাল করে। নচেৎ খারাপ মন নিয়ে অলস চিত্তে সকাল করে (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪২)। উল্লেখ্য যে, যিকির বলতে ঘুম থেকে উঠার দুআকে বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন (২৫) : আয়াতুল কুরসি পাঠ করার পূর্বে আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বলা কি জরুরী?

-সিয়াম
জয়পুরহাট।

উত্তর: 'আয়াতুল কুরসী' সূরা বাক্বারার একটি আয়াত। সুতরাং তা পড়ার পূর্বে 'আঊযুবিল্লাহ' পড়তে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন তোমরা কুরআন পড়বে তখন 'আঊযুবিল্লাহ' পড়' (আন-নাহল, ১৬/৯৮)। তবে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে না। কারণ এক সূরা থেকে অন্য সূরাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য 'বিসমিল্লাহ' অবতীর্ণ হয় (আবূ দাঊদ, হা/৭৮৮; মিশকাত, হা/২২১৮)।

প্রশ্ন (২৬) : সূরা আল-ইখলাস ৩ বার অথবা ১০ বার পড়ার কোনো ফযীলত আছে কি?

-সাইদুল ইসলাম
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: জী! সূরা ইখলাছ তিনবার ও দশবার পাঠের ফযীলত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। সূরা ইখলাছ তিনবার পাঠ করলে একবার কুরআন খতমের ছওয়াব হয়। এ মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'সূরা ইখলাছ একবার পড়লে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮১১; ছহীহ বুখারী, হা/৫০১৩; মিশকাত, হা/২১২৭)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি দশবার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন' (আহমাদ, সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৮৯; ছহীহুল জামে', হা/৬৪৭২)। এছাড়াও রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছকে পছন্দ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে' (তিরমিযী, হা/১৯০১; মিশকাত, হা/২১৩০)। উল্লেখ্য যে, সূরা ইখলাছ ৫০, ১০০, কিংবা ২০০ বার পাঠ করার ফযীলত সম্পর্কে যে

সকল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই যঈফ' (তিরমিযী, হা/২৮৯৮; সিলসিলা যঈফা, হা/৩০০; মিশকাত, হা/২১৫৮-৫৯)।

প্রশ্ন (২৭) : দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তা ভাবনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। একটা দুআ আছে "হাসবিয়া-ল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া-হুয়া রব্বুল আরশিল আজিম" এই দুআ সকাল সন্ধ্যায় ৭ বার পড়ার কোনো ফযীলত আছে?

-সাইদুল ইসলাম
ফতুল্লা, নারায়ণঞ্জ।

উত্তর: প্রশ্নে উল্লিখিত বাক্যটি সূরা আত-তওবার শেষ আয়াত। তবে, সকাল-সন্ধ্যা ৭বার পাঠ করলে সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হবেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল (আবূ দাউদ, হা/৫০৮১)।

হাদীছ- হাদীছের মূলনীতি, ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (২৮) : বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ (রহ.) কীভাবে হাদীছের ছহীহ ও যঈফ নির্ধারণ করেছেন? জনৈক আলেম বলেন, তাঁরা রাবীদের সৎ কিংবা অসৎ, দুর্বল, হাদীছ ভুলে যাওয়া এভাবে যঈফ হাদীছ নির্ধারণ করেছেন এবং রাবীদের বিষয়ে আশপাশের লোকজনের মতামত অর্থাৎ রাবী সৎ না-কি, অসৎ এই বিষয়ে গবেষণা করে হাদীছ ছহীহ ও যঈফ নির্ধারণ করেছেন, এই বক্তব্য কি সঠিক?

-মো: মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: হাদীছ নির্ণয়ে জনৈক আলেম যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সঠিক। মূলত এ সমস্ত বিষয়সহ আরো কিছু বিষয়কে সামনে রেখে হাদীছকে ছহীহ যঈফ নির্ণয় করা যায়। যেমন: হাদীছ মুত্তাছিল না হওয়া, রাবীর মধ্যে মিথ্যার গুণ বিদ্যমান থাকা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (২৯) : বুখারী-মুসলিম হাদীছ গ্রন্থের রাবী হলেই কি কোনো হাদীছ ছহীহ সাব্যস্ত হবে?

-ইলিয়াস
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

উত্তর: বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের কোনো রাবী (বর্ণনাকারী) থাকলেই হাদীছ ছহীহ হয়ে যাবে বিষয়টি এমন নয়। বরং হাদীছের সনদের সকল রাবী গ্রহণযোগ্য হতে হবে। আবার বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য হলেও হাদীছ দুর্বল হতে পারে। কেননা রাবী দোষ মুক্ত হওয়া ছাড়াও হাদীছ দুর্বল হওয়ার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অনেক কারণ রয়েছে। যেমন: তাদলীস, মুআল্লাক্ব, সনদের মাঝে এক বা একাধিক রাবী বিচ্ছিন্ন হওয়া, শায হওয়া ইত্যাদি। তাই বুখারী ও মুসলিমের রাবী হলেই হাদীছ ছহীহ হবে এমন দাবী সঠিক নয়। বরং একটি হাদীছ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে সব পাওয়া গেলে হাদীছ গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লেখ্য যে, বুখারী-মুসলিমে যে সকল হাদীছ রয়েছে তার মধ্যে হাদীছ গ্রহণযোগ্য হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান থাকাই এই দুই গ্রন্থের সকল হাদীছ সকলের ঐক্য মতে ছহীহ।

প্রশ্ন (৩০) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল ﷺ হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছেন, হাদীছ লেখা শুরু হয়েছে রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর ২০০ বছর পর, এই বক্তব্য কি সঠিক?

-মো: মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রাসূল ﷺ প্রথমত কুরআনের সাথে হাদীছ মিলে যাওয়ার ভয়ে লিখতে নিষেধ করলেও পরবর্তীতে কুরআনের সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা হতে মুক্ত হলে ভুলে যাওয়ার ভয়ে লিখার অনুমতি দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয় কালে রাসূল ﷺ মানুষের উদ্দেশ্যে দাঁড়ান..... এমন সময় ইয়ামানের আবূ শাহ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনারা আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূল ﷺ ও বলেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও (ছহীহ বুখারী, হা/২৩০২)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, ছাহাবীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ছাড়া এমন কেউ ছিল না যে, সে আমার হতে বেশি হাদীছ জানতো। কারণ সে লিখতো আর আমি লিখতাম না (ছহীহ বুখারী, হা/১১৩)। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি হাদীছ সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ হতে যাই শ্রবণ করতাম তাই লিখে ফেলতাম। এরপর কুরাইশরা আমাকে লিখতে নিষেধ করে বলে, তুমি রাসূল ﷺ হতে যা শ্রবণ করছো তাই লিখে ফেলছো? অথচ রাসূল ﷺ মানুষ হিসাবে রাগান্বিত ও খুশির অবস্থায় কথা বলেন। এরপর আমি লিখা হতে বিরত থেকে রাসূলের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম তখন তিনি তার আঙ্গুল দ্বারা তার মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তুমি লেখ। ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমার মুখ হতে শুধু সত্যই বের হয়ে থাকে (আবূ দাউদ, হা/৩৬৪৬)। উক্ত হাদীছগুলো আদেশ বাচক। সুতরাং রাসূলের যুগে হাদীছ লেখা হয়নি এমন দাবী ভিত্তিহীন। তবে তা একত্রে সংকলিত আকারে ছিল না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের কাছে একটি ছহীফা ছিল; যার নাম ছিল 'ছাদেক্বা' ও আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কাছে একটি ছহীফা ছিল; যার মধ্যে

মুক্তিপন, দিয়াত ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ ছিল। এরপর খেলাফতের যুগে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীছ লেখার ইচ্ছা করলেও অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে লেখতে সক্ষম হননি। পরবর্তীতে সংকলন আকারে সর্বপ্রথম হাদীছ একত্রিত করেন উমার ইবনু আব্দুল আযিয (ফাতহুল বারী, ১/২৩৪)। যা ছিল ১০০ হিজরীর শেষের দিকে (ছহীহুল কুতুবুত তিসআ', পৃ. ২২)।

প্রশ্ন (৩১) : اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ হাদীছের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আজিজুল্লাহ
মাহিগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর: হাদীছটির সনদ যঈফ। হাদীছের সনদে ছাদাক্বা ইবনু বাশীর নামে একজন রাবী আছে যাকে কেউ গ্রহনযোগ্য রাবী বলেননি (মু'জামুল কাবীর, ত্বাবারাণী, হা/১৩২৯৭; বায়হাক্বী-শুআবুল ঈমান, হা/৪৩৮৭; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮০১ 'হাদীছ যঈফ')। অতএব হাদীছটি আমলযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (৩২) : 'দাসী তার মুনিবকে জন্ম দিবে' হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আব্দুন নূর
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর: হাদীছটির ব্যাখ্যা হলো- ১. দাসী যাকে প্রসব করবে সে এক সময় দাসীর মালিক হবে এবং মালিকানা সূত্রে সে তার সাথে দাসীর মতো ব্যবহার করবে (ফতওয়া ইসলামিয়া, ৪/১২১)। ২. পিতা-মাতার অবাধ্যতা বেড়ে যাবে এবং সন্তান তার মায়ের সাথে মনিব যেমন দাসীর সাথে আচরণ করে তেমন আচরণ করবে তথা সন্তান মাকে অপমান করবে, গালি দিবে, প্রহার করবে, দাসীর মতো ব্যবহার করবে। রব শব্দের মূল অর্থ হলো মালিক। এখানে শব্দটি রূপকার্থে সন্তান অর্থে ব্যবহার হয়েছে (হাশিয়াতুস-সুয়ূতী আলা সুনানিন নাসাঈ, ৮/১০০ পৃ.; শরহু সুনানু ইবনু মাজাহ, ৭ পৃ.; নুকাত আলা-ছহীহিল বুখারী, ২/২১ পৃ.)।

বৈধ-অবৈধ

প্রশ্ন (৩৩) : আমার মা অসুস্থ। মেডিকেল সাইন্সের ভাষায় Life Support-এ আছেন। Life Support-এ আছেন এটা বলা কি জায়েয?

-হুমায়ূন কবীর
আম্বরখানা, সদ, সিলেট।

উত্তর: 'লাইফ সাপোর্ট' এর অর্থ মানুষের মৃত্যুর পরও তাকে বাঁচিয়ে রাখা এমন নয়। বরং একজন রুগী বেঁচে আছে কিন্তু মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ কিংবা মস্তিষ্কের টিউমার অথবা ফুসফুসে সমস্যার কারণে কিংবা শরীরে মারাত্মক ব্যাধির সংক্রমণ কিংবা অন্য যেকোনো কারণে নিজে থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে না, তার ক্ষেত্রে রুগীকে শ্বাস-প্রশ্বাস তথা ভেন্টিলেশন দেওয়া হয়, একেই লাইফ সাপোর্ট বলা হয়। এরপর তার অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো চালিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা না গেলে হয়ত রুগীটা নিঃশ্বাস না নিতে পারার কারণে মারা যেত (ডা. সিনহা আবুল মনসুর, এন টিভি, স্বাস্থ্য প্রতিদিন, পর্ব ২৬৫৫)। তাই 'লাইফ সাপোর্ট' শব্দ বলা দোষণীয় কিছু নয়। উল্লেখ্য যে, এমন অবস্থায় লাইফ সার্পোটে না রেখে পরিবার-পরিজনের নিকট রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং তাকে কালিমার তালক্বীন দিতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা তোমাদের মৃত্যু শয্যায় সায়িত ব্যক্তিকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -এর তালক্বীন দাও' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯১৭; ইবনু হাজাহ, হা/১৪৪৪)। তিনি আরো বলেন, 'যার শেষ কালেমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ হবে, যে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (আবূ দাউদ, হা/৩১১৬; মিশকাত, হা/১৬২১)।

প্রশ্ন (৩৪) : একটু বিনোদনের জন্য বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে নাক-মুখ দ্বারা মিউজিক তৈরি করা কি জায়েয?

-নাঈম
কাহালু, বগুড়া।

উত্তর: সকল প্রকারের মিউজিক হারাম। হোক না তা ঢোল-তবলা, হারমনিয়াম, পিয়ানো কিংবা হাত-মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে। কেননা এসব কুরআনে বর্ণিত 'লাহওয়াল হাদীছ' তথা অনর্থক কথা-বার্তা যা স্পষ্ট হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'কতক মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে অজ্ঞতাবশত অবান্তর কথাবার্তা (গান-বাজনা) ক্রয় করে আর আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদের জন্যই আছে অবমাননাকর শাস্তি (লুক্বমান, ৩১/৬)। আবূ মালেক আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে কতিপয় সম্প্রদায় জন্মাবে যারা রেশমি কাতান এবং রেশমি কাপড় ব্যবহার করা, মদ্যপান করা এবং গান-বাদ্য করাকে বৈধ মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে যারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। সন্ধ্যায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে বাড়ি-ঘরে প্রস্থান করবে (এমনি সময় তাদের নিকট কোন লোক তার প্রয়োজন নিয়ে আসলে তারা বলবে), আগামীকাল সকালে আমাদের কাছে এসো, কিন্তু রাতের আঁধারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পর্বতটিকে (তাদের ওপর) ধসিয়ে দেবেন। আর কারো কারো আকৃতিকে বানর ও শূকরে পরিবর্তিত করে দেবেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৬৮)।

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মদপান করা, জুয়া খেলা এবং ঢোল বাজানো হারাম করেছেন এবং বলেছেন, 'প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬২৫; আবূ দাউদ, হা/৩৬৮৫)।

প্রশ্ন (৩৫) : আমি একজন ছাত্র। আমি সালাফী মানহাজের অনুসরণ করি- আল-হামদুলিল্লাহ। আমার দাড়ি খুব লম্বা; বুকের নিচ পর্যন্ত এবং নিচের দিকে লাল হয়ে গেছে। এখন আমি কি দাড়ি কিছুটা ছেটে নিতে পারব?

-আব্দুল্লাহ
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

উত্তর: রাসূলের কওলী (বক্তব্য) ও ফে'লী (কর্মগত) উভয় প্রকার হাদীছ দ্বারা সাবস্ত্য যে, দাড়ি পরিপূর্ণভাবে রাখতে হবে। যা কোনো প্রকার ছাটা বা কাটা জায়েয নয়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর, পরিপূর্ণভাবে দাড়ি ছাড় এবং মোচ খাট কর' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৯)। ইমাম নববী রহিমাহুল্লা-হ বলেন, এ ব্যাপারে সর্বমোট পাঁচটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় রেখে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব দাড়ির শেষ অংশ হোক কিংবা সাইডের অংশ হোক কোনো অবস্থাতেই তা কাটা যাবে না; যা মূলত রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের বিপরীত (ফতওয়ায়ে লাজনা আদ-দায়েমা, ৫/১৩৭; মাজমূআয়ে ফতওয়া ইবনু উছাইমীন, ১১/৮২)। আর তিরমিযীতে দাড়ির লম্বাংশ ও সাইডের অংশ কাটার ব্যাপারে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা জাল (সিলসিলা যঈফা, হা/২৮৮)। তবে, খুব সমস্যা হলে ভিন্ন কথা।

পারিবারিক বিধিবিধান

প্রশ্ন (৩৬) : যদি কোনো মহিলার স্বামী বিয়ের আট মাসের মধ্যে মারা যান তবে কি সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে এবং যদি পারে তবে কতদিন পর? উল্লেখ্য, তার শ্বশুর শাশুড়ির অনুমোদন নেওয়া লাগবে কি?

-মাহফুজ
সাতক্ষীরা।

উত্তর: যখন কোনো মহিলার স্বামী মারা যাবে এমন অবস্থায় যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে সে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত অন্য কারো সাথে বিবাহ বসতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, 'আর গর্ভবতীদের সময়সীমা হলো তাদের সন্তান প্রসব করা' (আত্ব-ত্বালাক, ৬৫/৪)। আর যদি গর্ভবতী না হয়, তাহলে সে চার মাস দশ দিন পর বিবাহ করতে পারবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন অন্য জায়গায় বিবাহ হতে বিরত রাখবে' (আল-বাক্বারা, ২/২৩৪)। এ ক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ির অনুমতি লাগবে না। তবে অবশ্যই বিবাহের ক্ষেত্রে তার অভিভাবক লাগবে। কারণ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ সঠিক হয় না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না' (মুসনাদে আবী দাউদ, হা/৫২৫; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/১০৪৭৩)।

প্রশ্ন (৩৭) : আমার বড় ভাইয়ের কোন ছেলে হয় না। তাই আমার একটি ছেলে বড় ভাইকে দিয়েছি। এখন আমার ছেলে আমাকে চাচা বলে এবং ভাইকে আব্বু বলে। এর শারঈ বিধান কী?

-মো. শাহ আলম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: আপন পিতা-মাতার পিতৃত্ব ও মাতৃত্বকে স্বীকার করে, চাচা-চাচীর আশ্রয়ে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে সম্মানার্থে চাচাকে পিতা এবং চাচীকে মাতা বলা যায়। সাথে সাথে বাবা যেহেতু বেঁচে আছে সেহেতু বাবাকেও আব্বা বলতে হবে। নতুবা সে কষ্ট পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক, আল্লাহর নিকট এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ (আল-আহযাব, ৩৩/৫)। তবে সার্টিফিকেট, আইডি, পাসপোর্ট, ভিসা বা অন্য কোনো স্থানে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে পিতা-মাতার স্থানে তাদের নাম ব্যবহার করা যাবে না। কেননা তাতে আপন পিতা-মাতার পরিচয় গোপন করা হবে এবং অন্যকে আপন পিতা-মাতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আর তা নিষিদ্ধ। কেননা এ সময় সে কাফের হয়ে যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬১)। এবং জান্নাতও তার জন্য হারাম হয়ে যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩২৬)। অতএব, যথাযথ কতৃর্পক্ষের নিকট আবেদন করে উক্ত সার্টিফিকেট ও আইডি হতে তাদের নাম পরিবর্তন ও সংশোধন করা জরুরী। উল্লেখ্য যে, পালিত মার দুধ পান না করে থাকলে সে মা মাহরামের অন্তভুর্ক্ত নয়। এমতাবস্থায় তাকে মা বললেও তার সাথে পর্দা বজায় রেখে চলবে।

দান-ছাদাক্বা

প্রশ্ন (৩৮) : সিলেটে ঘটে যাওয়া বন্যায় একজন ক্ষতিগ্রস্ত ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে কি একজন প্রকাশ্য

কাফের/মুশরিক/মুরতাদ/জালিমের পক্ষ থেকে দান করা অর্থ বা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত?

-মো: মোজাহিদ হোসেন পিজন
দুমকি, পটুয়াখালী।

উত্তর: মুশরিকদের সহযোগিতা গ্রহণ করা যায়। রাসূল ﷺ ও তাঁর ছাহাবীগণ এক মুশরিকা নারীর পানি দ্বারা ওযূ করে ছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৫)। রাসূল ﷺ এক ইহুদি নারীর হাদিয়াগ্রহণ করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৯০)। এগুলোও এক প্রকারের সহযোগিতা।

প্রশ্ন (৩৯) : আমরা তিন গ্রামের ছেলেরা মিলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য একটা ক্লাব খুলেছি। আর আমরা প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিব। এখন আমাদের বলবেন কি কীভাবে আমরা এখন এই দশের টাকা কাজে লাগিয়ে একটা বড় টাকা করতে পারি? যাতে আমরা গ্রামের মানুষের পাশে এবং গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারি।

-রাকিবুল হাসান।

উত্তর: অভাবী, দুঃস্থ, অস্বচ্ছল মানুষকে সাহায্য করা নিঃসন্দেহে অনেক ভালো কাজ। রাসূল ﷺ এই বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '...আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ বা পন্থায় অনুপ্রবেশ করার সন্ধান করে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতে প্রবেশ করার পথ সহজ করে দেন... (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; আবূ দাউদ, হা/২২৫)। তাই সেই লক্ষ্যে জমাকৃত অর্থ সূদ ও হারাম থেকে মুক্ত যেকোনো প্রজেক্টে কাজে লাগিয়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সূদমুক্তভাবে কাউকে গরু-ছাগল পালন করতে দেওয়া যেতে পারে কিংবা জমি কিনে রাখা যেতে পারে। অথবা গাছ লাগিয়ে রাখা কিংবা বিশ্বস্ত কোনো মানুষকে ব্যবসার কাজে দিয়ে সেখান থেকে মুদারাবা পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৪০) : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ছাদাক্বা কবুল হবে কি?

-সালমান
চট্টগ্রাম।

উত্তর: দান একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। যা ধনী-গরীব সবাই করতে পারে। ঋণ পরিশোধেযোগ্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দান কবুল হবে না এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং রাসূল ﷺ স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় সাধারণ দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম ছাদাক্বা কী? তিনি বললেন, 'অর্থের প্রতি লোভ থাকাকালে সুস্থ অবস্থায় তোমার দান করা, যখন তুমি দারিদ্রের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখো' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫৩; মুসলিম, হা/১০৩২)। অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান সর্বোত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, 'গরীবের কষ্টের দান' (আবূ দাউদ, হা/১৬৭৭; মিশকাত, হা/১৯৩৮)। তবে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি দানের চেয়ে অতিব গুরুত্বপূর্ণ। তাই যদি কারো উপর ঋণের বোঝা থাকে এবং তার নিকট ঋণ পরিশোধযোগ্য অর্থের বেশি অর্থ না থাকে বা ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসে তাহলে, এমন ব্যক্তি টাল-বাহানা না করে আগে ঋণ পরিশোধ করবে। কেননা এমন ব্যক্তিকে দান না করে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'স্বচ্ছলতা ব্যতীত ছাদাক্বা নেই' (ছহীহ বুখারী, অধ্যায়-৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭১৫৫)। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ পূর্বোক্ত হাদীছ দ্বারা অধ্যায় রচনা করে বলেন, যে ব্যক্তি ছাদাক্বা করতে চায়; অথচ সে নিজেই দরিদ্র বা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত অথবা সে ঋণগ্রস্ত, এ অবস্থায় তার জন্য ছাদাক্বা করা, গোলাম আযাদ করা ও দান করার চেয়ে ঋণ পরিশোধ করা অধিক কর্তব্য (ছহীহ বুখারী, অধ্যায়-১৭)।

রোগের চিকিৎসা

প্রশ্ন (৪১) : অনেক জায়গা থেকে শোনা যায় যে, অমুক অসুস্থ্যতার জন্য অমুক দুআ বা শব্দটি বা আল্লাহর এই গুণবাচক নামটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় (যেমন: ১০০, ১০০১, ১১০, ৫০০, ৫০১ বার ইত্যাদি) পড়তে হবে। কিন্তু কোনো দলিল পেশ করা হয় না। এমতাবস্থায় ঐ আমল করা যাবে কি?

-মো: মোজাহিদ হোসেন পিজন
দুমকি, পটুয়াখালী।

উত্তর: এমন আমল স্পষ্ট বিদআত। কারণ নবী ﷺ সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈগণ থেকে এমন আমলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আর শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন দুআ সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বা না করে পাঠ করা যাবে না। তাই দলীল ছাড়া কোনো দুআ বা আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। রোগ মুক্তির জন্য কুরআন-হাদীছে প্রশ্নে উল্লেখিত সংখ্যায় কোনো দুআ পাওয়া যায় না। তাই এমন ভিত্তিহীন আমল থেকে বিরত

থাকা আবশ্যক। বরং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত দুআগুলো পাঠ করবে। যেমন: ১. রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর নিকট সুস্থতা কামনা করে দুআ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৬৫৭; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৭১)। ২. রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের জন্য ও অপরের জন্য সুস্থতা চেয়ে দু'আ করতেন, أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৫০)। এছাড়াও নিজ ভাষায় ইচ্ছামতো আল্লাহর নিকট নিজ রোগ মুক্তির জন্য দুআ করা যায়। উল্লেখ্য যে, দান-ছাদাক্বা রোগ মুক্তির সহজ পথ। তাই রোগ মুক্তির জন্য বেশি বেশি দান-ছাদাক্বা করা উচিত। এ মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ অর্থাৎ 'তোমরা ছাদাক্বার মাধ্যমে তোমাদের রুগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো' (কুবরা বায়হাক্বী, হা/৬৫৯৩; ছহীহ আত-তারগীব, হা/৭৪৪)।

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন (৪২) : মুদ্রা ব্যবসায় শারঈ কোনো বাধা আছে কি?

-সেলিম

খুলনা সদর।

উত্তর: মুদ্রা ব্যবসা, ডলারের বিনিময়ে টাকা, টাকার বিনিময়ে রিয়াল ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় কোনো শারঈ বাধা নেই। যদি তা নগদ নগদ হাতে হাতে হয় (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৯৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৮)। তবে একই দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে কম বেশি দেওয়া নেওয়া চলবে না। যেহেতু তা সূদী কারবারে পরিণত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৪৩) : একই জিনিস নগদে ৫০ টাকায় এবং ধারে ৬০ টাকায় বিক্রি করা বৈধ কি?

-সেলিম

খুলনা সদর।

উত্তর: এক কিস্তিতেই হোক বা একাধিক নির্দিষ্ট কিস্তিতে হোক চুক্তি করে বেশি নেওয়া দোষাবহ নয়। যেমন, যদি কোনো দোকানদার ১ কেজি সরিষার তেল নগদ দরে ৫০ টাকা এবং ধারে ৬০ টাকা হিসাবে বিক্রয় করে, আর ক্রেতাও এ চুক্তিতে রাজি হয়ে ক্রয় করে থাকে, তাহলে উভয়ের জন্য তা বৈধ। এরূপ লেনদেন ব্যবসা চুক্তি সূদের পর্যায়ভূক্ত নয়। ইক্বরিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এমন চুক্তিতে কোনো সমস্যা নেই যে, নগদ মূল্যে এত আর বাকি মূল্যে এত (মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা, হা/২০৮২৬, ২০৮২৭)।

প্রশ্ন (৪৪) : বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে দোকান দেওয়া যাবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম

সাক্ষীরা।

উত্তর: বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসা করা বৈধ নয়। এতে বিধর্মীদের সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও পাপ কাজের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন (আল-মায়েদা, ২)।

প্রশ্ন (৪৫) : বেশি লাভের আশায় ব্যাকডেট দিয়ে কোনকিছু বিক্রয় করা যাবে কি?

-আসাদুজ্জামান

মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর: বেশি লাভের আশায় ব্যাকডেট দিয়ে কোন কিছু বিক্রয় করা যাবে না। কেননা তা প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নিতে নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নিবে সে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় বলেও উল্লেখ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১০২; মিশকাত, হা/২৮৬০)।

প্রশ্ন (৪৬) : মুশারাকা ও মুযারাবা কোন ধরনের ব্যবসা? বিস্তারিত জানাবেন।

-আয়েশা

নোয়াখালী।

উত্তর: মুশারাকা হল অংশহারে ব্যবসা। যাতে লাভও অংশহারে বণ্টন হবে (আবূ দাঊদ, ইরওয়া, হা/১৪৬৮)। আর মুযারাবা হল একজনের অর্থ এবং অপর জনের ব্যবসা। যাতে লাভ চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে (মুওয়াত্ত্বা মালেক, ইরওয়াউল গালিল, হা/১৪৭০)। ইসলামী শরী'আতে এই দু'ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া অন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ নয়। বর্তমান যুগে অনেক প্রতারণাপূর্ণ বীমা ও ব্যবসা বেরিয়েছে যা থেকে বেঁচে থাকা মুমিনের কর্তব্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০২; মিশকাত, হা/২৮৬০)।

প্রশ্ন (৪৭) : সরকারকে ট্যাক্স না দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈধ হবে কি?

-রফিকুল ইসলাম
গাইবান্ধা।

উত্তর: সরকারের কোনো আইন ইসলামী আইন বিরোধী না হলে এবং জনকল্যাণকর হলে সে আইন মেনে চলাই কর্তব্য (আবূ দাঊদ, হা/২৬২৬; তিরমিযী, হা/৩৭০৭)। অতএব, জাতীয় রাজস্ব আয়ের মাধ্যম হিসাবে সরকারীভাবে যে ট্যাক্স ধার্য করা হয়, তা ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা ঠিক হবে না। কেননা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ মানেই জনস্বার্থ। আর জনস্বার্থের ক্ষতি করা ইসলাম অনুমোদন করে না। সাধারণভাবে একজন ঈমানদার ব্যক্তি কখনো অন্যের ক্ষতিসাধন করে আপন স্বার্থ হাছিল করতে পারে না। সুতরাং এ ধরনের অপরাধ করা হতে বিরত থাকতে হবে। তবে অনেক সময় রাষ্ট্রীয় দুর্নীতিগ্রস্থ সিস্টেমের কারণে মানুষ সঠিক ট্যাক্স দিতে চাইলেও দিতে পারে না সেক্ষেত্রে এর দায়ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে। সাধ্যের বাহিরে কোনো কাজের জন্য মানুষ আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে না।

তারিখে ইসলাম

প্রশ্ন (৪৮) : ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন স্থানে ছাহাবী গাছ দেখা যায়। আসলে ছাহাবী গাছ বলতে কোনো গাছ আছে কি? জানতে চাই।

-ফারহাদ হোসেন
সখিপুর, শরিয়তপুর।

উত্তর: গাছ কখনো ছাহাবী হতে পারে না। ছাহাবী গাছ বলে যে কথা মানুষের মাঝে ছড়াছড়ি হয়ে আছে তা নিছক কাহিনী মাত্র। এর কোনো ভিত্তি নেই।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯) : মানুষ মুখে শোনা যায় রাত ১২টার পর মসজিদের মাঝখানে ঘুমালে নাকি জিন মানুষের ক্ষতি করে, এই কথা কি সত্য?

-নোবিরুল
রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর: এ কথার সত্যতার ব্যাপারে কোনো শারঈ ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। যা শুধু মানুষের মুখেই প্রচলিত রয়েছে। তবে জিনের প্রভাব রয়েছে। যা কুরআন-হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা সূদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে (দুনিয়াতে) শয়তান (অর্থাৎ জিন) স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয় (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একজন নতুন বিবাহিত এক তরুণ খন্দক যুদ্ধ চলাকালে প্রতিদিন দুপুরের সময় রাসূলের অনুমতি নিয়ে বাড়ি যেত। প্রতি দিনের ন্যায় একদিন অনুমতি চাইলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমতি কালে তাকে বলেন, ‘তোমার হাতিয়ার তোমার সাথে নিয়ে নাও। কারণ তোমার উপর বনু কুরায়যার আক্রমণের আশঙ্কা করছি’। এরপর সে বাড়িতে গিয়ে দেখে যে তার স্ত্রী ঘরের দরজাতে, তখন সে রাগান্বিত হয়। তবে স্ত্রী তাকে ঘরে প্রবেশের জন্য বলে। এরপর সে ঘরে বিশাল একটি সাপ দেখে এবং বল্লম দ্বারা সেটিকে আঘাত করে এতে সাপটি তার দিকে তেড়ে আসে। এতে সে ও সাপ উভয়ই মারা যায় এবং কে আগে মারা যায় তা বুঝা যায়নি... (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩৬)। এছাড়াও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে একবার জিনেরা ছাহাবীদের মধ্য হতে নিয়ে চলে যায়। এতে ছাহাবীরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে খোঁজাখুঁজি করে না পাওয়ার কারণে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তী দিনে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসে ছাহাবীদের বলেন, ‘জিনের একটি দল তাকে নিয়ে গিয়েছিল এবং তার কাছে কুরআন শ্রবন করেছে’ (সংক্ষিপ্ত) (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫০)।

প্রার্থনা

প্রশ্ন (৫০) : চাকুরী হইতেছে না। চাকুরী পাওয়ার কোনো আমল আছে কি?

-বায়তুল বখতিয়ার
বরিশাল।

উত্তর: চাকুরী পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দু‘আ বর্ণিত হয়নি। তবে, চাকুরী মানুষের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। তাই মনের ইচ্ছা বা চাহিদা পূরণের জন্য নিম্নোক্ত আমলগুলো করলে আল্লাহ তার চাওয়া পূরণ করবেন ইনশা-আল্লাহ!

১. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظالمينَ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে কোন মুসলিম লোক কোন বিষয়ে কখনো এ দুআ করলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করেন’ (তিরমিযী, হা/৩৫০৫; মিশকাত, হা/২২৯৬)।

২. রাতের শেষের এক তৃতীয়াংশে আল্লাহর কাছে নিজ প্রয়োজন তুলে ধরলে আল্লাহ তা পূরণ করবেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৮)।

বর্ষসূচি-৬ষ্ঠ

(৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর' ২০২১ ইং হতে ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, অক্টোবর' ২০২২ ইং পর্যন্ত)

সম্পাদকীয়

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ইসলামে ধর্মীয় উদারতা	নভেম্বর'২১	৭	রামাযানের ভালো কাজের ধারা অব্যাহত রাখুন!	মে'২২
২	'সুন্নী' খপ্পর থেকে সাবধান!	ডিসেম্বর'২১	৮	পদ্মা বহুমুখী সেতু : উন্নতির আরো এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ	জুন'২২
৩	কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না!	জানুয়ারি'২২	৯	উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন	জুলাই'২২
৪	ই-ফেতনা থেকে সাবধান	ফেব্রুয়ারি'২২	১০	বন্যা : কারণ ও প্রতিকার	আগস্ট'২২
৫	স্বাধীনতার মাসে দেশের শান্তি-সমৃদ্ধির শপথ নিন	মার্চ'২২	১১	ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটে দেশ	সেপ্টেম্বর'২২
৬	যাবতীয় নেশাদার দ্রব্য নিষিদ্ধের ইসলামী আইন বলবৎ রাখুন	এপ্রিল'২২	১২	অবশ্যই 'অশ্লীল নজর অসভ্যতা'	অক্টোবর'২২

দারসে হাদীছ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	কুরআন তেলাওয়াত : সার্বিক কল্যাণ লাভের সর্বোত্তম উপায়	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	নভেম্বর'২১
২	মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	জুন'২২
৩	আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে করণীয়	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	আগস্ট'২২
৪	রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	সেপ্টেম্বর'২২

প্রবন্ধ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	হজ্জ ও উমরা	আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ	নভেম্বর'২১-এপ্রিল'২২ (১৫-২০ পর্ব)
২	আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত যে ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানা ওয়াজিব	আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী	নভেম্বর'২১ (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
৩	সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া	হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী	নভেম্বর'২১, ফেব্রুয়ারি'২২-মার্চ'২২ ও সেপ্টেম্বর'২২-অক্টোবর'২২ (৪-৮ পর্ব) [চলবে...]
৪	ঘটনাবহুল আফগান শাসনের অতীত ও বর্তমান	ড. মো. কামরুজ্জামান	নভেম্বর'২১
৫	ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ﷺ	অনুবাদ : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী	নভেম্বর'২১ (শেষ পর্ব)
৬	আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব	অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান	নভেম্বর'২১-ডিসেম্বর'২১ (৯-১০ পর্ব)
৭	একটি লিফলেটের ইলমী জবাব	আহমাদুল্লাহ	নভেম্বর'২১-জানুয়ারি'২২ (৪-৬ পর্ব)
৮	রসিকতা হোক পরিমিত	উছমান ইবনু আব্দুল আলিম	নভেম্বর'২১
৯	মুঠোফোন প্রযুক্তি : অপূরণীয় ক্ষতি	মীযান মুহাম্মাদ হাসান	নভেম্বর'২১
১০	সন্ত্রাস নির্মূলে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	শুয়াইব বিন আহমাদ	নভেম্বর'২১
১১	আসল বিজয়ী কে?	কাযী ফেরদৌস করীম (মুন্নি)	নভেম্বর'২১
১২	লোক দেখানো আমলের পরিণতি	ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর	ডিসেম্বর'২১-জানুয়ারি'২২ (৪-৫ পর্ব)
১৩	তাসবীহ পাঠের পদ্ধতি	সাঈদুর রহমান	ডিসেম্বর'২১
১৪	মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষাবিস্তারে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা	মো. আরিফুর রহমান	ডিসেম্বর'২১ ও জানুয়ারি'২২ (১-২ পর্ব)
১৫	মূর্খদের সাথে বিতর্ক : শরীআত কী বলে?	অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন	ডিসেম্বর'২১ ও জানুয়ারি'২২ (১-২ পর্ব)
১৬	দাড়ি সম্পর্কে ইসলামের বিধান	সাজ্জাদ সালাদীন	ডিসেম্বর'২১
১৭	থার্টিফার্স্ট নাইট : বর্ষবরণের নামে অশ্লীলতা	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	ডিসেম্বর'২১
১৮	মুমিনের কর্ম ও গুণাবলি	নাজমুল হাসান সাকিব	ডিসেম্বর'২১
১৯	হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় করো এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক হও	জাবির হোসেন	ডিসেম্বর'২১

২০	মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ : উম্মাহর পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার	ড. মো. কামরুজ্জামান	জানুয়ারি'২২ ও ফেব্রুয়ারি'২২ (১-২ পর্ব)
২১	হক্কের মানদণ্ড	অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান	জানুয়ারি'২২-মে'২২ (১-৫ পর্ব)
২২	জ্ঞানীদের কিছু গুণাবলি	মো. তরিকুল ইসলাম	জানুয়ারি'২২
২৩	মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ১০টি উপায়!	আতাউর রহমান	জানুয়ারি'২২-মার্চ'২২ (১-৩ পর্ব)
২৪	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান	অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন	জানুয়ারি'২২-ফেব্রুয়ারি'২২, এপ্রিল'২২ ও জুন'২২-আগস্ট'২২ (১-৬ পর্ব)
২৬	প্রজেক্টর নিয়ে কিছু কথা	সাঈদুর রহমান	জানুয়ারি'২২
২৭	রজব মাসের বিশেষ ছালাত চূড়ান্ত বিদআত	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	ফেব্রুয়ারি'২২
২৮	ধূমপান : ধ্বংসের কারণ	আবূ রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম	ফেব্রুয়ারি'২২
২৯	বন্ধু আমার! পাপ করো না, পাপ হয়ে গেলে তওবা করতে ভুলো না	জাবির হোসেন	ফেব্রুয়ারি'২২ ও মার্চ'২২ (১-২ পর্ব)
৩০	প্রভুর ঘোষণা কুরআন সুবোধ্য	তাজরীন নাহার নুসরাত	ফেব্রুয়ারি'২২
৩১	স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাশিক্ষার বৈষম্য	ড. মো. কামরুজ্জামান	মার্চ'২২ ও এপ্রিল'২২ (১-২ পর্ব)
৩২	মিম্নাতুল বারী	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	মার্চ'২২-অক্টোবর'২২ (১১-১৮ পর্ব) [চলবে...]
৩৩	শবেবরাত পালন করা বিদআত	অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন	মার্চ'২২
৩৪	শা'বান মাসে নফল ছিয়াম ও ছালাত	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	মার্চ'২২
৩৫	সবচেয়ে ভালো মানুষ কারা?	মো. দেলোয়ার হোসেন	মার্চ'২২
৩৬	নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম	হাফেয আব্দুর রহমান বিন জামিল	মার্চ'২২
৩৭	আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইলম গোপন রাখার হাদীছের ব্যাখ্যা	আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী	এপ্রিল'২২
৩৮	রামাযানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	এপ্রিল'২২
৩৯	নারীদের ছিয়ামের বিধান	অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন	এপ্রিল'২২
৪০	যাকাত বের করার সঠিক পদ্ধতি	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	এপ্রিল'২২
৪১	ই'তিকাফের গুরুত্ব ও ফযীলত	আব্দুল হামীদ বিন মুজিবুর রহমান	এপ্রিল'২২
৪২	লায়লাতুল ক্বদরের বিধান	সাজ্জাদ সালাদীন	এপ্রিল'২২
৪৩	সময় তো ফুরিয়ে এলো, নববর্ষ ও পহেলা বৈশাখে কেন আনন্দ কর?	জাবির হোসেন	এপ্রিল'২২
৪৪	আরবী ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব	ড. মো. কামরুজ্জামান	মে'২২
৪৫	অমনোযোগী পুত্রের প্রতি পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ	অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন	মে'২২-জুলাই'২২ (১-৩ পর্ব)
৪৬	ঈদ উৎসব	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	মে'২২
৪৭	ছাদাক্বাতুল ফিত্বর : একটি পর্যালোচনা	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	মে'২২
৪৮	ঈদের মাসায়েল	আল-ইতিছাম ডেস্ক	মে'২২
৪৯	শাওয়ালের ছিয়াম ও অন্যান্য নফল ছিয়ামের গুরুত্ব	অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন	মে'২২
৫০	যেমন ছিল নবীজীর চরিত্র	তাওহীদুর রহমান ইবনু মঈনুল হক্ব	মে'২২
৫১	রামাযান শেষে...	জাবির হোসেন	মে'২২
৫২	আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?	অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	জুন'২২-অক্টোবর'২২ (১-৫ পর্ব) [চলবে...]
৫৩	বিভিন্ন ধর্মে পশু কুরবানী ও বলিদান প্রথা	ড. মো. কামরুজ্জামান	জুন'২২
৫৪	দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা	আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী	জুন'২২-অক্টোবর'২২ (১-৫ পর্ব)
৫৫	ঈমান ভঙ্গের কারণ	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	জুন'২২ ও জুলাই'২২ (১-২ পর্ব)
৫৬	সারোগেসি : বাস্তবতা বনাম ইসলাম	এ.এস.এম. মাহবুবুর রহমান	জুন'২২
৫৭	মাদকে জড়াচ্ছে পথশিশুরা!	মো. জোবাইদুল ইসলাম	জুন'২২
৫৮	দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ চান?	সাঈদুর রহমান	জুন'২২
৫৯	বান্দার ভাবনা আল্লাহর সমাধান	নাহরিন বানু এশা	জুন'২২
৬০	মক্কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ফযীলত	আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী	জুলাই'২২
৬১	যিলহজ্জ মাসের আমল	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	জুলাই'২২
৬২	ঈদুল আযহার তাৎপর্য	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	জুলাই'২২

৬৩	কুরবানীর ইতিহাস	অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন	জুলাই'২২
৬৪	ত্যাগের দীক্ষা দিতে কুরবানী এলো আজ ঘরে ঘরে...	জাবির হোসেন	জুলাই'২২
৬৫	মদীনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ফযীলত	আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী	আগস্ট'২২
৬৬	উপেক্ষিত ধর্ম, নির্বাসিত মূল্যবোধ	ড. মো. কামরুজ্জামান	আগস্ট'২২ ও সেপ্টেম্বর'২২ (১-২ পর্ব)
৬৭	জীবন যদি হতো তাদের মতো!	সাঈদুর রহমান	আগস্ট'২২
৬৮	আশূরায়ে মুহাররম : গুরুত্ব ও ফযীলত	আল-ইতিছাম ডেস্ক	আগস্ট'২২
৬৯	আরাফার খুৎবা	অনুবাদ : মুহাম্মাদ হযরত আলী	আগস্ট'২২
৭০	পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার	মো. দেলোয়ার হোসেন	আগস্ট'২২
৭১	দাড়িবিহীন মুসলিম!	মুরতযা বিন আযহার	আগস্ট'২২
৭২	প্রসঙ্গ : ছফর মাসকেন্দ্রিক জাহেলিয়াত, অশুভত্ব, কুসংস্কার এবং আখেরী চাহার শোম্বা বিষয়ক বিদআত!	অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন	সেপ্টেম্বর'২২
৭৩	মাযারে দান-ছাদাক্বা : ইসলাম কী বলে?	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	সেপ্টেম্বর'২২
৭৪	ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের একাল-সেকাল	মো. হাসিম আলী	সেপ্টেম্বর'২২
৭৫	আল-কুরআন : আঁধারের মাঝে এক দীপ্তি	সাব্বির আহমাদ	সেপ্টেম্বর'২২
৭৬	হে যুবক! কখনো কি সময়ের হিসাব করেছ?	জাবির হোসেন	সেপ্টেম্বর'২২
৭৭	আল-কুরআনে আবহাওয়া বিজ্ঞান : জ্ঞানীদের জন্য নির্দেশনা	ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ	অক্টোবর'২২
৭৮	পাবলিক প্লেসে স্মার্টফোন ব্যবহারের শালীনতা	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	অক্টোবর'২২
৭৯	ঈদে মীলাদুন্নবী কেন বর্জনীয়	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	অক্টোবর'২২
৮০	ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের ভূমিকা	মাযহারুল ইসলাম	অক্টোবর'২২
৮১	টাখনুর উপরে পুরুষের পোশাক পরিধান : যুক্তি ও বিজ্ঞান আছে কি?	জাবির হোসেন	অক্টোবর'২২

হারামাইনের মিম্বার থেকে

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	প্রশংসনীয় চরিত্র	অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী	নভেম্বর'২১
২	জীবনের মূল্য	অনুবাদ : মো. তরিকুল ইসলাম	ডিসেম্বর'২১
৩	ঐক্যবদ্ধ থাকুন, মতানৈক্য পরিহার করুন	অনুবাদ : মো. তরিকুল ইসলাম	জানুয়ারি'২২
৪	কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য নিরাপদ আর কাফের-মুনাফেক্বদের জন্য আতঙ্ক	অনুবাদ : মো. তরিকুল ইসলাম	ফেব্রুয়ারি'২২
৫	চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করা	অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী	মার্চ'২২
৬	উত্তম ও সুন্দরভাবে কর্ম সম্পাদন করা সাফল্য ও সন্তুষ্টির পথ	অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী	এপ্রিল'২২
৭	মুসলিম উম্মাহর ওপর কুরআনুল কারীমের গুরুত্ব	অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী	মে'২২
৮	হারামাইন শারীফাইনের দেশে হালাল উপার্জন এবং নিরাপত্তার প্রাচুর্য	অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী	জুন'২২
৯	মেহমান ও মেজবানের শিষ্টাচারসমূহ	অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী	জুলাই'২২
১০	আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান : মর্যাদা, ফযীলত ও ফলাফল	অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী	সেপ্টেম্বর'২২
১১	দুনিয়াবী সংশোধন ও পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যমে সফলতা লাভের উপদেশসমূহ	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	অক্টোবর'২২

সাময়িক প্রসঙ্গ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	হঠাৎ কেন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান নিয়ে এত অস্থিরতা?	জুয়েল রানা	নভেম্বর'২১
২	বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে জলবায়ু সম্মেলনের কি আদৌ কোনো ভূমিকা আছে?	জুয়েল রানা	ডিসেম্বর'২১

৩	হাফ ভাড়া শিক্ষার্থীদের আবদার, না-কি অধিকার?	জুয়েল রানা	জানুয়ারি'২২
৪	লঞ্চ দুর্ঘটনা : কারণ ও সুপারিশ	জুয়েল রানা	ফেব্রুয়ারি'২২
৫	হিজাবী মুসকান এবং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি	জুয়েল রানা	মার্চ'২২
৬	রাশিয়-ইউক্রেন যুদ্ধ : একটি পর্যালোচনা	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	মে'২২-জুলাই'২২ (১-৩ পর্ব)
৭	দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ও টিসিবির লাইনে ধাক্কাধাক্কি	জুয়েল রানা	মে'২২
৮	১১৬ জন আলেমের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র ও আমাদের শ্রীলংকা ভীতি	জুয়েল রানা	জুলাই'২২
৯	বাংলাদেশে বন্যার্তদের বেহাল দশা ও ইউরোপে বর্ণবাদের ভয়াবহ চিত্র	জুয়েল রানা	আগস্ট'২২
১০	হঠাৎ লোডশেডিং ভয়াবহভাবে বেড়ে গেল কেন?	জুয়েল রানা	সেপ্টেম্বর'২২
১১	আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলাম	এ.এস.এম. মাহবুবুর রহমান	অক্টোবর'২২

শিক্ষার্থীদের পাতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	মনীষী পরিচিতি-১ : আল্লামা নাযীর আহমাদ রহমানী আযমগড়ী	আল-ইতিছাম ডেস্ক	ডিসেম্বর'২১
২	মনীষী পরিচিতি-২ : মাওলানা কাযী আতহার মুবারকপূরী	আল-ইতিছাম ডেস্ক	ফেব্রুয়ারি'২২
৩	গ্রন্থ পরিচিতি-১৩ : সুনানে ইবনু মাজাহ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	এপ্রিল'২২
৪	মনীষী পরিচিতি-৩ : আল্লামা উবায়দুল্লাহ খান আফীফ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	মে'২২
৫	রাবী পরিচিতি-৭ : আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জুদআন	আল-ইতিছাম ডেস্ক	অক্টোবর'২২

জামি'আহ পাতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ক্বীমাতুয যামান বা সময়ের মূল্য	সায়্যিদ তাসনীম আল-আমান	নভেম্বর'২১
২	প্রিয় ভাই! প্রিয় শিক্ষক!	মাযহারুল ইসলাম আবির	জুলাই'২২
৩	আল-কুরআনে মৌমাছি ও মাকড়সা	আব্দুর রাযযাক বিন মাসির	সেপ্টেম্বর'২২

হাদীছের গল্প

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	কবরের প্রথম প্রহর	উম্মে আয়মান	আগস্ট'২২

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	এক দল যুবকের দ্বীনে ফেরার গল্প	মো. হামিদুর রহমান (তামিম)	নভেম্বর'২১
২	বিয়ে নিয়ে ভাবনা	ওমর ফারুক বিন মুসলিমুদ্দীন	ডিসেম্বর'২১
৩	সময়িক বন্ধু	আব্দুর রাযযাক বিন মাসির	ফেব্রুয়ারি'২২
৪	জান্নাতের মেহমান	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	মার্চ'২২
৫	কুরবানী	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	জুলাই'২২
৬	আতরওয়ালা বন্ধু	মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান	সেপ্টেম্বর'২২
৭	বৃদ্ধাশ্রম থেকে ঘুরে আসা	সাঈদুর রহমান	অক্টোবর'২২

কবিতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	মা	আব্দুর রহমান বিন জামিল	নভেম্বর'২১	২৬	ঈদ এসেছে	মো. জোবাইদুল ইসলাম	মে'২২
২	ঈমান আর মুমিন	আব্দুর রহমান	নভেম্বর'২১	২৭	পরাস্ত বিবেক	মো. জহুরুল ইসলাম	মে'২২
৩	আল-ইতিছাম	মুস্তাক্বীম বিল্লাহ	নভেম্বর'২১	২৮	প্রার্থনা	সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ	মে'২২
৪	জীবনের হিসেব	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	ডিসেম্বর'২১	২৯	খোকাখুকুর ঈদ	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	মে'২২
৫	হেদায়াত	আযহারুল ইসলাম	ডিসেম্বর'২১	৩০	উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মাহমূদ	জুন'২২

৬	অমৃত সুধা	সাদিয়া জান্নাত নুরি	ডিসেম্বর'২১	৩১	আহ্বান	ফারজানা ইয়াসমীন	জুন'২২
৭	গজনী অভিযান	আব্দুল মুমিন	ডিসেম্বর'২১	৩২	ইবাদতখানা	আশরাফুল হক	জুন'২২
৮	সালাফী কনফারেন্স	মো. জহুরুল	ডিসেম্বর'২১	৩৩	ছালাতের আহ্বান	আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবূ বকর	জুন'২২
৯	ফিরিয়ে নাও!	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক	জানুয়ারি'২২	৩৪	কুরবানীর শিক্ষা	আব্দুর রহমান	জুলাই'২২
১০	কুরআন পড়ো	মো. জোবাইদুল ইসলাম	জানুয়ারি'২২	৩৫	প্রার্থনা	মো. শাহাজাহান হোসেন	জুলাই'২২
১১	তাওবাতান নাছূহা	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মাহমূদ	জানুয়ারি'২২	৩৬	ডাক এসেছে	মিজানুর রহমান	জুলাই'২২
১২	১৪ ফেব্রুয়ারি	আশরাফুল হক	ফেব্রুয়ারি'২২	৩৭	কুরবানী	আবূ বকর ছিদ্দীক্ব	জুলাই'২২
১৩	ঋণের দায়ে	মিফতাউল ইসলাম	ফেব্রুয়ারি'২২	৩৮	সময়ের গুরুত্ব	শাহিন বিন আব্দুল গণী	আগস্ট'২২
১৪	প্রার্থনা	মাহাতাব হাসান এমরে	ফেব্রুয়ারি'২২	৩৯	পানি পানের আদব	ফাতেমা	আগস্ট'২২
১৫	জ্ঞানী যবে মারা যায়	মো. জহুরুল	ফেব্রুয়ারি'২২	৪০	শান্তির ছায়াতলে	কাওছার আনছারী	আগস্ট'২২
১৬	সঠিক পথের সন্ধান	মুহাম্মাদ সোহাগ মিয়া	ফেব্রুয়ারি'২২	৪১	মা	মিফতাউল ইসলাম	আগস্ট'২২
১৭	পর্দা	মো. ফরহাদ খান	মার্চ'২২	৪২	বাঁচো এবং বাঁচাও	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মাহমূদ	সেপ্টেম্বর'২২
১৮	রঙিন মায়া	মুস্তাকীম বিল্লাহ	মার্চ'২২	৪৩	হাসি	মো. জোবাইদুল ইসলাম	সেপ্টেম্বর'২২
১৯	নারীরা অর্ধেক	শাজাহান কবীর শান্ত	মার্চ'২২	৪৪	শিক্ষাগুরু	মিজানুর রহমান	সেপ্টেম্বর'২২
২০	মুনাজাত	শাকিব হুসাইন	মার্চ'২২	৪৫	তোমাতেই সব	মাযহারুল ইসলাম আবির	সেপ্টেম্বর'২২
২১	ডায়াবেটিস	মাখন চন্দ্র রায়	মার্চ'২২	৪৬	প্রভুর যিকির শান্ত করে	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	অক্টোবর'২২
২২	কবর	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	এপ্রিল'২২	৪৭	ইখলাছ	আব্দুল্লাহ আল-আসিফ	অক্টোবর'২২
২৩	ধন্য করো জীবন	মো. শাহানুর ইসলাম	এপ্রিল'২২	৪৮	চিরকৃতজ্ঞ	সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ	অক্টোবর'২২
২৪	আল-কুরআন	আবূ বকর ছিদ্দীক্ব	এপ্রিল'২২	৪৯	নিজেই ভালো বুঝে	মো. শফিউর রহমান	অক্টোবর'২২
২৫	শপথ	শাহিন ইসলাম	এপ্রিল'২২	৫০	বিস্ময় ঋতুরাণী	মৃধা মুহাম্মাদ আমিনুল	অক্টোবর'২২

বি. দ্র. মাসিক আল-ইতিছাম **'সওয়াল-জওয়াব'** বিভাগে প্রতি মাসে ৫০টি করে ১২ মাসে মোট ৬০০টি প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ। **'সওয়াল-জওয়াব'**-এর পুরো লিস্টটি একসাথে দেখতে www.al-itisam.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

সুধী পাঠক!

চলতি বছরে কাগজের মূল্য কয়েক দফা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য খরচ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে **মাসিক 'আল-ইতিছাম'** সরবরাহ দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই আগামী সংখ্যা (নভেম্বর-২০২২) থেকে **মাসিক 'আল-ইতিছাম'**-এর মূল্য ২৫/- এর পরিবর্তে ৩০/- টাকা নির্ধারণ করা হলো। মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমরা পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের নিকট আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। -প্রধান সম্পাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
  বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :

- বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
  বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :

- নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
  বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

- নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
  নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
  রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :

- আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
  বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
  বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

মাকতাবাতুস সালাফ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

অমনোযোগী পুত্রের প্রতি সন্তানবৎসল এক পিতার
হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ

আদর, স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে অর্থ ব্যয় করে সন্তানকে বড় করা যতটা সহজ; তাকে উত্তম শিষ্টাচার, ঈমান-আমল ও আদব-আখলাক দিয়ে আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তোলা ঠিক ততটাই কঠিন। দুরূহ এই কাজটিকেই অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে এ বইটিতে।

মূল : আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ
ভাষান্তরে : আবু আব্দুর রঊফ আব্দুল কাদের বিন রঈসুদ্দীন

★ পৃষ্ঠা : ৩৬ | ★ মূল্য : ৩০ টাকা

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

অর্ডার করুন
০১৪০৭-০২১৮৪৭

নাজাতের একমাত্র অবলম্বন! সালাফী মানহাজের অনুসরণ!

সালাফী কনফারেন্স ২০২২-২৩

সভাপতি

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল ও দিনাজপুর
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বক্তব্য পেশ করবেন:
দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম

রাজশাহী
৬ষ্ঠ বার্ষিক
২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ২০২২
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ
সময়: ১ম দিন বাদ আসর হতে

দিনাজপুর
২য় বার্ষিক
০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ
সময়: জুম'আর খুৎবার মধ্য দিয়ে

নারায়ণগঞ্জ
৭ম বার্ষিক
০২ ও ০৩ মার্চ ২০২৩
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ
সময়: ১ম দিন বাদ আসর হতে

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ ও দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

বাস্তবায়নে: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫

BONOJO

Organic BONOJO ™

bonojobd.com
01704550806
/bonojobd

সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু

দেবহাটা, সাতক্ষীরা
অর্ডার করতে ফেসবুক পেজে ম্যাসেজ দিন

চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু